NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া', অতঃপর!

কমপিউটার আমদানিতে রাশ টানছে কেন্দ্র ৭

কলকাতা ৪ অগস্ট ২০২৩ ১৮ শ্রাবণ ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ৫৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 4.8.2023, Vol.17, Issue No.55, 8 Pages, Price 3.00

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে ইভিএম হ্যাক করার চেষ্টা করছে বিজেপি

দাবি মুখ্যমন্ত্রী মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জিততে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএম হ্যাক করার চেষ্টা করছে বিজেপি। বৃহস্পতিবার এমনই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সভাঘরে এক ভার্চুয়াল কর্মসূচিতে রাজ্যে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন-শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পর, সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মমতা বলেন, 'ওরা এখন থেকেই নানা পরিকল্পনা করছে। ইলেক্ট্রিক মেশিন (ইভিএম) হ্যাক করার নানারকম ব্যবস্থা করছে। আমাদের কাছে খবর এসেছে। কিছু প্রমাণ পেয়েছি। কিছু খুঁজছি। ইন্ডিয়া-র বৈঠকে আলোচনা হবে।' পাল্টা সরব হয়েছে বিজেপি।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জিততেও বিজেপি শিবির নানা কৌশল নিতে পারে বলে দাবি বিরোধীদের। এই নিয়েই সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলেন মমতা। তারই জবাবে ইভিএম হ্যাকের আশঙ্কার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। অতীতেও বিজেপির বিরুদ্ধে ইভিএমে কারচুপি করার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন মমতা।

আগামী লোকসভা নির্বাচনে মোদি বাহিনীকে ক্ষমতাচ্যুত করতে জোট বেঁধেছে বিজেপি-বিরোধী দলগুলি। তৈরি হয়েছে 'ইন্ডিয়া'। আগামী ৩১ অগস্ট এবং ১ সেপ্টেম্বর মুম্বইয়ে বিরোধী জোটের পরবর্তী বৈঠক হওয়ার কথা। ওই বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা মমতার। বৈঠকে বিজেপির পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হবে বলে বৃহস্পতিবার জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পাল্টা রাজ্য বিজেপির নেতা রাহুল সিং বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রচার থেকেই বোঝা যাচ্ছে, মোদিজি ক্ষমতায় ফিরবেন। সেই আশঙ্কাতেই এই ভাবে হ্যাক, হ্যাক করে চিৎকার করছেন।'

বিরোধীদের ইন্ডিয়া জোট নিয়ে কটাক্ষের ছলে সত্যি কথা বলে ফেলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কারণ আগামী লোকসভা ভোটে দিল্লি দখল করবে বিরোধীরাই। বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রীকে অমিত শাহের কটাক্ষ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন। কেন্দ্রীয় স্বরষ্ট্রমন্ত্রী এদিন বলেছেন দেশের দিকে না তাকিয়ে বিরোধী জোটের উচিৎ দিল্লির কথা ভাবা। উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কটাক্ষের ছলে উনি ঠিকই বলেছেন। কারণ আগামী ভোটে বিরোধীরাই জিতবে। কারণ, দিল্লিই দেশের রাজধানী। বিরোধীদের জোট শুধু দিল্লি নয় গোটা দেশেই জিতবে। কারণ দেশকে বিপর্যয়, সাম্প্রদায়িক অশান্তি, বেকারির মত সমস্যার হাত থেকে রক্ষা করতে এই জোট তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের বর্তমানে অস্তিত্ব নেই। পুরনো সঙ্গীরা ওই জোট ছেড়ে চলে গিয়েছে। মমতা বলেন, 'আমার খুব আশ্চর্য লাগে গতকাল আমি আসছিলাম আলিপুরের ডিজি হেড কোয়ার্টারে অফিস থেকে। তার বিপরীতে একটি পেট্রোল পাম্প রয়েছে। সেখানে দেখলাম দুটি মেয়ে গেরুয়া পোশাক পড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তখন আমি পুলিশকে জিজ্ঞাসা করলাম তোমরা পুলিশে কবে গেরুয়া পোশাক শুরু করলে। তখন পুলিশ জানাল, এটা পুলিশের নয়, সব পেট্রোল পাম্পে এই পোশাক পরার জন্য নির্দেশিকা গিয়েছে। বাইপাসের ধারে সব মেট্রো স্টেশন দেখুন, সব গেরুয়া করে দিয়েছে। শুধু গেরুয়া করার প্ল্যান। সারা দেশে যদি গেরুয়া রং হয়ে যায়, তখন অন্য রং কোথায় যাবে। আর গেরুয়া রং পবিত্র রং। এটাকে নিয়ে যদি ওরা অত্যাচারের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে তাহলে মানুষ তা গ্রহণ করবে না।'

একগুচ্ছ প্রকল্পের ভার্চুয়াল উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে একগুচ্ছ প্রকল্পের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এদিন নবান্ন সভাঘর থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রায় ২০০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে গেলে ফেলে রাখার পক্ষপাতি নই সঙ্গে সঙ্গে তা মানুষের কাজে লাগিয়ে দিই। আমরা গেরুয়া করার প্রকল্প করি না। এই রং ত্যাগের প্রতীক এই রং নিয়ে ছেলে খেলা করা যায় না।' এদিন তিনি ১০.৪ কোটি অর্থ ব্যয় বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পিপিপি মডেলের ওয়ান দশমিক ৫ ২৩লা এম আর আই সেন্টার উদ্বোধন করেন। ৩. ৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে ইসলামপুর সাব ডিভিশন হাসপাতালে সিটি স্ক্যান মেশিন বসানো হয়। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে টার্সিয়ালী ক্যান্সার কেয়ার সেন্টারের ১২০ শয্যা বিশিষ্ট দুটি বিল্ডিং তৈরি হয়েছে ৫১ কোটি টাকা খরচ করে। এই প্রকল্পের উদ্বোধন ও এদিন করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের ১১ টি হাসপাতালে ২৪ সজ্জার হাইব্রিড সিসিইউ তৈরি করা হয়েছে, প্রায় ১২ কোটি টাকা খরচ করে হাসপাতালে কুড়ি শয্যার বাড়তি ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে। তিনটি হাসপাতালে ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেশন ইউনিট তৈরি হয়েছে প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয়ে, সিউড়ি ও কৃষ্ণনগর হাসপাতালে তৈরি হয়েছে জনস্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্র নির্মাণ এছাড়াও বিভিন্ন জেলায় বেশ কয়েকটি আয়ুষ বস বিভাগও তৈরি হয়েছে। এদিন এসব কটি প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

লোকসভায় পাশ হল দিল্লি অর্ডিন্যান্স বিল

ওয়াকআউট বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ৩ অগস্ট: লোকসভায় পাশ হয়ে গেল দিল্লির অর্ডিন্যান্স বিল। বৃহস্পতিবারই লোকসভায় এই বিল নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। তারপরেই সভাকক্ষ থেকে ওয়াকআউট করেন বিরোধীরা। প্রসঙ্গত, দিল্লির আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে কেন্দ্রের হাতে। কিন্তু নিজের দুর্নীতি ঢাকতে আমলাদের বদলি সংক্রান্ত কেন্দ্রের অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতা করছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি। অন্য বিরোধী দলগুলির উচিত এই দুর্নীতির বিরোধিতা করা। লোকসভায় দাঁড়িয়ে সাফ এই বার্তা দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবারই দিল্লি অর্ডিন্যান্স বিল নিয়ে আলোচনা শুরু হয় লোকসভায়। সেখানে নিজের বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে গিয়ে জওহরলাল নেহরুর নামও টেনে আনেন অমিত শাহ। দিনের শেষে পাশ হয়ে যায় বিতর্কিত বিলটি।

বৃহস্পতিবার সংসদে আলোচনার সময়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আসলে আমলাদের নিয়ন্ত্রণ করে নিজেদের দুর্নীতি ঢাকতে চাইছে দিল্লির আপ সরকার। ২০১৫ সালে আপ দিল্লির ক্ষমতায় আসার আগে আমলাদের পোস্টিং বা বদলি নিয়ে কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু কেজরিওয়ালের আমলেই আমলাদের নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

সংবিধান অনুযায়ী, দিল্লির আইন প্রণয়নের অধিকার রয়েছে কেন্দ্র সরকারের। সেই কথা মাথায় রেখেই পেশ করা হয়েছে অর্ডিন্যান্স বিল।

ফের চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরও এসএসসি চেয়ারম্যানের দেখা পেলেন না চাকরিপ্রার্থীরা। ফিরে যেতে বাধ্য হলেন তাঁরা। আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীদের ৫ জনের প্রতিনিধি চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করার জন্য দুপুর ২টো নাগাদ পৌঁছন আচার্য সদনে। চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, ইমেল মারফৎ আগেই দেখা করার সময় চেয়ে নিয়েছিলেন তাঁরা। নির্দিষ্ট দিনক্ষণ না নিয়েই দেখা করতে চলে আসায় চেয়ারম্যান চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করেননি বলেই সূত্রের খবর।

এরপর চাকরি প্রার্থীদের প্রতিনিধিরা বৃহস্পতিবার দুপুরে আচার্য ভবনে পৌঁছলেও ভিতরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়নি। প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ফোনে চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা না বলে কার্যত হতাশ হয়ে ফিরে যান চাকরিপ্রার্থীরা। এরপর যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুততার সঙ্গে শেষ না করলে আন্দোলন আরও বৃহত্তর হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন চাকরিপ্রার্থীরা।

বৃহস্পতিবার সকাল হতে না হতেই বিক্ষোভে সামিল হলেন আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীরা। হকের চাকরির দাবিতে আবারও বিক্ষোভের পথে তাঁরা। দীর্ঘদিন ধরেই শহিদ মিনারে অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ দিন সকালবেলাই আচার্য সদনের জমায়েত শুরু করেন। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ করেন। আন্দোলনরত আর এক চাকরি প্রার্থী বলেন, '২৪৪ তম দিনে ধর্না মঞ্চ পড়ল। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্যানেল প্রকাশ করল না। কোর্টের নামে জারিজুরি করছে এই নির্লজ্জ অপদার্থ চেয়ারম্যান।'

আন্দোলনরত অপর এক চাকরি প্রার্থী জানান, 'আমরা সারাদিন এখানে বসে থাকব। কমিশনের কোনও টালবাহানা আর শুনব না। আজকেই আমাদের প্যানেল দিতে হবে।' তাঁদের বক্তব্য শহিদ মিনারে বসে বসে তারা ক্লান্ত। কতদিন তারা আর অপেক্ষা করবেন প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। বিক্ষোভের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিধাননগর থানার পুলিশ। সল্টলেকে জমায়েত, পোস্টার, প্ল্যাকার্ড নিয়ে চড়তে থাকে স্লোগান। পুলিশ প্রশাসনও ব্যবস্থা নেয়। ব্যারিকেড ভেঙে ভবনের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন চাকরিপ্রার্থীরা। পুলিশ টেনে হিঁচড়ে তাঁদের সরিয়ে আনে। চলতে থাকে ধস্তাধস্তি। দেখা যায়, কোনও কোনও চাকরিপ্রার্থীর জামাও খুলে যায়। সেখান থেকে চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ রওনা দেন কালীঘাটের দিকে। মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশনেও চাকরিপ্রার্থীদের একটি দল বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। কিন্তু পুলিশ মেট্রো স্টেশনের ওখানেই তাঁদের আটকে দেয়। পুলিশের সঙ্গে চাকরিপ্রার্থীদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়।

অভিষেকের রক্ষাকবচ

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রক্ষাকবচের মেয়াদ কিছুটা বাড়িয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার পর্যন্ত রক্ষাকবচ পাচ্ছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। ওই দিন বিকেলে তাঁর আবেদনের শুনানি রয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মৌখিক ভাবে অভিষেকের উপর রক্ষাকবচ ছিলই। সন্ধ্যায় মামলাটি আদালতে উঠলে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানিয়ে দেন, শুক্রবার পর্যন্ত অভিষেক রক্ষাকবচ পাবেন। অর্থাৎ, রক্ষাকবচের মেয়াদ এক দিন বৃদ্ধি হয়েছে।

ফের ইডির হানা উত্তর কলকাতার আবাসনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার বিকালে মানিকতলা রোডের আইডিয়াল রেসিডেন্সি আচমকা হানা দেন ইডির তদন্তকারীরা। শেষে প্রায় ঘণ্টা দুই তল্লাশি শেষে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তদন্তকারীরা ৭.০৫ মিনিট নাগাদ বেরিয়ে যান। মোট তিনটি গাড়ি এসেছিল বলে খবর। এর মধ্যে দুটি গাড়িতে ছিলেন ইডির তদন্তকারীরা। অন্য একটি গাড়িতে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। তবে কী বিষয়ে, কী কারণে তল্লাশি সে বিষয়ে বারবার প্রশ্ন করা হলেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা কিছুই জানাতে চাননি। সূত্রের খবর, শুধু তাঁদের মুখে শোনা গিয়েছে ব্ল্যাক মানির কথা। এর থেকে বেশি আর কিছুই বলতে চাইলেন না। আবাসনের নিরাপত্তা রক্ষীরা জানান, এদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তদন্তকারীরা এসেছিলেন ওই আবাসনে।

ডুরান্ড কাপের উদ্বোধন করে ফুটবলে কিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। *ছবি: অদিতি সাহা*

মানিকের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের কথা বলেও পিছু হটল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মানিকের ক্ষেত্রে এক পা এগিয়েও পিছু হটল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বৃহস্পতিবার আদালতে গিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের কথা জানানো হয় ইডি-র তরফ থেকে। এরপরই ইডি-র আইনজীবীকে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন নগর দায়রা আদালতের বিচারক। এরপর হঠাৎ-ই নিজেদের স্ট্যান্ড পয়েন্ট থেকে সরে দাঁড়াতে দেখা যায় ইডিকে। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবারের শুনানিতে মানিকের জামিনের আর্জি জানানো হয়নি। আপাতত তাঁকে বিচারবিভাগীয় হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতার নগর দায়রা আদালতের বিচারক।

আদালত সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার শুনানির প্রথমেই ইডির আইনজীবী আদালতে জানান, তাঁরা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের জন্য প্রস্তুত। কারণ, ইডি চাইছে এই মামলায় পরবর্তী পদক্ষেপ করতে। বৃহস্পতিবারের শুনানিতে মানিকের আইনজীবী সঞ্জয় দাশগুপ্ত চার্জ গঠনের আর্জি জানানো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, এই মামলায় মানিকের আগে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন না করা হলেও মানিকের বিরুদ্ধে কী ভাবে চার্জ গঠনের কথা বলা হচ্ছে।

এরই প্রেক্ষিতে বিচারক ইডির আইনজীবীর কাছে জানতে চান, মানিক সংক্রান্ত মামলায় তাদের তদন্ত শেষ হয়েছে কি না সে ব্যাপারে। এমনকী তদন্ত রিপোর্টও চান তিনি। এর একটু পরই আদালতে ইডি একটি নথি পেশ করে। সঙ্গে এও জানায়, চার্জ গঠনের আবেদন তারা করছে না। আদালত সূত্রে এ খবরও মিলেছে বৃহস্পতিবার তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত কোনও রিপোর্ট আদালতে পেশ করা হয়নি।

এদিকে ইডি সূত্রে খবর, এই মামলায় সমস্ত অভিযুক্তের বিরুদ্ধেই চার্জ গঠন করতে চায় তারা। তাই একা মানিকের বিরুদ্ধে নয়, পরে সকল অভিযুক্তের বিরুদ্ধেই চার্জ গঠন করার জন্য আদালতে আবেদন জানাবে তারা।

নতুন করে সংঘর্ষ মণিপুরে, আহত অন্তত ১৭ জন

ইম্ফল, ৩ অগস্ট: মণিপুরে নতুন করে শুরু হয়েছে অশান্তি। নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ১৭ জন আহত হয়েছেন। রাজ্যের বিষ্ণুপুর জেলায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই উত্তেজনা ছিল। পরে বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন মেইতেই গোষ্ঠীর মহিলারা।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত বিষ্ণুপুর জেলা। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার মেইতেই মহিলাদের একটি গোষ্ঠী ব্যারিকেড অতিক্রম করতে চায়। তাঁদের বাধা দেয় অসম রাইফেলস এবং র‍্যাফ। বাধা পেয়ে পাল্টা ইট ছুড়তে শুরু করেন মহিলারা। শুরু হয়ে যায় সংঘর্ষ। এতে অন্তত ১৭ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। একই জেলার কাংভাই এবং ফউগাকচাও-এ উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় মণিপুর পুলিশ।

এ দিকে সংঘর্ষের ঘটনার পরেই পূর্ব এবং পশ্চিম ইম্ফলে নতুন করে জারি হয়েছে কার্ফু। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত বিষ্ণুপুর জেলা। সাত সকালেই বহু মানুষ পথে বেরিয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর বাড়াবাড়ির অভিযোগে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন। তা সামলাতে গিয়েই সংঘর্ষের ঘটনা।

কুকি ও মেইতেইদের সংঘর্ষে মে মাস থেকেই উত্তাল মণিপুর। সেনা নামিয়েও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। নাগরিক নিরাপত্তা কার্যত শিকেয় উঠেছে। তবে দু'মাস আগে দুই মহিলাকে নগ্ন করে হাঁটানোর ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর আগুনে ঘি পড়ে। এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ৭৮ দিন পর নীরবতা ভেঙে মণিপুর নিয়ে কথা বলতে হয়।

বিরোধীদের প্ররোচনায় পড়বেন না, এনডিএ সাংসদদের পরামর্শ মোদির

নয়াদিল্লি, ৩ অগস্ট: লোকসভা ভোটের আগে 'বিতর্কিত বিষয় এবং মন্তব্য' থেকে দূরে থাকার জন্য এনডিএর সাংসদদের পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রসঙ্গত, ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে 'ইন্ডিয়া'র মোকাবিলায় জোট রাজনীতিকেই 'পাখির চোখ' করছে বিজেপি। আগামী ৩১ জুলাই থেকে ১০ অগস্ট পর্যন্ত এনডিএর ১১ দলের মোট ৪৩০ জন লোকসভা ও রাজ্যসভা সাংসদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

গত কয়েক বছরে বিজেপির কেন্দ্র এবং রাজ্যস্তরের একাধিক নেতা-মন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্ররোচনা ও বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের অভিযোগ উঠেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং থেকে দলের সর্বভারতীয় মুখপাত্র (বর্তমানে বরখাস্ত) নুপূর শর্মা পর্যন্ত অনেকেই রয়েছেন সেই তালিকায়। এই পরিস্থিতিতে মোদির বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ।

উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশ, তেলঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্নাটক, কেরল, পুদুচেরি, আন্দামান ও

নিকোবরের বিজেপি এবং সহযোগী দলগুলির সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ; 'বিরোধীরা হতাশাগ্রস্ত। তাঁরা আপনাদের ফাঁদে ফেলতে চাইবে। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই বিরোধীদের প্ররোচনায় পা দেওয়া যাবে না।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত 01/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11763 নং এফিডেভিট বলে Subir Pal S/o. B. Pal ও Subir Paul S/o. B. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 03/08/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 06 নং এফিডেভিট বলে আমি Kazi Abdul Arshed S/o. Late Kazi Abdul Rafique & Kazi Arsad S/o. Late Kazi Abdul Rafique ও আমার স্ত্রী Hasiba Begam W/o. Kazi Abdul Arshed & Hasiba Bibi W/o. Kazi Arsad উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমাদের কন্যা Sahin Sultana.

নাম-পদবী

গত 27/07/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11569 নং এফিডেভিট বলে Bibhas Bhattacharya S/o. Bhabesh Bhattacharya ও Bibhas Bhattacharjee S/o. B. C. Bhattacharjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 23/06/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সদর, হুগলী কোর্টে 3127 নং এফিডেভিট বলে আমি Snehasish Roy সাং 16/591 কপিডাঙ্গা, চুঁচুড়া হুগলী- 712101 ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Karuna Sankar Roy ও Karuna Shankar Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত 02/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11818 নং এফিডেভিট বলে Avijit Hansda S/o. Purna Hansda ও Abhijit Hansda S/o. P. Hansda সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত 02/08/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11812 নং এফিডেভিট বলে Sibatosh Banerjee S/o. Kaliprasanna Banerjee ও Sibatosh Bandyopadhyay S/o. K. P. Bandyopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

ভ্রম সংশোধন

গত 02/08/23 তাং একদিন পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে স্বামী- মৃত রতন কুমার বিশ্বাসের পরিবর্তে স্বামী- মৃত রতন কুমার রায় হবে।

Change of Name

I, **Goutam Mukherjee,** residing at Rly. Qtr No.- CM/1/36, Unit 4 , P.O.: Kharagpur, P.S.-Kharagpur (T), Dist.- Paschim Medinipur, PIN : 721301, have changed my daughter's name from **ADRIJA MUKHOPADHYAY** to **ADRIJA MUKHERJEE** for all purposes vide Affidavit No. 6733/14 dated 25/07/2023 Before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur. That **ADRIJA MUKHOPADHYAY** D/o **Goutam Mukherjee** and **ADRIJA MUKHERJEE** D/o **Goutam Mukherjee** both are same and one identical person i.e. my daughter & henceforth her actual / correct name with surname is **ADRIJA MUKHERJEE** for all purposes .

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- হুগলীর প্রথম সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিশন) আদালত চুঁচুড়া
২০২২ সালের ২১৪ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা

কল্যানী চক্রবর্ত্তী দীং .....বাদী
-(বনাম)-
বিপুল কুমার মণ্ডল দীং ...... বিবাদী

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে- ওলাইচন্ডীতলা ৪২৫ শরৎসরনী, থানা- চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা-হুগলী, নিবাসী কল্যানী চক্রবর্ত্তী দীগর বিবাদীগনের বিরুদ্ধে জেলা হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা-বালী, জে.এল. নং ৯, মহল্যা- ওলাইচন্ডীতলা, ৪২৫ নং শরৎ সরনী, হোল্ডিং নং-১৩/১০, ওয়ার্ড নং-৫, হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির অধীন, আর.এস. দাগ নং- ১৯৬৩, এল.আর খতিয়ান নং- ২২৩৭/১, এল.আর দাগ নং- ২৮৩৬, ৪ কাঠা ৬ ছটাক বাস্তু জমির মধ্যে দোতলা বিল্ডিং এর গ্রাউন্ড ফ্লোর-এ চারটি ঘর, বারান্দা সহ একটি বাথ এবং প্রিভি হইতে ইজেক্টমেন্ট এবং মীন প্রফিট এর প্রার্থনায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমা রুজু করেন। উক্ত মোকর্দ্দমার ২ নং বিবাদী ওলাইচন্ডীতলা, ৪২৫ শরৎ সরনী, থানা- চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা-হুগলী নিবাসী সৌরেন সেন এর পুত্র সঞ্জয় সেন, ইংরাজী ২০২৩ খৃষ্টাব্দের ৩১/৮ তারিখে অত্রাদালতে সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় স্বয়ং কিম্বা নিযুক্তীয় উকিলবাবুর দ্বারা হাজির হইয়া উক্ত মোকর্দ্দমায় তার বক্তব্য পেশ করিবেন কিম্বা জবাব পত্র দাখিল করিবেন। নচেৎ তাঁহার বিরুদ্ধে এক তরফা অর্ডার প্রচারিত হইবে।

বাদীর তরফে
শান্তনু চ্যাটার্জ্জী
এ্যাডভোকেট

ইতি
আদালতের অনুমত্যানুসারে
Abja Banerjee
Sheristader
Of Civil Judge (Junior. Divin.)
1st Court, Hooghly
01-8-23

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীরামপুরের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
২০২১/৪১ নং লেটার অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মোকর্দ্দমা

শ্রীমতি স্বপ্না সাহা, স্বামী- ঁবিমান বিহারী সাহা, সাং ১০ এ সত্যচরণ শাস্ত্রী স্ট্রিট, পোঃ মহেশ, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২২০২।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, জেলা-হুগলী, শ্রীরামপুর থানা অন্তর্গত ১০/এ সত্যচরণ শাস্ত্রী স্ট্রিট, পোঃ মহেশ, পিন- ৭১২ ২০২ নিবাসী শ্রী ক্ষীরোদ বিহারী সাহা (পিতা- ঁচুনিলাল সাহা) কর্তৃক সম্পাদিত উইলের প্রবেট লইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি দেবেন অন্যথায় মামলাটি একতরফা শুনানী হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা-হুগলী, থানা- শ্রীরামপুর, পোঃ ও মৌজা মহেশ, জে.এল. নং ১৫, আর.এস নং ৯৫৬ দাগ নং ৪৮২৪ ও ৪৮২৫ খতিয়ান নং ২২৯২ ও ৮১১ এক কাঠা আট ছটাক বাস্তু জমি গৃহাদি যাহা ১০এ সত্যচরণ শাস্ত্রী স্ট্রিট শ্রীরামপুর হোল্ডিং ভুক্ত সম্পত্তি।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
অরূপ কুমার শী
এ্যাডভোকেট

আদালতের অনুমত্যানুসারে
স্বা/- সমীর চক্রবর্ত্তী
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
শ্রীরামপুর হুগলী পঃ বঃ
০১-০৮-২৩

বিজ্ঞপ্তি

আমরা (১) তুষার চন্দ, পিতা- শিশির চন্দ, পোঃ ও গ্রাম - বৈচিগ্রাম, থানা - পাণ্ডুয়া, জেলা- হুগলী, (২) আলো দাস সেনগুপ্ত, স্বামী- অরূপ দাস, ষণ্ডেশ্বরতলা, থানা - চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, (৩) সেখ আজিম, পিতা - সেখ মইনুদ্দিন রহমান, গ্রাম - মানিকপুর, পোঃ বেলমুড়ি, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী, (৪) পিযুষ শীল, পিতা স্বর্গীয় পরেশ শীল, ঠিকানা -২/২৯৯, কাপাসডাঙা, থানা- চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা-হুগলী, (৫) বিশ্বজিৎ কর, পিতা - জয় দেব কর, গ্রাম- বারাসাত, পোঃ- একতারপুর, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী, (৬) প্রণব নাগ, পিতা- উত্তম নাগ, ২ নং রবীন্দ্রনগর, থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, (৭) সৌরভ কুমার চন্দ্র, পিতা - ভানু চন্দ্র চন্দ্র, বোড়কালীতলা, পো ও থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলী, (৮) ভাস্কর রায়, পিতা- অবিনাশ রায়, ১নং কৃষ্ণপুর, পোঃ- রবীন্দ্রনগর, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, (৯) প্রিয়াঙ্কা মধু, স্বামী- অভিজিৎ দে, দত্তপুকুর, দেশবন্ধু পল্লী, থানা- দত্তপুকুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, (১০) সঞ্জিত দাস, পিতা- শ্যামসুন্দর দাস, সাং গ্রাম- তামলি পাড়া, পোঃ ও থানা- বলাগড়, জিলা- হুগলী, (১১) সুরজিৎ নাথ, পিতা - অরুণ নাথ, জয়পুর, মগরা, হুগলী, (১২) শম্পা মন্ডল (সরকার), পিতা- বিধান মন্ডল, কেওটা রামকৃষ্ণপল্লী, পোঃ- সাহাগঞ্জ, থানা- চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী। এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমরা বিগত দশ (১০) বছরের অধিককাল সময় চুঁচুড়া আদালতে ল' ক্লার্ক হিসাবে কর্মরত আছি। আমরা উভয়েই পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্কস স্টেট কাউন্সিল, কলিকাতায় আমাদের লাইসেন্স ও এনরোলমেন্টের দরখাস্ত করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পনেরো (১৫) দিনের মধ্যে তাহা কাউন্সিল অফিসে দাখিল করিতে হইবে নচেৎ আপত্তি অগ্রাহ্য হইবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৪ ঠা আগস্ট, শুক্রবার ।১৮ ই শ্রাবণ। তৃতীয়া তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বুদ্ধি সহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায় কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছে। আজ মেশিনারি লোহা ,কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে।

বৃষ রাশি : যারা বেতন ভূক কর্মচারী তাদের আজকে অতীব শুভ দিন। সোনার অলংকার , রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বাবাদের দ্বারা সম্পর্ক ভাঙ্গে সম্পর্ক গর্তে গেলে মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ।

মিথুন রাশি : তাড়াহুড়োর ফলে আজ কতটা ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতন থাকুন নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক রান্না করা খাবার নিয়ে আজ পরিবারে মতবিরোধ। পিস্টো কথা বলা ভালো কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন তাহলে অশান্তি কম হয়। শ্বশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বিবাহের ব্যাপারে যে পাকা কথা আটকে ছিল আজ তার শুভ সম্পন্ন হবে। সন্তানের নামে যে টাকা রেখেছেন আজ সেখান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব।

সিংহ রাশি : হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রী র বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পড়েন।

কন্যা রাশি : বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ্য হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন।

তুলা রাশি : আপনার কোনো প্রিয় জিনিস আজ হারিয়ে যেতে পারে। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন।

বৃশ্চিক রাশি : নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

ধনু রাশি : নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখবর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবীর দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতির কে কেন্দ্র করে যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে আপনার মাথায় সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেছে নিচ্ছেন, আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভাজন তো।

মকর রাশি : লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ। ব্যাধব দ্বারা শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে।

কুম্ভ রাশি : এই শুভ নক্ষত্র যোগে বেকার ছেলে মেয়েদের কর্ম প্রার্থীর সুযোগ আসবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র এর আপনার বুদ্ধির দ্বারা নষ্ট হবে ,আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলী দের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখুন সম্পর্ক শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ না হলেও নক্ষত্র বিচারে অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন অন্যের কথা বেশি শোনেন তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সনস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

'ফর্টিফায়েড রাইস'কে প্লাস্টিকের চাল বলে দাবি বিজেপি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের সামনে এলো বিজেপির অজ্ঞতা। শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি জনিত সমস্যা দূর করতে দেশ জুড়ে রেশনে বিশেষ পুষ্টিগুণ সম্পন্ন চাল বা ফর্টিফায়েড রাইস সরবরাহ করার উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। তার আওতায় এসেছে এই রাজ্যও। অথচ নিজেদের সরকারের দেওয়া পুষ্টিকর চালকে 'প্লাস্টিকের চাল' বলে দেগে দিলেন বিজেপিরই একজন বিধায়ক! খোদ বিধানসভার অধিবেশনে বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডল এই প্রশ্ন তোলায়, হতবাক হয়ে যান সকলেই। হচকচিয়ে যান উপস্থিত বিজেপির অন্যান্য বিধাকেরাও। পাল্টা জবাব দেন খাদ্যমন্ত্রী।

এদিন বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডল অভিযোগ করেন রেশনে প্লাস্টিকের চাল সরবরাহ করা হচ্ছে। জবাবে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, প্লাস্টিকের চাল বলে কিছু হয় না। রেশনে ফর্টিফায়েড চাল দেওয়া হচ্ছে, যা পুষ্টি দেয়। খাদ্যমন্ত্রীর পরামর্শ, বিধায়ককে প্লাস্টিক চাল ধারণা থেকে সরে এসে, পুস্টিকর ফর্টিফায়েড চাল নিয়ে প্রচার করা উচিৎ। তিনি জানান, এই চাল সুরক্ষিত। শুধু সুরক্ষিতই নয়, ফর্টিফায়েড চাল স্বাস্থ্যকর বলেও বিশেষজ্ঞদের তরফে জানানো হয়েছে।

খাদ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দেশে এই নিয়ে ফর্টিফায়েড রাইস বিতরণের চতুর্থ পর্ব চলছে। পিএম পোষণ ও চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট স্কিমের আওতায় এই ফর্টিফায়েড চাল সরবরাহ করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে অপুষ্টির সমস্যা কাটাতে দেশের ২৯১ টি জেলায় ১৭.৫ মিলিয়ন টন চাল দেওয়া হচ্ছে। দেশে যাতে অপুষ্টির সমস্যা না থাকে, তা নিশ্চিত করতে সমস্ত সরকারি প্রকল্পের আওতায় ২০২৪ সাল পর্যন্ত এই ফর্টিফায়েড চাল সরবরাহের কথা বলা হচ্ছে। ২০২৩ থেকে ২৪ সালের মধ্যে ৩৫ মিলিয়ন টন ফর্টিফায়েড চাল সরবরাহের উদ্যোগ রয়েছে।

অ্যাসিডিটি থেকে বাঁচতে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন: অ্যাসিডিটির সমস্যায় ভোগেন না এমন মানুষ কমই আছেন পশ্চিমবঙ্গে। যা চিকিৎসা পরিভাষায় বলা হয় 'গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ'। আর এই রোগ সম্পর্কে আমজনতাকে সচেতন করতেই বৃহস্পতিবার হিল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগ কলকাতায় হয়ে গেল এক কর্মশালা। যার স্লোগান ছিল, 'করোড়ো লোগোঁ কি সমস্যা কা নিরাপদ সমাধান'। এদিনের এই কর্মশালায় অংশ নেন অধ্যাপক ডাঃ অরূপ দাস বিশ্বাস এবং ডাঃ অপূর্ব কুমার মুখোপাধ্যায়।

কলকাতায় গোপাল ভাঁড়

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোপাল ভাঁড় ধারাবাহিক সোনি আট বাংলা বিনোদন চ্যানেলে ১০০০ পর্বের মাইলফলক স্পর্শ করল। এবার সেই গোপাল ভাঁড়কেই দেখা গেল কলকাতার নানা জায়গায় গোয়েন্দার বেশে নানা রহস্যের সমাধান করতে। আর সত্যিই গোপাল ভাঁড় কোনও রহস্য উন্মোচন করতে পারল কি না তা জানতে সবাইকে চোখ রাখতে হবে সোনি আট-এ।

১১ অগস্ট থেকে কলকাতায় 'বিজনেস অ্যান্ড বিয়ন্ড-২০২৩'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'বিজনেস অ্যান্ড বিয়ন্ড-২০২৩' হল একটি অনন্য প্রিমিয়াম বিজনেস সামিট কলকাতায় শুরু হতে চলেছে অগাস্ট মাসের ১১ তারিখ থেকে। মিলন মেলা প্রাঙ্গণে বিজনেস সামিট চলবে তিন দিন ধরে। উদ্যোগে বিএনআই কলকাতা সিবিডি (এ) এবং উত্তর ভারত। কমিটির চেয়ারম্যান অমিত শর্মা জানান, 'এই বিজনেস সামিটে স্টার্ট-আপ থেকে শুরু করে শিল্পপতিদের এক ছাতার তলায় নিয়ে আসাটাই লক্ষ্য বিএনআই-এর কর্মকর্তাদের।' একইসঙ্গে তিনি এও মনে করছেন, 'বিজনেস অ্যান্ড বিয়ন্ড ২০২৩'-এর মধ্য দিয়ে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতার এক পরিবেশ তৈরি হবে যা দেশের সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যে ফের দুয়ারে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী মাসের শুরু থেকেই রাজ্যে ফের শুরু হতে চলেছে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি। ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্য দুয়ারে সরকার শিবিরের আয়োজন করা হবে বলে নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে পাড়ায় সমাধান কর্মসূচিও চলবে। এবার দুয়ারে সরকার ক্যাম্প থেকে মোট ৩৫ টি পরিষেবা পাওয়া যাবে। এবার দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে পরিযায়ী শ্রমিকদের রেজিস্ট্রেশন ও বৃদ্ধদের পেনশনের সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি দুয়ারে সরকার ও পাড়ায় সমাধান কর্মসূচিতে 'খেলা হবে' প্রকল্পের জন্য নাম নথিভুক্ত করানো হবে। আবেদন গ্রহণের পর পরিষেবা প্রদান করা হবে ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

রাজ্য সরকারের নিজস্ব ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প এই 'খেলা হবে'। দেশের মধ্যে এই প্রথম কোনও রাজ্যে সেই রাজ্য সরকারের নিজস্ব কোনও ১০০ দিনের প্রকল্প চালু হচ্ছে। এবারের দুয়ারে সরকার কর্মসূচি থেকেই সেই প্রকল্পের মাধ্যমে ১০০ দিনের কাজের জন্য আবেদন জানানো যাবে।

প্রকাশ্যে গুলি ইছাপুর মায়াপল্লিতে, গুরুতর জখম ইমারত দ্রব্যের ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রকাশ্যে শুটআউট! গুলিবিদ্ধ হলেন ইমারত দ্রব্যের ব্যবসায়ী রবিন দাস ওরফে ডন (৪৩)। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে নোয়াপাড়া থানার উত্তর ব্যারাকপুর ২ নম্বর ওয়ার্ডের ইছাপুর মায়াপল্লি এলাকায় ২১ নম্বর রেলগেটের কাছে। ওই ব্যবসায়ীর বাড়ি কাউগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৫ নম্বর সংসদের বিবেকনগর ১২ ফুট রাস্তা এলাকায়। সূত্র বলছে, মায়াপল্লির একসময়ের ত্রাস প্রয়াত গোপাল দাসের অন্যতম শাকরেদ এই ডন। জমি-জায়গার দালালির পাশাপাশি ইদানিং তিনি ইমারত দ্রব্যের ব্যবসাও করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধ মূলক কাজকর্মের অভিযোগও আছে। সূত্র বলছে, কাউগাছির বিবেকনগর, মায়াপল্লী-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তাঁর দৌরাত্ম্য এখনও চরমে। প্রত্যক্ষদর্শী ফলের দোকানদার সুখরঞ্জন দাস জানান, বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে দশটা নাগাদ মোটর বাইক চেপে ডন আসেন। তাঁর দোকানের পাশে মোটর বাইক রেখে তিনি ওষুধের দোকানে যান। সেখান থেকে তিনি ফুলের দোকানে ফুল নিতে দাঁড়ান। তখন মায়াপল্লির দিক থেকে তিন যুবক পায়ে হেঁটে এসে ডনকে লক্ষ্য করে তিন রাউন্ড গুলি চালিয়ে ২১ নম্বর রেলগেট টপকে পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে ব্যারাকপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাকে কলকাতার বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় দশকর্মা দোকানের মালিক মিলনকুমার বণিক জানান, দুষ্কৃতীরা খুব কাছ থেকে পরপর তিন রাউন্ড গুলি চালায়। একটি গুলি হাতে এবং একটি গুলি আঙুলে লাগে। আরেকটি গুলি ডনের শিরদাঁড়ায় লাগে। প্রাণ বাঁচাতে ফুলের দোকানের পাশের গলিতে তিনি ছুটে পালান।

দিনেরবেলা ২১ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন জনবহুল বাজারে গুলির ঘটনায় আতঙ্কিত স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। ঘটনার কিছুক্ষণ পরে তদন্তে আসেন ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া। তিনি ফুলের দোকানদার কেশব রাজবংশী-সহ স্থানীয় বেশ কয়েকজনের দোকানদারের সঙ্গে কথা বলে ঘটনাটি জানেন। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া বলেন, 'রবিন দাস ওরফে ডন নামে এক ব্যক্তি ফুল কিনতে এসেছিলেন। উনি ব্যবসা করেন। একজন ওঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলি হাতে এবং পিঠের শিরদাঁড়ায় লেগেছে। স্থানীয়রা দুজনকে ছুটে পালাতে দেখেছেন। কী কারনে এই ঘটনা , তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। তবে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করা গিয়েছে। আশা করছি ঘটনায় জড়িতরা খুব শীঘ্রই ধরা পড়বে।' পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়ার দাবি, দুষ্কৃতীরা তিন-চার রাউন্ড গুলি চালিয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে একটা গুলির খোলও পাওয়া গিয়েছে।

আক্রান্ত ব্যবসায়ীর মেয়ে জানান, প্রতিদিনের মতো এদিন সকালেও বাবা বাজারে গিয়েছিলেন। তিন জন এসে বাবাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এখন বাবা কলকাতার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।'

যদিও গুলিবিদ্ধ ব্যবসায়ীকে সক্রিয় কর্মী বলে দাবি করেছেন নোয়াপাড়া শহর-১ তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা স্থানীয় কাউন্সিলর প্রদীপ বসু। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, নিজের ওয়ার্ডে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে। সেই কারণে জানতে আসা তাঁর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের হয়ে ডন কাজ করেছিল। যদিও এর বেশি তিনি মুখ খুলতে চাননি। গুলি কাণ্ড নিয়ে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'তৃণমূল আশ্রিত হার্মাদ গুলিবিদ্ধ রবিন দাস। এলাকায় তিনি ডন নামেই পরিচিত। ওর বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধ মূলক কাজকর্মের অভিযোগ রয়েছে।' সন্দীপের দাবি, তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরেই এই ঘটনা। সন্দীপের কথায়, পুলিশ এখন শাসকদলের নেতাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যস্ত থাকেন। সুতরাং প্রশাসনের ব্যর্থতার জন্যই ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল জুড়ে অপরাধ ক্রমশ বাড়ছে।

ডুবে মৃত্যু নিউ ব্যারাকপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মদ্যপ অবস্থায় পুকুরে স্নান করতে নেমে ডুবে মৃত্যু এক ব্যক্তির। নিউ ব্যারাকপুর থানার তালবান্দার হেমন্তনগরে বৃহস্পতিবার বেলার ঘটনা। মৃতের নাম কাজল ওঝা (৪৫)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বেলার দিকে এলাকার পুকুরে স্নান করতে নেমেছিলেন ওই ব্যক্তি। নেশায় আসক্ত হয়ে পুকুরে নেমে তিনি ডুবে যান।

এলাকার লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে বারাসাত গভর্নমেন্ট কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে।

স্থিতিশীল বুদ্ধদেব, শারীরিক অবস্থার পর্যালোচনায় শনিতে বোর্ডের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফুসফুস এবং শ্বাসনালীতে গুরুতর সংক্রমণ কমেছে কিছুটা। আলিপুরের বেসরকারি হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে তৈরি মেডিক্যাল বোর্ডের চিকিৎসায় আগের চেয়ে বেশ কিছুটা ভালো প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার সকালে জারি করা মেডিক্যাল বুলেটিন বলছে, এখন স্থিতিশীল রয়েছেন তিনি। আগামী শনিবার আবার বুদ্ধদেবের শারীরিক অবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করতে বসতে পারে মেডিক্যাল বোর্ডের বৈঠক। সেখানেই আগামী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হবে।

জানা গিয়েছে, বুদ্ধদেব চিকিৎসক এবং যাঁরা তাঁকে হাসপাতালে দেখতে আসছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন। জানাতে পারছেন নিজের সুবিধা, অসুবিধার কথা। এমনকী আম খেতে চেয়েছিলেন তিনি। জানা গিয়েছে, তাঁর জিভে আমের স্বাদ দিয়েছিলেন চিকিৎসকেরা। যদিও রাইলস টিউবের মাধ্যমেই এখনও খাওয়াদাওয়া করাতে হচ্ছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। তাঁর 'সোয়ালো অ্যাসেসমেন্ট'-ও যথারীতি চলবে।যদিও এর মধ্যে আবার বুধবার রাতে আচমকাই বুকে অস্বস্তি অনুভব করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে সঙ্গে ইসিজি করানো হয়। সেই রিপোর্টে চিন্তার কিছু খুঁজে পাননি চিকিৎসকেরা। পরে করানো হয় এক্সরে। সেই রিপোর্টের একটি অংশ অস্পষ্ট। আল্ট্রা সোনোগ্রাফি করানোর কথা রয়েছে।

বুদ্ধদেবের বুকে জল জমেছে কি না সেটাই দেখতে চাইছেন ডাক্তাররা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা এক চিকিৎসক জানিয়েছেন, নিউমোনিয়ার কারণেও অনেক সময় বুকে জল জমে। বুদ্ধদেব নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত। এ ছাড়াও রয়েছে সংক্রমণ। যদিও সংক্রমণের পরিমাণ আগের তুলনায় কমেছে।

সুজয়কৃষ্ণের জন্য মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকুর' চিকিৎসা মামলায় এবার মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানান, নতুন মেডিক্যাল বোর্ড দেখবে সুজয়কৃষ্ণের শারীরিক অবস্থা কেমন রয়েছে, তাঁর কোনও অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন রয়েছে কি না। আগামী বুধবার আদালতে রিপোর্ট জমা দিতে হবে ইডি- কে। এর মধ্যে সুজয় ভদ্রের কোনও মেডিক্যাল এমার্জেন্সি দেখা দিলে, এসএসকেএম হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শও দেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

গত ১৭ জুলাই প্যারোলের মেয়াদ শেষের পর সুজয়কৃষ্ণকে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে ফেরানো হয়। কিন্তু জেলে ফিরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই দিনই তাঁকে ভর্তি করানো হয় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে। এখনও পর্যন্ত সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। হৃদ্‌যন্ত্রে সমস্যার কথা জানিয়ে নিয়োগ মামলায় আগেই জামিন চেয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'। তাঁর আইনজীবী সেলিম রহমান হাইকোর্টকে বলেছিলেন সুজয়কৃষ্ণের ধমনীতে তিনটি 'ব্লকেজ' ধরা পড়েছে। 'বাইপাস সার্জারি' করা হতে পারে তাঁর। তবে সুজয়কৃষ্ণ অস্ত্রোপচার বা চিকিৎসা করাতে চেয়েছিলেন বেসরকারি হাসপাতালে। সুজয়কৃষ্ণ কেন বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে চান, সেই বিষয়টি এদিন জানতে চায় হাইকোর্ট। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এদিন মন্তব্য করেন, জামিন ছাড়াও হাসপাতালে চিকিৎসা সম্ভব। জামিন দিয়ে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হলে অন্য বন্দিদের কাছে খারাপ বার্তা যাবে বলেও মন্তব্য করেন বিচারপতি। সেক্ষেত্রে যাতে অন্তত শুক্রবারের মধ্যে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়, সেই আর্জি জানিয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের

আইনজীবী কিশোর দত্ত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মেডিক্যাল বোর্ড গঠিত হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গও এদিন আদালতে তুলে ধরেন তিনি।

তবে সেই আর্জি খারিজ করে দিয়ে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানান, 'মুখ্যমন্ত্রীর বিষয়টি আলাদা।' বিচারপতি এসএসকেএম হাসপাতালের উৎকর্ষতার কথাও এদিন স্মরণ করিয়ে দেন। বলেন, এসএসকেএম-এর মতো হাসপাতাল রাজ্যের কাছে আশীর্বাদ। যথেষ্ট বিশেষজ্ঞ আছেন সেখানে, যাঁরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। উল্লেখ্য, স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্যারোলে মুক্তি পেয়েছিলেন কালীঘাটের কাকু। তারপর প্যারোল শেষে বুকে ব্যথা অনুভব শুরু করেন তিনি। হঠাৎ করে কীভাবে সুজয়কৃষ্ণের বুকে ব্যথা, তা নিয়ে প্রশ্ন ইডির আইনজীবীর।

'প্রভাবশালী তত্ত্ব'ই বারাবার জামিনে বাধা হচ্ছে পার্থর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পার্থ চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত প্রভাবশালী। না হলে গ্রেপ্তারির সময় তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি ফোন করলেন কী করে? যদিও সেই ফোন তিনি ধরেননি। তাছাড়া গ্রেপ্তারির পর অসুস্থ বলে এসএসকেএমে ভর্তি হয়ে গেলেন। অথচ ভুবনেশ্বরে এইমস-এ স্বাস্থ্যপরীক্ষায় চিকিৎসকরা জানালেন গুরুতর কোনও সমস্যা নেই পার্থর। তিনি প্রভাবশালী বলেই এমন অনেক কিছু করেছেন। আর তাই জামিনে ছাড়া পেলে সমস্যা হতে পারে। এমন একাধিক কারণ দেখিয়ে এর আগেও প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের বিরোধিতা করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

ফের বৃহস্পতিবার 'প্রভাবশালী তত্ত্বে' খারিজ হয়ে গেল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদন। একবছরের বেশি সময় ধরে জেলে রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর আইনজীবীর তরফে আদালতে দাবি করা হয়েছিল, চার্জশিট পেশ হয়ে গিয়েছে, তারপরও কেন জেলে রাখা হচ্ছে পার্থকে? পার্থর আর্জির বিরোধিতা করে একগুচ্ছ যুক্তি দিয়েছিল ইডি।

এদিন জামিনের আর্জি জানানো হলে আদালতের এক অর্ডার কপিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় 'মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পার্সন' বলে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে দাবি করা হয় পার্থ অত্যন্ত প্রভাবশালী। রাজনৈতিক এবং আইনজ্ঞ মহলের ধারণা, এর ফলে পার্থ আরও বেকায়দায় পড়লেন।

প্রসঙ্গত, গত বছর জুলাই মাসে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থকে গ্রেপ্তার করে ইডি। বারবার আর্জি জানালেও এখনও জামিন পাননি তিনি। বর্তমানে প্রেসিডেন্সি জেলে রয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার ইডি আদালত পার্থর জামিন মামলার রায় দিয়েছে। সেই অর্ডার কপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'অভিযুক্ত অন্যতম প্রভাবশালী একজন ব্যক্তি।' তাঁকে জামিন দিলে আগামীদিনে এই মামলার তথ্য ও প্রমাণ লোপাট করার এবং তদন্তকে প্রভাবিত করার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। বলা হয়েছে, পার্থর বিরুদ্ধে দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার প্রমাণ মিলেছে।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় যে কতটা প্রভাবশালী, তা বোঝাতে ইডি মনে করিয়ে দিয়েছিল, গ্রেফতার হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করেছিলেন পার্থ, গ্রেফতার মেমোতে মুখ্যমন্ত্রীকে নিজের আত্মীয় বলেও পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, জেলবন্দি পার্থর হাতে আংটি, তাঁর আদালতে আসার জন্য আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা, সবটাই উল্লেখ করা হয়েছিল ইডি আদালতে। উল্লেখ্য, এর আগে হাতে থাকা আংটি নিয়েও বিপাকে পড়েছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। জেলে বন্দি হলে প্রত্যেককেই হাত থেকে আংটি খুলে ফেলতে হয়। পার্থর ক্ষেত্রে কেন তা হয়নি, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিল ইডি। পরে ওই আংটি খুলে ফেলতে হয় পার্থকে।

প্রয়োজনে আদালতে যাবেন, নুসরতের 'দুর্নীতি' ইস্যুতে সুর চড়ালেন শঙ্কুদেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নুসরতের বিরুদ্ধে আগেই আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিল বিজেপি। এবার আরও একধাপ এগিয়ে বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পন্ডা হুঁশিয়ারি দিলেন, দু'তিন দিনের মধ্যে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অভিযোগের বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ না করলে তিনি আদালতের দরজায় কড়া নাড়বেন।

অভিনেত্রী তথা তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহানের বিরুদ্ধে প্রায় ২৪ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ নিয়ে ইডির দ্বারস্থ হয়েছেন বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পণ্ডা। গত সোমবার সন্ধ্যায় তিনি কয়েক জন বয়স্ক নাগরিককে নিয়ে ইডির কাছে যান। তাঁর অভিযোগ, বেশ কয়েক জনের কাছ থেকে ফ্ল্যাট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নিয়েছিল নুসরতের সংস্থা। কিন্তু ফ্ল্যাট মেলেনি। পাশাপাশি এও জানান, বৃহত্তর এই আর্থিক দুর্নীতির পিছনে বড় মাথা রয়েছে। অবিলম্বে বসিরহাটের তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহানের পদত্যাগ এবং গ্রেপ্তারির দাবিও জানানো হয় বিজেপির তরফ থেকে। প্রসঙ্গত বুধবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে সাংবাদিক সম্মেলন করেন নুসরত জাহান। বলেন, তিনি এক পয়সাও অসৎ ভাবে কারওর থেকে নেননি। তাঁর পাম অ্যাভিনিউ-এর ফ্ল্যাটও দুর্নীতির টাকায় কেনা নয়। এই প্রসঙ্গেই, বসিরহাটের তৃণমূল সাংসদ বলেন, তিনি যে সংস্থায় যুক্ত ছিলেন, সেখান থেকে ঋণ নিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছিলেন। সেই টাকা ছ'বছর আগে ফেরতও দিয়ে দিয়েছেন।এরপরই পাল্টা সাংবাদিক সম্মেলন করেন বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব। সেখানেই তিনি দাবি করেন, নুসরত মিথ্যে কথা বলছেন। বলেন, 'আমাদের কাছে সমস্ত তথ্য প্রমাণ রয়েছে। সঠিক সময়ে তা সামনে আনব।'

রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ ডেপুটি রেজিস্ট্রারের

'দলিত' বলে বারবার অপমান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জাতিগত বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন তিনি। বারবার। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার অমলকুমার ভুঁইঞা। দু'টি বিষয়ে মাস্টার্স, রয়েছে পিএইচডি ডিগ্রিও। বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানজনক পদেও রয়েছেন তিনি। তা সত্ত্বেও 'দলিত' বলে অপমানিত হতে হচ্ছে তাঁকে। আর তা করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জয়ন্তকিশোর নন্দী। এমনই অভিযোগ তুললেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার অমলকুমার। ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসের সময় থেকেই যুক্ত অমলবাবু। আর রেজিস্ট্রার জয়ন্তকিশোর নন্দী কাজে যোগ দিয়েছেন বছর খানেক আগে। এরপরই শুরু সমস্যার। অমলবাবুর অভিযোগ জাত তুলে তাঁকে অপমান করা হয়। ডেপুটি রেজিস্ট্রারের কথায়, 'নিচু জাত' হওয়াটাই তাঁর অপরাধ হয়ে গিয়েছে। আর তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে গঞ্জনা শুনতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই পুলিশের কাছে এসসি-এসটি আইনে অভিযোগও জানিয়েছেন অমলকুমার ভুঁইঞা।

১০ বছরেই মৃত্যু, হার্দিকের চোখ দৃষ্টি ফেরাল আরও দুই পড়ুয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অকালে চলে গিয়েছে সন্তান। তবে শেষ মুহূর্তে মন শক্ত করলেন বাবা-মা। সন্তানের পার্থিব শরীর না থাক, তবু সে বেঁচে থাকুক অন্যের দৃষ্টি হয়ে। ১০ বছরের সন্তানের অকাল মৃত্যুতে শোকে ভেঙে পড়া বাবা-মা শেষ মুহূর্তে মৃত সন্তানের চোখ দান করে সমাজের কাছে দৃষ্টান্ত রাখলেন। চোখ দিয়েই দেখবে এবার আরও দু'টি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে।

জানা গিয়েছে, স্ক্রাব টাইফাসে আক্রান্ত হয়েছিল ওড়িশার রৌরকেলার বাসিন্দা ১০ বছরের হার্দিক রায়। তার মামার বাড়ি লেকটাউনে। গত রবিবার কলকাতার হাসপাতালে মৃত্যু হয় তার। হার্দিকের বাবা পেশায় কলেজের অধ্যাপক। তিনি দৃষ্টিশক্তিহীন। তিনিই ছেলের মৃত্যুর পরে সিদ্ধান্ত নেন, সন্তানের চোখ দান করবেন। যাতে অন্যরা চোখে দৃষ্টি পায়।

এর পরেই পদ্ধতি মেনে হার্দিকের চোখ সংগ্রহ করা হয় তার মৃত্যুর পরে। তার পরে রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ অপথ্যালমোলজিতে একটি কর্নিয়া প্রতিস্থাপিত হয়, মালদহের বৈষ্ণবনগরের ১৪ বছরের এক কিশোরীর চোখে। ক্লাস সেভেনের ছাত্রী সে। পরিবার সূত্রের খবর, গত বছর সে ফল পাড়তে গাছে উঠেছিল। সেই গাছে একটি মৌচাক ছিল, যেখান থেকে একটি মৌমাছি কামড়ে দেয় কিশোরীর ডান চোখে। সে গাছ থেকে পড়ে যায় যন্ত্রণায়। পরে চোখ থেকে মৌমাছির হুল বার করা গেলেও, ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে সে।

অন্যদিকে, বীরভূমের পাড়ুইয়ের ক্লাস ফোরের এক ছাত্র গত বছরের মার্চ মাসে পেনসিল ব্যাটারি নিয়ে খেলার সময়ে, সেই ব্যাটারির সঙ্গে তার পেঁচিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ করে ফেলে। তখনই ব্যাটারি ফেটে গুরুতর জখম হয় তার বাঁ চোখ। অস্ত্রোপচার করে ব্যাটারির টুকরো বের করা গেলেও, চোখ বাঁচানো যায়নি। হাসপাতাল সূত্রের খবর, তারই চোখে হার্দিকের দ্বিতীয় কর্নিয়া প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

দু'জনের প্রতিস্থাপনই সফল হয়েছে বলে জানা গেছে, খুব তাড়াতাড়ি তাদের ছাড়া হবে হাসপাতাল থেকে।

দীপঙ্কর দত্তের হাতে গড়া মা দুর্গা পাড়ি দিচ্ছে বার্লিনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৩-এর দুর্গাপুজোয় সুদূর বার্লিনে পাড়ি দিচ্ছে শিল্পী দীপঙ্কর দত্তের তৈরি দুর্গাপ্রতিমা। সেখানেই পূজিত হবেন দেবী। বাংলা জুড়ে যখন থিম পুজোর হিড়িক, তখনও কলকাতার দমদম পার্কের নিজের স্টুটিওতে একেবারে সাবেকি ধাঁচে সনাতনী দুর্গাপ্রতিমা নির্মাণ করতেন দীপঙ্কর দত্ত।

বার্লিনের পুজোর জন্য যাচ্ছে তাঁর হাতের তৈরি সাবেকি প্রতিমাই। স্বাভাবিক ভাবেই খুশি তিনি। এই প্রসঙ্গে দীপঙ্করবাবু জানান, পুজো উদ্যোক্তা 'বার্লিনের বাঙালি'। পুজো হবে বার্লিনের বিখ্যাত রাধা-গোবিন্দের মন্দিরে। পুজোর প্রধান উদ্যোক্তা অরিজিৎ পাল, সারণি দত্ত পাল। ২০২৩-এই প্রথম হচ্ছে এই পুজো।

সুদূর বার্লিনে দুর্গা প্রতিমা পাঠানো হল কীভাবে, কতটা যত্নে, সে প্রশ্ন আসেই। জানা গিয়েছে প্রতিমা ফাইবার গ্লাসের। প্রায় সাড়ে ছ ফুট লম্বা এই প্রতিমা। দেবী দুর্গার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে চওড়ায় ১২ ফুট। তবে প্রতিমাকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এতে সুবিধা হবে উদ্যোক্তাদের নিয়ে যেতে। ফাইবার গ্লাসের দুর্গা হলেও প্রতিমাকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে বেনারসী শাড়ি ও ডাকের সাজে। ডাকের সাজের ও প্রতিমার নানা জায়গায় ফুটে উঠেছে মধুবনী শিল্পকলা। মূলত অলংকরণেই ব্যবহার করা হয়েছে এই মধুবণি আর্টকে। সঙ্গে প্রতিমায় বাংলার

পটচিত্রের ব্যবহারও রয়েছে, যা বঙ্গ সংস্কৃতির এক ঐতিহ্য বললে মোটেও ভুল হবে না।

আর এই ডাকের সাজ নিজে হাতে তৈরি করেছেন ভাস্কর দীপঙ্কর দত্ত এবং তাঁরই ছাত্র নদিয়ার শান্তিপুরের বাসিন্দা রোহন সাধুখাঁ। প্রতিমা তৈরিতে হাত মিলিয়েছিলেন দীপঙ্করবাবুর অপর এক ছাত্র অয়ন দাসও। যিনি পূর্ব বর্ধমানের সমুদ্রগড়ের বাসিন্দা।

প্রতিমার মধ্যেও রয়েছে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য। যেমন মাকে সাবেকি ও সনাতন রূপে দেখানো সত্ত্বেও দুর্গার থেকে অসুরকে দেখানো হয়েছে বড় আকৃতিতে। এর মধ্যে দিয়ে এই বার্তাই দেওয়া হয়েছে যে, তুমি যত বড় বা শক্তিশালী হও না কেন, অধর্মের ও খলনায়কের বিনাশ হতে বাধ্য। ধর্ম ও সত্যের জয় হয় সবসময়-ই।

শিল্পী জানালেন,' ভারতীয় ভাস্কর্যকে অনুসরণ করে সিংহকে উপস্থাপন করেছি। ভারতীয় ভাস্কর্যের আদল রেখে,তার মধ্যে সরলতা, শিশু সুলভ ড্রইং ছাপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে দেবীর বাহন সিংহের মধ্যে। তবে সিংহের চোখে মুখে ফুটিয়ে তোল হয়েছে রাগ। সিংহের সরলতা মধ্যেও আছে অধর্ম ও খলনায়কের ধ্বংস করার ভূমিকা। এর মধ্যে দিয়ে শিল্পী বার্তা দিতে চেয়েছেন রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধের। এর পাশাপাশিমধুবণি আর্ট ও পটচিত্রের মিশ্রণের মাধ্যমে বার্তা দেওয়া হয়েছে পরিবেশ বাঁচানোর।'

এই প্রসঙ্গে ভাস্কর দীপঙ্কর দত্ত জানান, তাঁর ধারণা, এই প্রথম বিদেশে মাটিতে সাবেকি ও আধুনিকতার এক সুন্দর মেলবন্ধনে এক নতুন রূপে মা দুর্গা পূজিত হতে চলেছেন বার্লিন শহরে। একইসঙ্গে দীপঙ্করবাবুর সংযোজন, এই প্রতিমা তৈরি সময় আরও ৬ থেকে ৭ জন কাজ করেছেন। এই কাজের মধ্যে দিয়ে কিছু মানুষের টাকা রোজগারের সুযোগ করে দিতে পেরেছেন তিনি। আর এটাই তাঁর পরমপ্রাপ্তি।

তলিয়ে যাচ্ছে ভিটেমাটি

দায়সারাভাবে গঙ্গার ভাঙন রোধের কাজে ক্ষুব্ধ গারুলিয়ার বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাঙন অব্যাহত নোয়াপাড়া থানার গারুলিয়া পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গার তীরবর্তী কাঙালি ঘাট এলাকায়। প্রতিদিনই একটা-দুটো করে বাড়ি গঙ্গার গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে গঙ্গার গর্ভে চলে গিয়েছে ১০টি বাড়ি। বেশ কয়েকটি বাড়িতে ফাটল ধরেছে। আবার বেশ কয়েকটি বাড়ি বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলছে। রাতের ঘুম উড়েছে গঙ্গার তীরবর্তী কাঙালি ঘাটের বসিন্দাদের।

জানা গিয়েছে, এখানে বসবাসকারী সকলেরই নুন আনতে পান্তা ফুরানোর দশা। ভিটেমাটি ছেড়ে যে যাবেন সে উপায় নেই। এদিকে, ভিটেমাটি বাঁচানোর উপায়ও নেই। ফলে কী করবেন তাঁরা, সেটাই বুঝতে পারছেন না। স্থানীয় বাসিন্দা তারক চৌধুরী ও গণেশ চৌধুরী জানালেন, ভাঙনের ভয়ে কেউ খোলা আকাশের নীচে কিংবা অন্যের বাড়িতে অথবা আত্মীয়ের বাড়িতে রাত কাটাচ্ছেন। প্রতি বছর বোল্ডার ফেলে ভাঙন রোধে আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু শেষমেশ বালির বস্তা ফেলে ভাঙন গঙ্গার ভাঙন রোধের চেষ্টা করা হয়। তাঁদের অভিযোগ, এবারও শালবোল্লি ফেলে কোনওক্রমে ভাঙন রোধের চেষ্টা করা হচ্ছে ।

পিতার চরণে
পরমারাধ্য ৺শচীন্দ্র নাথ বসু

অথ ত্রয়ো ঋষে লোকা মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি সোহয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেনৈব জন্মো নান্নেন কর্মণা। (বৃহদারণ্যক)

এই তিনটি লোক মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক। এই মনুষ্যলোক একমাত্র পুত্রের দ্বারা জয় করা যায়। এখানে তৃতীয় কারো হাত নেই। তুমি পিতা, আমি তোমার পুত্র। তোমার মতো। একটি সংসার। অনেক পরিবার, একটি জনপদ, দেশ, মহাদেশ, পর্বত, অরণ্য, নির্ঝর নদী, সমুদ্র, ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ, সময়ের স্লেজ গাড়ি। সবাই চলছে, সবই চলছে। বসে থাকলেও চলছে, দাঁড়িয়ে থাকলে চলছে। ভূমিকার অদল-বদল। পুত্র থেকে পিতা, পিতা থেকে পুত্র। পুত্র হতে পিতা চক্রাকারে আবর্তিত। নিতাইয়ের একটিই গর্ব, সে "চিরপুত্র" তার পিতার চরণাশ্রয়ে। পিতাই তার স্বপ্ন, পিতাই তার ধর্ম, পিতার দেওয়া জীবনই তার তপস্যা। পিতা ! তুমি এই পুত্রের দ্বারা মনুষ্যলোক জয় করো। উপনিষদ বলছেন, পিতৃলোক জয় করা যায় কর্মের দ্বারা, সৎকর্ম। নিতাই সেই কর্মে ব্রতী হোক। আর দেবলোক জয় করা যায় বিদ্যার দ্বারা, পরাবিদ্যা। পিতা তোমার আশীর্বাদে এই পুত্র যেন এই বিদ্যার সর্বোত্তম অধিকারী হতে পারে। তিনটি লোকের মধ্যে দেবলোক সর্বোত্তম। দেবলোকো বৈ লোকানাম্ শ্রেষ্ঠঃ। সেইখানেই দেখা হবে আমাদের দু'জনের।

আশীর্বাদ করো আমরা যেন দৈবী মনের অধিকারী হতে পারি।

তোমার নিতাই।
সঙ্গে তোমার গৌর, বুড়ো (জয়ন্ত)

সৌজন্যে ঃ লেক কালীবাড়ী

সম্পাদকীয়

দিল্লির সরকার কি সবরকম মানবিকতা বিসর্জন দিয়ে বসে আছে, নাকি ...

মণিপুরের নাগরিক সমাজ প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকায় এতটাই অবাক ও ব্যথিত যে, সেখানে তাঁর ছবিসহ 'নিখোঁজ' পোস্টার সেঁটেছে। ছবির নীচে প্রধানমন্ত্রীর চেহারার বর্ণনার পাশাপাশি লিখেছে, 'এই ব্যক্তিটিকে ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের আগেই শেষবার দেখা গিয়েছিল। তার পর থেকে তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।' মণিপুরের মানুষের হতাশার শেষ এখানেই নয়;বিজেপি এবং বিরোধী দু'পক্ষের জনপ্রতিনিধিদের দুটি দল দিল্লিতে গিয়ে কয়েকদিন ধরে হত্যে দিয়েও প্রধানমন্ত্রীর দেখা পায়নি, এমনকী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট জোগাড়েও ব্যর্থ হয় তারা। স্বভাবতই মণিপুরের সুশীল সমাজ প্রশ্ন তুলেছে, রাজ্যটি নিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীর এই অবজ্ঞার মনোভাব কেন? তিনি কি মণিপুরকে দেশের অন্যতম অঙ্গরাজ্য বলে মনে করেন না, নাকি এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য তিনিই কোনওভাবে দায়ী? দুর্ভাগ্য, এরপরেও নরেন্দ্র মোদির মধ্যে কোনও হেলদোল দেখা যায়নি;না সংসদের ভিতরে, না বাইরে, না মিডিয়ার সামনে। রেডিও মারফত 'মন কি বাত' নামক এক একঘেয়ে নাটক দীর্ঘদিন ধরে তিনি মঞ্চস্থ করে চলেছেন বটে, কিন্তু তারও কোনও এপিসোডে মণিপুরের মানুষের কান্না-যন্ত্রণার কথা জায়গা পায়নি। শুধুমাত্র ২০ জুলাইয়ের ঘটনাতেই পাওয়া গিয়েছে দেশের প্রধানমন্ত্রীর এক বিরলতম প্রতিক্রিয়া। সেদিনই কড়া প্রতিক্রিয়া আসে সুপ্রিম কোর্টের তরফে। দেশের শীর্ষ আদালত জানতে চায়, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কেন্দ্র এবং মোদি সরকার কী পদক্ষেপ করেছে? ঘটনাটির উপর প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চ অবিলম্বে রিপোর্ট তলব করে কেন্দ্র ও মণিপুর রাজ্য সরকারের কাছে। একই সঙ্গে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'এই ঘটনায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সরকার যদি কোনও পদক্ষেপ না করে সেক্ষেত্রে আদালত স্বতঃপ্রণোদিতভাবে পদক্ষেপ করতে বাধ্য হবে।' সুপ্রিম কোর্ট আরও মন্তব্য করে, 'সরকারের উচিত অবিলম্বে পদক্ষেপ করা। গণতন্ত্রে এই ধরনের ঘটনা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।' শাস্ত্রে বলা হয়েছে, কয়লাকে হাজারবার ধুলেও তার কালো দূর হয় না। কথাটি মোদি সরকারের জন্যই যেন প্রাচীনকালে কেউ উচ্চারণ করেছিলেন। শীর্ষ আদালতের তিরস্কার, পরামর্শ, নির্দেশ প্রভৃতি কোনও কিছুতেই মণিপুর পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। বরং রাজ্যটিকে আরও কিছুটা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে ডাবল ইঞ্জিন প্রশাসন। কংগ্রেস এবং 'ইন্ডিয়া' জোটের প্রতিনিধি দলের মণিপুর পরিদর্শন রুখতেই সচেষ্ট ছিল বিজেপি। নিতান্ত ব্যর্থ হয়ে তারা অত্যন্ত অন্যায়ভাবে কটাক্ষও করে চলেছে। মণিপুরের মহাপাপ ঢাকতে প্রধানমন্ত্রী থেকে গেরুয়া শিবিরের ছোট-মাঝারি নেতারা পর্যন্ত বিরোধী রাজ্য প্রশাসনগুলির দিকে আঙুল তুলছেন। এই অভ্যাসমতো, সোমবার সরকার পক্ষ শীর্ষ আদালতেও সাফাই দিতে চায়। তাতে রীতিমতো ক্ষুব্ধ কোর্ট মন্তব্য করেছে যে, 'এই হিংসার সঙ্গে সিস্টেম জড়িত!' ছ'দফা নির্দেশ জারির সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট ইঙ্গিত দিয়েছে, কেন্দ্র সন্তোষজনক পদক্ষেপ না-করলে এবার তারাই হস্তক্ষেপ করবে। আর কবে হুঁশ ফিরবে মোদি সরকারের? এখানেই প্রশ্ন, এই সরকার কি সমস্তরকম মানবিক গুণ বিসর্জন দিয়েই শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে বসে অছে, নাকি তারা সত্যিই অপদার্থ? একসঙ্গে দুটিই মনে করছেন কেউ কেউ!

জন্মদিন

আজকের দিন

কিশোরকুমার

১৯২৯ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ও অভিনেতা কিশোরকুমারের জন্মদিন।*
১৯৩৩ *বিশিষ্ট চলচিচত্রাভিনেত্রী শশীকলার জন্মদিন।*
১৯৬৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলির জন্মদিন।*

বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া', অতঃপর!

সুপ্রিয় দেবরায়

স্মরণে আছে নিশ্চয়ই ১০ আগস্ট ২০০৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'চক দে! ইন্ডিয়া' ছবিটি। ভারতীয় মহিলা হকি টিমের কোচ হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পরেই কবীর খান জিজ্ঞেস করেছিলেন প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের নাম এবং তাঁরা কোথাকার। একে একে ছ'জন তাঁদের নাম বলেন এবং জানান তাঁরা কোন রাজ্য থেকে এসেছেন অর্থাৎ কোন রাজ্যকে প্রতিনিধিত্ব করেন। কবীর তাঁদের এক পাশে দাঁড়াতে বলেন। এর পরেই একজন তাঁর নাম বলার পরেই বলেন, তিনি 'ইন্ডিয়া'র। কবীরের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়, একজন খেলোয়াড় তো আছেন যিনি 'ইন্ডিয়া'র। এরপর কবীর ধীরে ধীরে সমস্ত খেলোয়াড়ের মধ্যে এই ভাবধারাটা প্রোথিত করেন যে তাঁরা সবাই 'ইন্ডিয়া'র জন্য খেলছেন, কোনও রাজ্যের জন্য নয়। কংগ্রেস ব্যতীত বাকি ২৫ টি রাজ্যভিত্তিক দলের বাস্তব ছবির জোট 'ইন্ডিয়া' কবে পৌঁছতে পারবে সেই জায়গায় এবং আদৌ পৌঁছতে পারবে কী না, এটা সময়ই বলবে। পুরো ছবিটি তৈরি হতে সম্ভবত অনেক পথ বাকি। এই বাস্তব ছবিতে কিন্তু কবীর খানের মতন কোনও কোচ এখনও নজরে আসেনি। এখন পর্যন্ত রাহুল গান্ধীর প্রদর্শিত ইমেজ সেই ভরসা যোগায় না। যেখানে নীতিশ কুমারের মতন কূটনৈতিক রাজনীতিবিদ বিদ্যমান। এর মধ্যেই জোটের 'ইন্ডিয়া' নামকরণ নিয়েই কয়েকটি দলের প্রতিনিধির থেকে আপত্তি শোনা গেছে। ১৮ জুলাই বেঙ্গালুরুতে নীতিশ কুমারকে একটু দূরে দূরে নির্লিপ্ত-ই দেখা গেছে। 'ইন্ডিয়া' যার পুরো নাম 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলাপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স'। নামটি নিশ্চয়ই চমকপ্রদ। যদিও দেশের নামে রাজনৈতিক দল বা জোটের নাম রাখাটা ঠিক না বেঠিক, তা রাজনৈতিক বিশ্লেষণকারীরা বলবেন। খেলা অথবা যুদ্ধ হোক, আমরা সবাই শুনতে চাই 'ইন্ডিয়া জিতেগা কিংবা ইন্ডিয়া জিতেছে।' আমরা নিশ্চয়ই শুনতে পছন্দ করব না 'ইন্ডিয়া হারেগা কিংবা ইন্ডিয়া হেরে গেছে অথবা ইন্ডিয়া সরকার গির গ্যায়া।' নামকরণ নিয়ে মতভেদ ১৮ জুলাই বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত বিজেপি বিরোধী জোটের জমায়েতের পরেই দেখা গেছে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার চেয়েছিলেন 'ইন্ডিয়ান মেন ফ্রন্ট (আইএমএফ)', জম্মু ও কাশ্মীরের নেত্রী মেহবুবা মুফতি প্রস্তাব দিয়েছিলেন 'ভারত ছোড়ো আন্দোলন (বিসিএ)', সীতারাম ইয়েচুরি প্রমুখ বামপন্থী নেতৃবৃন্দরা প্রস্তাব দিয়েছিলেন 'উই ফর ইন্ডিয়া (ডাবলুএফআই)'। তবে 'ইন্ডিয়া' জোটকে সফল হতে হলে ঐক্যসূত্রে থাকতেই হবে সবাইকে। এবং স্ব-স্বার্থ ও নিজের রাজ্যের ঊর্ধ্বে উঠে 'ইন্ডিয়া'কে প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। যেহেতু এখানে কবীর খানের মতো কোনও কোচ নেই, সেটা কি সত্যিই সম্ভব হবে! এই ২৬ টি দলের নেতা-নেত্রীদের মধ্যে কি সেই মানসিকতা আছে! ইতিহাস তা বলে না।

এইসব নেতা-নেত্রীরা সবাই ক্ষমতা লোভী। বৈঠকে মুখে হাসি নিয়েই যোগ দেন। কিন্তু যেই মুহূর্তে দেখেন তাঁদের স্ব-স্বার্থের হানি হচ্ছে, জোট থেকে বেরিয়ে আসতে এক মিনিটও সময় নেন না কিংবা নেবেন না। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সবচেয়ে বিপজ্জনক। নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তিনি কিন্তু কোনও নীতিই মেনে চলেন না। কূটনীতির চাতুর্যে সবার ঊর্ধ্বে। এমনকী লালুপ্রসাদের মতন পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ ও মোদীজি'কে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছেন। সাতবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, এটাই তার প্রমাণ। এনডিএ জোট ভেঙে বেরিয়ে এসেছেন, এর আগে কংগ্রেস জোট থেকেও বেরিয়ে এসেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নটা খুব সম্ভব উনি দরিয়ার জলে ভাসিয়ে দিতে পারবেন না। কেজরিওয়াল'ও এই দৌড়ে পিছিয়ে নেই। আর মমতা যতই বলুন চেয়ারের লিপ্সা তার নেই, মনের আড়ালে একটু ইচ্ছে তো আছেই। জোটের 'ইন্ডিয়া' নামটা তো ওনার-ই প্রস্তাবিত, রাহুলের পরামর্শে। আবার অখিলেশ যাদব'ও উঁকিঝুঁকি মারতে কার্পণ্য করবেন না।

এবার একটু জোট-বন্ধন সরকারের ইতিহাসের দিকে তাকানো যাক। ১৯৭৭ সালে 'ইন্দিরা হটাও, দেশ বাঁচাও' স্লোগানে নবগঠিত জোট জনতা দল জিতে সরকার গড়ল। লড়াই ছিল ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে। মোরারজি দেশাই প্রধানমন্ত্রী হলেন। ২৯৫ টি আসন জিতেও ১৪ মাসে সরকার ভেঙে গেল। মোরারজি দেশাই পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। প্রধান ক্রীড়করা ছিলেন দেবীলাল, চরণ সিং, জগজীবন রাম। চরণ সিং ছয় মাসের জন্য প্রধানমন্ত্রী হলেন। ১৯৮০ সালে জানুয়ারি মাসে আবার নির্বাচন হল। কংগ্রেস ৩৫৩ টি আসন জিতে ক্ষমতায় ফিরল। জনতা দল মাত্র ৩১ টি আসন এবং জনতা (সেকুলার) দল ৪১ টি আসনেই সীমাবদ্ধ থাকল। এরপর ১৯৮৯ সাল। বোফর্স কেলেঙ্কারি নিয়ে 'গলি গলি মে শোর হ্যায়, রাজীব গান্ধী চোর হ্যায়' স্লোগান তুলে জোড়াতালি দিয়ে সরকার গঠন হল (জনতা দল ১৪৩, বিজেপি ৮৫, বামফ্রন্ট ৫২ টি আসন জেতেন)। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং ১২ মাসের একটু কম সময়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠান করে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। চন্দ্রশেখর সাত মাসের জন্য প্রধানমন্ত্রী পদে ছিলেন। এরপর ১৯৯১ সালে মে-জুন মাসে আবার নির্বাচন হয়। অন্যান্য দলের সমর্থন নিয়ে পি ভি নরসিম্মা প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৯৬ সাল থেকে পরবর্তী দুই বছরে জোট সরকারের থেকে আমরা তিনজন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছি। ১৩ দিনের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী, প্রায় ১১ মাসের জন্য এইচ ডি দেবগৌড়া এবং এক বছরের জন্য গুজরাল। কংগ্রেস তার সমর্থন তুলে নেওয়াতে ১৯৯৮ সালে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকার গঠন করেন এবং পাঁচ বছরের জন্য প্রধানমন্ত্রী থাকেন। কংগ্রেস বিরোধী দল হিসেবে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালিয়েন্স (এনডিএ) গঠন হয়।

রাজনীতিতে স্থায়ী শত্রু বা মিত্র বলে কিছু হয় না। ওখানে শত্রুতা বা মিত্রতা হয় সময়ের ডাকে, স্বার্থের প্রয়োজনে। উপরের উল্লিখিত পরিসংখ্যানগুলি তাই জানায়। রাজনীতিতে যে চিরস্থায়ী মিত্র বলে কিছু হয় না, তার পরিচয়ও আমরা পেয়েছি ২০০৪ সালের ২২ মে শপথ গ্রহণের দিন। রামবিলাস পাসোয়ানকে দেওয়া হয়েছিল রাসায়নিক ও সার মন্ত্রক। তিনি চেয়েছিলেন রেল অথবা কয়লা। কারণটা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না। শপথ অনুষ্ঠানে যেতে গররাজী। শেষে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর মধ্যস্থতায় রাজি হন। এককালে কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় শত্রু ডিএমকে এখন ২৬ দলের জোটসঙ্গী। এটাও নিশ্চয় খেয়াল আছে, গুজরাল প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন, যখন কংগ্রেস সমর্থন তুলে নেয়। কেন? জৈন কমিশন অন্তর্বর্তী রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজীব গান্ধীর হত্যার পিছনে ডিএমকে'র হাত আছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করে। কংগ্রেস গুজরালকে তাঁর মন্ত্রীসভা থেকে ডিএমকে-এর সব মন্ত্রীকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। গুজরাল রাজি হন না। ফলস্বরূপ সমর্থন তুলে নেওয়া। এবারের ২১ জুলাই শহিদ মঞ্চ থেকে মমতা একটিও কংগ্রেস বিরোধী মন্তব্য করেননি। মমতা গোটা ভাষণে রাজ্য স্তরের রাজনীতির প্রসঙ্গেও কংগ্রেসকে আক্রমণ করেননি। কিন্তু আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আসন ভাগাভাগিতে কী সমীকরণ হয়, সেটাই দেখার। কিন্তু মমতা সিপিএম'কে ছেড়ে দেননি। সিপিএম-এর সঙ্গে রাজ্যস্তরে আঁতাত যে সম্ভব নয়, সেটা পরিষ্কার। সিপিএম'এর বিরোধিতা করেই তৃনমূলের জন্ম। অনেকেই বলবেন, ১৯৭৭ সালে ইন্দিরাকে হটাতে সিপিএম এক শিবিরে যুক্ত হয়নি? এটা ২০২৩ সাল। ঘরোয়া লড়াইতে তৃনমূল এক ইঞ্চিও জমি সিপিএম'কে ছাড়বে না।

১৯৭৭ এবং ১৯৮৯, দু'বারই বিরোধী জোটের লক্ষ্য ছিল কংগ্রেস'কে গদিচ্যুত করা। প্রথমবারে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয়বার বোফর্স দুর্নীতি নিয়ে। এবার বিরোধীদের প্রচার কি হবে? অঘোষিত জরুরি অবস্থা! বিরোধীদের (দুর্নীতির) বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সিগুলোকে লাগানো! মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব! মোদীর বিরুদ্ধে প্রচারে এ সব যথেষ্ট তো? ইন্ডিয়া এখন ভারতে ফিরছে। স্বাধিনতা সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস চর্চা শুরু হয়েছে। পশ্চিমি মতামত অগ্রাহ্য করার অর্থনৈতিক শক্তির অবস্থানেও ভারত পৌঁছে গেছে। ভারত এখন বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি'র দেশ। নতুন আত্মনির্ভর ভারত বিশ্বে নতুন শক্তি হিসেবে পরিচিত হচ্ছে। অবশ্য এখন মনিপুরও বিরোধীদের হাতে একটি বড় অস্ত্র। এবার দেখার ১০ আগস্ট মোদীজি কী বলেন? মণিপুরের সমস্যা কিন্তু আজকের নয়। স্বাধীনতার পর থেকেই। মণিপুরের শেষ স্বাধীন রাজা বুধ চন্দ্রকে বল্লভভাই প্যাটেল বাধ্য করলেন ভারতভুক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে। পুরো মণিপুর কোনোদিনই এই অধীনতা মেনে নেয়নি। এই ইতিহাস বা প্রেক্ষাপটে না দেখলে অশান্তি বা জাতি সমস্যার মূলে কখনও পৌঁছনো যাবে না। ভারত রাস্ট্রের বড় ব্যর্থতা স্বাধীনতার এত বছর পরেও জাতি সমস্যার সমাধান করতে না পারা অথবা না চাওয়া। তবে এটা অনস্বীকার্য, এখন মণিপুরে যা ঘটছে তা অমানবিক। এটা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। এবং তার সাথে জাতি সমস্যাটিরও সমাধান। নইলে এই অস্থিরতা চলতেই থাকবে।

এবার আমাদের দেখার বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' কতটা ক্ষমতাবান এবং দেশপ্রেমিক হয়। তাঁরা যে 'ইন্ডিয়া' নামক কবচ'টি ধারণ করেছেন। নামটির মর্যাদা অর্থাৎ সম্মানটি বজায় রাখা যে কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। জবাব হয়তো পাওয়া যাবে, ২৫-২৬ আগস্টে যে পরবর্তী জোট সভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মুম্বাইতে। সেখানেই আসন ভাগাভাগির আলোচনা হবে এবং হয়তো বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী প্রার্থীর নামও ঘোষণা করা হতে পারে। তবে সবার মনে রয়েছে সহস্র প্রশ্ন। এই বৈতরণী কি বিজেপি বিরোধী জোট দলের প্রতিনিধিরা পেরিয়ে নিজেদেরকে শুদ্ধ করে ভারতের প্রতিনিধি রূপে নিজেদেরকে জনগণের সামনে আনতে পারবেন? জনগণ এটাও দেখেছে, মিলিজুলি সরকার মানেই তার স্থায়িত্ব এক বছর কিংবা দু'বছরের। সমীক্ষা জানায় মোদীজির জনপ্রিয়তা এখনও ৬৮ শতাংশের অধিক। আবার সম্প্রতি মোদী এবং শরদ পাওয়ারকে একই মঞ্চে দেখা গেল। যেটা বিরোধীদের কাছে বিশেষ অস্বস্তির কারণ। আবার কি মোদীজি তৃতীয় বার তাঁর জয়রথ নিয়ে রাজপথে বেরবেন 'মেরা মাটি মেরা দেশ' মন্ত্র ব্যবহার করে! সময় বলবে। রাজনীতি একটি কৌশলের লড়াই। এই মুহূর্তে এই ব্যাপারে দেশে মোদীজির সমকক্ষ কেউ নেই।

মণিপুর কেন জ্বলছে?

সুবল সরদার

মণিপুর কেন জ্বলছে? নেপথ্যে কি কারণ আছে? এর পিছনে আছে আন্তর্জাতিক আফিং ব্যবসা। ভারত বিরোধী এক গভীর ষড়যন্ত্র। মণিপুরের সঙ্গে জুড়ে আছে গোল্ডেন টাঙ্গল অর্থাৎ মিয়ানমার, থাইল্যান্ড এবং লাসার মতো তিনটে দেশ। মণিপুর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যতম কুখ্যাত ড্রাগ ব্যবসার কেন্দ্র। নারকোটিস ডিপার্টমেন্ট বারবার সতর্ক করছে আফিংয়ের স্বর্গ রাজ্য এই মণিপুরকে নিয়ে। হেরোইন ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেই জ্বলে ওঠে আগুন মণিপুরে।

২০১৮ সালে বিজেপি সরকার আসার পর war and drug নামে প্রচার চালায় এই golden drug triangle বিরুদ্ধে। দু লক্ষ কিলোগ্রাম আফিং নষ্ট করে দেয়। যেখান থেকে আট হাজার কিলোগ্রাম উন্নতমানের হেরোইন বানানো যায়। যার বাজার মূল্য পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকা। মণিপুরের একটা বাজেটের সমান বলা যায়। ২০১৮ সাল থেকে ২০২৩ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত দু হাজার পাঁচশ আঠারো জন কুখ্যাত ড্রাগ ব্যবসায়ীকে অ্যারেষ্ট করেছে। এইভাবে ড্রাগ ব্যবসায়ীদের উপর মণিপুর সরকার সার্জিকাল স্ট্রাইক হানে। সমস্ত আফিং ক্ষেতগুলো কুকিদের অধীনে। তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে ভেঙ্গে পড়লে নিরীহ কুকি সম্প্রদায়কে খেপিয়ে তোলে ভারত বিরোধী শক্তি। তারা সরকারী অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে হিংসার আগুন জ্বালে মণিপুরের উপর।

মণিপুর আমাদের কাছে একটা রূপ কথার গল্প বলে মনে হয়। মহাভারতের সময় থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাঙ্গদা, মণিপুরী নৃত্য মনে হয় মণিপুর একটা কাব্য। এই কাব্য যদি জ্বলতে থাকে ভারতবাসীর মনে দুঃখ লাগে। মণিপুর সপ্তকন্যার (অসম, অরুণাচল, মিজোরাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যন্ড, মেঘালয়, মণিপুর) এক কন্যা। আজ সে লগ্নভ্রষ্টা কন্যার মতো। আফিংয়ের অভিশাপ অভিশপ্ত।

কুকিরা এসেছে মিয়ানমার থেকে। তারা কনর্ভাটেড খ্রীষ্টান। তাদের লোভ দেখিয়ে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা হচ্ছে। দু হাজারেরও বেশি চার্চ তৈরি হয়েছে। এতো বিশাল সংখ্যক চার্চে ভারতের আর কোনো রাজ্যে নেই। তারা রিফিউজি হিসেবে এসে সহ নাগরিকদের থেকে বেশি অধিকার ভোগ করে। মেইতিরা আদিবাসী হয়ে ও তারা কুকি অধিবাসীদের মতো এসটির অধিকার পায় না। সম্প্রতি মণিপুর হাইকোর্ট মেইতিদের এসটির অধিকার দেবার জন্যে সরকারকে বিবেচনা করতে বলে। এই আইন বলে তারা জমির অধিকারও ফিরে পাবে। আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে। মেইতিদের অধিকার সুনিশ্চিত করা আবশ্যক। আমরা আর দ্বিতীয় কাশ্মীর দেখতে চাই না। আমরা কখনো চাইব না রিফিউজিরা ভারতের মূল জনজাতির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করুক। দেখতে হবে ভূমি পুত্ররা যেন ভূমিতে লুটিয়ে না পড়ে। ভাবতে অবাক লাগে অশান্তির আগুন জ্বালাতে ব্রিটেনের পার্লামেন্টে মণিপুরকে নিয়ে বিবৃতি দিচ্ছে। কিন্ত ফ্রান্স কয়েক মাস ধরে জাতি দাঙ্গার আগুনে জ্বলছে। জগৎ বিখ্যাত দ্য ল্যূভের আগুন পুড়ে ছাই হয়েছে। সে দেশের মেয়রের বাড়ি পোড়ানো হয়েছে। কয়েক মাস ধরে ফ্রান্সের জন জীবন স্তব্ধ হয়েছে। তখন কি কারণে সবাই চুপ ছিল? তারা সবাই খ্রীষ্টান বলে। সম্প্রদায় সম্প্রীপ্রীতি? তখন কারোর ধর্মনিরপেক্ষতার আঘাত লাগে না।

হলদে, মরচে পড়া এক টুকরো নথিতে একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক কিভাবে কুকিরা এদেশে এসেছে।

Please refer to - letter No B-R/67/ DC/874éôé5 dated the 6th April–1968– copy enclosed for ready reference and expedite your reference regarding resettlement of Kuki refugees from Burma.

Indians– they were described as Kandishiks of Burma even during the Congress government. But Congress wants votes. These people were made to sit on the Hindus of Manipur by surrendering to the temptations of foreign Christian missionaries. Bangladeshi Muslims– Rohingyas from Myanmar/Burma were also brought to India with the same intention. That is why Bangladeshi/Rohingya are majority in some constituencies in Bengal.

দুটো কুকি মহিলার উলঙ্গ ভিডিও দৃশ্যে দেশ বিদেশ উত্তালের কারণ কিন্তু তা নয়। আসল কারণ আন্তর্জাতিক ড্রাগ ব্যবসা বন্ধ করতে ভারত তৎপর হয়েছে। মণিপুরে হিংসায় ইন্ধন দিচ্ছে চিন- অভিযোগ করেছেন প্রক্তন সেনা প্রধান জেনারেল মুকুন্দ নরবনের। এখন বুঝতে পারছি তৃণমূল সহ তৃণমূলের রাজ্য সভার সাংসদ ডেরেকও ব্রায়েনের মাথা ব্যথার কারণ। আসল কারণ এড়িয়ে গিয়ে কুম্ভীরাশ্রু মতো বিচ্ছিন্নতাবাদীদের স্বার্থ দেখতে গিয়ে এই সমস্ত নেতা নেত্রীরা জাতি দাঙ্গার কারণ হয়ে উঠেছে। এ শুধু জাতি দাঙ্গা নয়, দেশ বিরোধী শক্তির সঙ্গে তাঁরা হাত মেলাছেন। আজ দেশ বিরোধী শক্তিরা একজোট হয়েছে ভারত ভাঙ্গার নেশায়। এক সময় যাঁরা ভারত ভেঙ্গে ইন্ডিয়া করেন আজ তাঁরা কেমন করে ভারত গড়বেন ? এখন তাঁরা ইন্ডিয়া করেছেন ভারত ভাঙ্গার চক্রান্তে। যাঁরা ভারত ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করেছেন তাঁরা কখনো ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখাতে পারেন ? কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা তুলে দিয়ে কাশ্মীর আজ শান্ত হয়েছে। মণিপুরের গোল্ডেন ট্রাঙ্গলে সার্জিকাল স্ট্রাইক হেনে শান্ত করতে হয়। বর্তমান বিজেপি সরকার AFSPA (Armed Forces Special powered Act) আইন শিথিল করলে স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে আসে মণিপুরে। শান্ত হচ্ছে মণিপুর, শুনতে পাব মণিপুরী নৃত্যে চিত্রাঙ্গদার সেই জলদ গম্ভীর কন্ঠস্বর।

'আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী।
নহি দেবী, নহি সামান্য নারী।'

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ ও দুর্নীতির অভিযোগ আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলার আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা। অস্থায়ী কর্মী নিয়োগেও দুর্নীতির অভিযোগ তুলছে আরামবাগ তৃণমূলের একাংশ। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করেই আরামবাগ তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এল। এই ঘটনায় তৃণমূল কাউন্সিলরকে হেনস্তা ও মারধর থেকে ঠেলাঠেলির অভিযোগ ওঠে। অবস্থা বেগতিক দেখে আরামবাগ পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সঞ্চয় ঘোরুইকে ঘটনাস্থল থেকে টেনে নিয়ে চলে যায় একপক্ষ। অভিযোগ ওঠে এদিন আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগে

তৃণমূলের একটি গোষ্ঠী তথা আরামবাগের প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণ চন্দ্র সাঁতরার অনুগামী তথা রাজ্য কৃষান খেত মজুর সংগঠনের সদস্য শেখ নিয়াজুল তৃণমূল কাউন্সিলরকে হেনস্তা করে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেন তৃণমূল নেতা শেখ নিয়াজুল। তিনি অভিযোগ করে বলেন,আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে বলে খবর পাই। খবর পেয়ে গিয়ে দেখি কথা সত্যি। ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দাঁড়িয়ে থেকে টাকার বিনিময়ে হাসপাতালের সিকিউরিটির জন্য ফর্ম ফিলাপ করাচ্ছেন। তাকে নিষেধ করা হয়। কিন্তু মারধর করা হয়নি। তিনি আরও বলেন, এর আগে আমাদের এক তৃণমূল নেতা আত্মীয় চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা তুলেছিল। প্রতিবাদ হয়েছিল। তাই যাতে দুর্নীতি না হয় সেই জন্য গিয়েছিলাম। অপরদিকে আরামবাগ পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সঞ্চয় ঘোরুই বলেন, হাসপাতালে সিকিউরিটি নিয়োগ হচ্ছে বলে গিয়েছিলাম। খাতাপত্র, আই কার্ড সব ছিনিয়ে নিয়ে চলে আসে। এটা ঠিক নয়। হেনস্তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সে রকম কিছু ব্যাপার নয়। দলীয় ব্যাপার। দুর্নীতি নিয়ে কিছু বলতে পারব না।

তবে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ৩৪ জনকে নেওয়া হবে। ই টেন্ডারের মাধ্যমেই নেওয়া হবে। একটি ঠিকাদার সংস্থা তাদের নিয়োগ করবে। এদিন হাসপাতালের নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কটাক্ষ করে বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি নেতা বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, গোটা সরকারটাই দূর্নীতিগ্রস্ত। আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান কৃষ্ণ চন্দ্র সাঁতরা হলেন কলির কেষ্ট। তিনি এই দুর্নীতি করছেন। অপরদিকে এই বিষয়ে আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভাণ্ডারী বলেন, দুর্নীতির বিষয়ে আমি কিছু জানি না। দুর্নীতিকে আমি প্রশ্রয় দেব না। কারোর কোনও অভিযোগ থাকলে কালীঘাটে গিয়ে অভিযোগ জানান। তবে করোনার সময় যে সব ছেলে মেয়েরা কাজ করেছিল তারা আজও আরামবাগ মহকুমা শাসক থেকে শুরু করে কলেজ অধক্ষ্যর কাছে আবেদন করে যাচ্ছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের আগে সুযোগ দেওয়া উচিত বলে মনে করছেন এলকার মানুষ। কারণ এরা করোনার সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে। সবমিলিয়ে আবারও চাকরিতে নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ ও তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তেজনা ছড়ায় আরামবাগে।

ফার্স্ট স্টেপ কম্পিউসিস্টেম প্রাইভেট লিমিটেড
পি-৪১, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০৭২,
nps2006@rediffmail.com
CIN : U72200WB2008PTC131543
ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের জন্য বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স ফার্স্ট স্টেপ কম্পিউসিস্টেম প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস পি-৪১, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৭২, আবেদনকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, বুধবার ২ আগস্ট ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''পাঞ্জাব রাজ্যে'' কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা : পি-৪১, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৭২ (বর্তমান ঠিকানা)
দরখাস্তকারীর পক্ষে
ফার্স্ট স্টেপ কম্পিউসিস্টেম প্রাইভেট লিমিটেড
স্থান : কলকাতা হরপাল সিং
তারিখ : ০২.০৮.২০২৩ ডিরেক্টর (ডিন-০৬৯৩২০৬২)

রোজউড মার্কেন্টাইল প্রাইভেট লিমিটেড
পি-৪১, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০৭২,
ldhaccounts@fortunegroup.org.in
CIN : U51909WB2010PTC141522
ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের জন্য বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স রোজউড মার্কেন্টাইল প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস পি-৪১, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৭২, আবেদনকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, বুধবার ২ আগস্ট ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''পাঞ্জাব রাজ্যে'' কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা : পি-৪১, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৭২ (বর্তমান ঠিকানা)
দরখাস্তকারীর পক্ষে
রোজউড মার্কেন্টাইল প্রাইভেট লিমিটেড
স্থান : কলকাতা হরপাল সিং
তারিখ : ০২.০৮.২০২৩ ডিরেক্টর (ডিন-০৬৯৩২০৬২)

উডল্যান্ড ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড
পি-৪১, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০৭২,
nps2006@rediffmail.com
CIN : U72200WB2008PTC131546
ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের জন্য বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স উডল্যান্ড ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস পি-৪১, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৭২, আবেদনকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, বুধবার ২ আগস্ট ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''পাঞ্জাব রাজ্যে'' কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা : পি-৪১, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৭২ (বর্তমান ঠিকানা)
দরখাস্তকারীর পক্ষে
উডল্যান্ড ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড
স্থান : কলকাতা হরপাল সিং
তারিখ : ০২.০৮.২০২৩ ডিরেক্টর (ডিন-০৬৯৩২০৬২)

গঙ্গার ভাঙনে আতঙ্ক গোপালপুর ব্লকে, অন্যত্র আশ্রয় নিতে শুরু করছেন গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আচমকা গঙ্গার ভাঙনে ব্যাপক আতঙ্কে ছড়িয়েছে মানিকচক ব্লকের গোপালপুর এলাকায়। বৃহস্পতিবার ভোরে গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর হুকুমতটোলা গ্রামে প্রায় ১৫ মিটার নদীর পাড় বরাবর গঙ্গার ভাঙন হয়েছে বলে স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। তারপর থেকেই তীব্র ভাঙনের আতঙ্কে হুকুমতটোলা গ্রামের অনেক পরিবার নিজেদের বাড়ি থেকে আসবাবপত্র সরাতে শুরু করেছেন। যদিও ভাঙনের খবর পাওয়ার এদিন জেলা সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখ তে একটি টিম এলাকায় পৌঁছয়। জেলা সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে অস্থায়ীভাবে ভাঙন প্রতিরোধের জন্য দ্রুততার সঙ্গে কাজ করার কথাও জানিয়েছে সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামবাসী রফিকুল শেখ, বিনোদ শেখদের বক্তব্য, এর আগেও গঙ্গার ভাঙনে বাড়িঘর হারিয়ে অনেক পরিবার অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছিল। পরবর্তীতে আবার নতুন করে নদীর ধারেই কাঁচা ঘর বাড়ি তৈরি করেছিল। এরকম ভাঙন চলতে থাকলে আবারো অনেক ঘর বাড়ি গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে যাবে। এদিকে মানিকচকের ভাঙন পরিস্থিতি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। ভাঙন রোধের কাজে সেচ দপ্তর ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক গৌড়চন্দ্র মণ্ডল। পাল্টা বিজেপির এই মন্তব্যকে ঘিরে তীব্র সমালোচনা করেছেন রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তিনি বলেন, গঙ্গা একটি জাতীয় নদী। আর এই গঙ্গার ভাঙন ঠেকানোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্র সরকারের। আগে এই ভাঙন প্রতিরোধের কাজ কেন্দ্র সরকারের অন্তর্গত ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ করে এসেছে। কিন্তু রহস্যজনকভাবে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ মাঝপথে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। কেন্দ্র সরকার ভাঙনের জন্য রাজ্যকে কোনও টাকা বরাদ্দ করেনি। কিন্তু রাজ্য সরকার সেচ দপ্তরের মাধ্যমে যেভাবেই হোক ভাঙন ঠেকানোর ক্ষেত্রে তৎপর এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশনের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের চেয়ারপার্সন হলেন পালপাড়া কলেজের অধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পটাশপুর: পূর্ব মেদিনীপুর কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশনের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের চেয়ারপার্সন মনোনীত হলেন ড. প্রদীপ্ত কুমার মিশ্র। যার মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা সহ পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের ১২টি রাজ্য। ড. প্রদীপ্ত কুমার মিশ্র পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুরের যোগদা সৎসঙ্গ পালপাড়া মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। মঙ্গলবার কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্য, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে পালপাড়া কলেজের অধ্যক্ষকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হল। কলেজের সেমিনার হলে সংগীত, নৃত্য ও বক্তব্যের মাধ্যমে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ ড. প্রদীপ্ত কুমার মিশ্রকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অধ্যক্ষকে মানপত্র তুলে দেন দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মৃণাল কান্তি দে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সম্পাদক শীতল চন্দ্র দে। এছাড়া অধ্যক্ষের প্রতি সম্মান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বি.এড ও এমএড. বিভাগের বর্ষীয়ান অধ্যাপক ড. শেখ মণিরুল ইসলাম, অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. তুষারকান্তি মণ্ডল, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আনন্দ মোহন মাইতি, শিক্ষাকর্মী বিশ্বজিৎ সাহু এবং আব্দুল আহাদ আলি। অধ্যক্ষ ড. প্রদীপ্ত কুমার মিশ্র তাঁর নতুন দায়িত্ব ও কর্মভার সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে উপস্থিত সকলকে প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত ছিলেন পালপাড়া কলেজের অধ্যাপক ড. অনিরুদ্ধ সিনহা, ড. প্রশান্ত কুমার ঘোষ, ড. মৃণাল কান্তি দাস, সত্যব্রত সাহু-সহ শতাধিক শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

In the Court of the District Delegate (Civil Judge) Nabadwip, Nadia.
Misc (Probate) Case No 9/22
বিজ্ঞপ্তি
দরখাস্তকারীঃ- কল্পনা শীল, স্বামী- স্বর্গীয় শান্তি শীল, সাং- এলানিয়া শিবতলা রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া।
এতদ্বারা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী তারা সুন্দরী দাসীর ত্যক্ত উইলের প্রোবেট পাইবার জন্য অত্র আদালতে একটি দরখাস্ত করিয়াছেন। এক্ষনে এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদ পত্র প্রকাশের ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি জানাইবেন। অন্যাথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।
তপশীল
জেলা- নদীয়া, থানা- নবদ্বীপ, হোল্ডিং নং ৮৪, এলানিয়া শিবতলা রোড, ওয়ার্ড নং ১৮, নবদ্বীপ পৌরসভা। মৌজা ২০ নং নবদ্বীপ, খতিয়ান ৩৯৪০, হাল এল.আর. ৪৭২৬, এল.আর. ৪৬১৭, দাগ নং ৭৪২৮, ৭৪২৮/১৩৪৩৯, রকম বাড়ী, পরিমান ৩ শতক
আদালতের আদেশানুসারে
সেরেস্তাদার, Ripan Majumder
Civil Judge (Jr. Divn.) Court
Nabadwip Nadia

In the Consumer Dispute Redressal Commission, Hooghly at Chinsurah.
EA 33/2022
Arising out of CC 51/2015
Suvra Biswas
..................Petitioner
-Vs-
Kaustav Ranjan Ghosh
........Opposite party
Notice through Publication
Whereas, an Execution **Case No. EA 33/2022** is pending before the Consumer Dispute Redressal Commission, Chinsurah, Hooghly, Complainant Smt. Suvra Biswas, W/o. Prollad Biswas, resident of Pratappur, Joraghat, P.O. & P.S. Chinsurah, Dist. Hooghly, has applied for execution of the order of paper publication on 01/06/2023, order No. 7 of EA/33/22, against Shri Kaustav Ranjan Ghosh M/S Edigicom Vanijya Pvt. Ltd. Address 2nd Floor, 12, B.B.D. Bag (East) Kolkata- 700001.
Shri Kaustav Ranjan Ghosh have to appear before the Ld. Commission to answer the claim of the petitioner personally or through a representative failing which the case will be heard and decided in his absence in accordance with law.
Given under the hand and seal of the Forum on this day of July 2023.
Jyoti Kundu
Advocate
Sd/-
For Registrar-in-Charge
District Consumer Commission
Hooghly, 25/07/2023

কাইনেটিক ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড
CIN NO. : L65993WB1983PLC035729
রেজি. অফিস : ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোন : +৯১ ৩৩ ২২৩১ ০৪৪৮
ই-মেল আইডি : kineticinvestments@yahoo.in
ওয়েবসাইট : www.kineticinvestments.co.in
বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ২৯ এবং ৪৭ সংস্থান অধীনে কাইনেটিক ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড-এর ডিরেক্টর বোর্ডের এক সভা শুক্রবার ১১ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে বেলা ২.৩০টায় রেজিস্টার্ড অফিস ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা - ৭০০০০১ ঠিকানায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে স্ট্যান্ডালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের এবং বার্ষিক সাধারণ সভা অন্যান্য বিষয় নিয়েও আলোচনার জন্য সভা অনুষ্ঠিত হবে।
এই তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kineticinvestments.co.in এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ-এর ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত আছে www.cse-india.com থেকেও পাওয়া যাবে।
বোর্ডের আদেশক্রমে
স্থান : কলকাতা **স্বা/-**
তারিখ : ৩ আগস্ট, ২০২৩ সমীর কানোরিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(ডিন - ০০৮৮৭৪৭৩)

আর্মচেয়ার ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড
CIN NO : L67120WB1981PLC033907
রেজি. অফিস : ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা - ৭০০০০১,
ফোন : +৯১ ৩৩ ২২৩১ ০৪৪৮
ই-মেল আইডি : armchairinvestments@yahoo.in
ওয়েবসাইট : www.armchairinvestments.co.in
বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ২৯ এবং ৪৭ সংস্থান অধীনে আর্মচেয়ার ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড-এর ডিরেক্টর বোর্ডের এক সভা শুক্রবার ১১ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে বেলা ১২.৩০টায় রেজিস্টার্ড অফিস ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা - ৭০০০০১ ঠিকানায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে স্ট্যান্ডালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের এবং বার্ষিক সাধারণ সভার অন্যান্য বিষয়সমূহ নিয়েও আলোচনার জন্য সভা অনুষ্ঠিত হবে।
এই তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট www.armchairinvestments.co.in এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ-এর ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত আছে www.cse-india.com থেকেও পাওয়া যাবে।
বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
মঞ্জু দেবী কানোরিয়া
স্থান : কলকাতা ম্যানেজিং ডিরেক্টর
তারিখ : ৩ আগস্ট, ২০২৩ (ডিন - ০০৮৯৪০৬১)

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বড়জোড়া শাখা
গ্রাম এবং পোস্ট - বড়জোড়া বাঁকুড়া
জেলা - বাঁকুড়া, রাজ্য - প.ব.
পিন - ৭২২ ২০২
পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
[ধারা ১৩(৪)]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস
যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বড়জোড়া শাখার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন (পরবর্তীতে আইন হিসেবে উল্লিখিত) ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ (পরবর্তীতে রুল হিসেবে উল্লিখিত) সংস্থান অধীনে **০৬.০২.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শেখ কিয়াপ আলি**, পিতা শেখ দেরাজ এবং **সহ-ঋণগ্রহীতা : শ্রী আব্বাস উদ্দিন শেখ**, পিতা শেখ কিয়াপ আলি, উভয়ের ঠিকানা - মান্দেরবুনি, পো. হাতাসুরিয়া, থানা - বরজোড়া এবং জেলা - বাঁকুড়া, পিন - ৭২২ ২০৪ (প.ব.) কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪,১৭,২৪৩.০০ টাকা** (চার লাখ সতের হাজার দুশো তেতাল্লিশ টাকা) টাকা আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১ আগস্ট ২০২৩** তারিখে।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র নিকট বকেয়া পরিমাণ **৪,১৭,২৪৩.০০ টাকা** (চার লাখ সতের হাজার দুশো তেতাল্লিশ টাকা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ।
সম্পত্তির তপশিল
সম্পত্তি শ্রী কিয়াপ আলি শেখ পিতা প্রয়াত দেরাজ শেখ, মৌজা- মান্দেরবুনি, পো- হাতাশুড়িয়া, থানা- বড়জোড়া, জেলা-বাঁকুড়া, পিন- ৭২২২০৪, (প.ব.)
সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন (বসবাসের ভবন) মৌজা- মান্দেরবুনি, জেএল নং ৭৯, এলআর খতিয়ান নং ৮৬৫, প্লট নং ১০০৩/১৮৫৭ , পো- হাতাশুরিয়া, থানা- বড়জোড়া, জেলা-বাঁকুড়া, পিন- ৭২২২০৪ (পব) দান দলিল নং আই- ১৩৬৬ তারিখ ০৭.০৫.২০১৩, জমির পরিমাণ : ২.০ ডেসিমেল।
সম্পত্তির ঠিকানা : শ্রী কিয়াপ আলি শেখ, পিতা প্রয়াত দেরাজ শেখ,মৌজা- মান্দারবুনি, জেএল নং ৭৯, এলআর খতিয়ান নং ৮৬৫, প্লট নং ১০০৩/১৮৫৭, পো -হাতাশুরিয়া,থানা-বড়জোড়া, জেলা-বাঁকুড়া,পিন- ৭২২২০৪ (পব)।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে - আসগর শেখ এর বাস্তু জমি, দক্ষিণে- ৪ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে - হাবিল শেখ এর জমি, পশ্চিমে- ৪ ফুট চওড়া সড়ক সমন্বিত।
তারিখ : ০১.০৮.২০২৩ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বড়জোড়া সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই, আর.বি.ও.- V, শ্রীবৃদ্ধি ভবন
দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৩৪ জওহরলাল নেহরু রোড, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১
প্রেমিসেস আবশ্যক
শাখা (আরবিও)প্রেমিসেস এর জন্য স্পেশ আবশ্যক
স্থান : আমতলা এরিয়ার নিকট , **স্পেসিফিকেশন :** পর্যাপ্ত পার্কিংয়ের জায়গা সহ একতলা/দ্বোতলা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য একটি তলা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে হওয়া চাই। **ন্যূনতম ব্যবহারযোগ্য এরিয়া :** ৩৮০০ বর্গফুট। **সুবিধাদি আবশ্যক :** ২৪ ঘণ্টা জল সরবরাহ, ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ (পাওয়ার ব্যাকআপ সহ), ৩ ফেজ পাওয়ার কানেকশন।
আগ্রহী ব্যক্তিগণ ৭ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আবশ্যক নথিতথ্য সহ সরাসরি দেখা করতে পারেন
১) **টেকনিক্যাল ডাক** অনুমোদিত সাইট প্ল্যান সহ সম্পত্তির বিস্তারিত এবং
২) **ফিনান্সিয়াল ডাক** বাণিজ্যিক লিজের নিয়ম এবং শর্তাদি সহ, রিজিওনাল ম্যানেজার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরবিও-৫, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, শ্রীবৃদ্ধি ভবন, ৩৪ জওহর লাল নেহরু রোড, ৪র্থ তল, কলকাতা -৭০০০৭১ সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। কোনও দালালি ব্যাঙ্ক প্রদান করবে না। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও/সকল প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে।
তারিখ : ০৪.০৮.২০২৩ **আদেশক্রমে, রিজিওনাল ম্যানেজার, আর.বি.ও.- V,**
স্থান : কলকাতা **দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এসবিআই, শ্রীবৃদ্ধি ভবন**

SOMANY
সোমানি সিরামিকস লিমিটেড
CIN : L40200WB1968PLC224116
রেজিস্টার্ড অফিস: ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা, ৭০০ ০০১ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন নম্বর: ০৩৩-২২৪৮৭৪০৬/৫৯১৩
ইমেইল: corporateaffairs@somanyceramics.com
ওয়েবসাইট: www.somanyceramics.com
৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং রিমোট ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজার সম্পর্কে তথ্য
এতদ্বারা **বিজ্ঞপ্তি** দেওয়া হল যে কোম্পানির ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শুক্রবার, ২৫ আগস্ট, ২০২৩-এ সকাল ১১.৩০ টা আইএসটি তে ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/আদার অডিও ভিজুয়াল মিনস ("ওএভিএম") লেনদেনের সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে ৫৫ তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসা লেনদেনের জন্য কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন এন্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("সেবি এলওডিআর) এর প্রযোজ্য বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে ও তৎসহ পঠিত জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ১৯/২০২১ এবং ০২/২০২২ তারিখ যথাক্রমে ৮ ই এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫ই মে ২০২০, ১৩ই জানুয়ারী ২০২১, ৮ ই ডিসেম্বর ২০২১ ও ৫ ই মে ২০২২ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ সার্কুলার") দ্বারা জারি করা এবং সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79, SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 এবং SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2022/62 এবং SEBI/HO/CFD/POD2/P/CIR/2023/4 তারিখ যথাক্রমে ১২ মে, ২০২০, ১৫ই জানুয়ারী, ২০২১ এবং ১৩ মে, ২০২২, ৫ জানুয়ারি ২০২৩ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি সার্কুলার") দ্বারা জারি করা সম্মতিতে।
এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির ৫৫তম এজিএম এবং বার্ষিক রিপোর্টের বিজ্ঞপ্তি ৩ আগস্ট, ২০২৩-এ সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল-আইডি কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এন্ড ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ") অথবা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের ("ডিপিএস") সাথে নথিভুক্ত। এই নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.somanyceramics.com, বিএসই লিমিটেড (www.bseindia.com), ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (www.nseindia.com) এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ("সিডিএসএল") (www.evotingindia.com) এ পাওয়া যাবে। সদস্যদের রেজিস্টার এবং কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বই ১৯ আগস্ট, ২০২৩ থেকে ২৫ আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত, উভয় দিনই বন্ধ থাকবে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮, কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ (সংশোধিত) এবং সেবি (এলওডিআর) এর প্রবিধান ৪৪ (সংশোধিত হিসাবে) এর ধারা ১০৮ অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের ভোট দেওয়ার জন্য রিমোট ই-ভোটিং এর সুবিধা প্রদান করছে এজিএম-এ লেনদেন করা ব্যবসার বিষয়ে যার জন্য কোম্পানি সিডিএসএল-এর পরিষেবা কে নিযুক্ত করেছে।
রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল সোমবার, ২১ আগস্ট, ২০২৩, সকাল ৯.০০টা (আইএসটি) এ শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৩, বিকাল ৫.০০ টা (আইএসটি)এ শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে, কোম্পানির সদস্যরা, যারা শেয়ার ধারণ করেন, হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে, কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার, ১৮ আগস্ট, ২০২৩,-এ তারা রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। এজিএম এ ই-ভোটিং মডিউলটি তারপরে ভোট দেওয়ার জন্য সিডিএসএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে। যে সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে রেজোলিউশনে তাদের ভোট দেননি, তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। যে সদস্যরা এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে/অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। যে কোনো সদস্য যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তিটি ব্যবহার করা উচিত।
যে ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পর এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করে কোম্পানির সদস্য হন, তিনি রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন।
রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া, এজিএমে যোগদানের জন্য এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে যোগদানকারী সদস্যদের গণনা করা হবে।
সদস্যদের ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগে এবং পরে এবং এজিএম চলাকালীন www.evotingindia.com-এ সিডিএসএল প্রদত্ত সুবিধার মাধ্যমে লগইন শংসাপত্র ব্যবহার করে এবং ইভিএসএন কোম্পানির এজিএম এর জন্য নির্বাচন করার অনুমতি দেওয়া হয়।
ই-ভোটিং-এর জন্য লগইন শংসাপত্র পাওয়ার জন্য যেসকল সদস্যদের ই-মেইল আইডি ডিপিএস/আরটিএ-তে নিবন্ধিত নয় তাদের নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় বার্ষিক বিবরণ এবং নথি পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে-
১. ফিজিক্যাল শেয়ারহোল্ডারদের জন্য- লিঙ্কে যান- http://mdpl.in/form এবং সেখানে নির্দেশিত রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন। সদস্যদের ফোলিও নম্বর, নাম, ই-মেইল আইডি, মোবাইল নম্বর, প্যান, স্ব-প্রত্যয়িত প্যান কার্ডের ছবি, PDF/JPG/ JPEG/PNG/GIF ফরম্যাটে (১ এমবি পর্যন্ত) শেয়ার সার্টিফিকেট প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে) এবং PDF/JPG/ JPEG/ PNG/GIF ফরম্যাটে (১ এমবি পর্যন্ত) ইমেল আপডেট আন্ডারটেকিং ফর্ম। কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা মেসার্স মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, আরটিএ-এর কাছে mdpldc@yahoo.com-এ ই-মেইল পাঠাতে পারেন।
২. ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের জন্য- অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর (ডিপি) সাথে যোগাযোগ করুন এবং আপনার ডিপির পরামর্শ অনুযায়ী আপনার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে আপনার ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করুন।
কোম্পানিটি এজিএম চলাকালীন একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য শ্রী অক্ষিত কুমার জাঙ্গিদ, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (মেম্বারশিপ নং এফসিএস ১১২৮৫, সিপি- ১৬৩০০) কে স্ক্রুটিনিজার হিসেবে নিয়োগ করেছে।
স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের সাথে ঘোষিত ফলাফলগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.somanyceramics.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে (www.evotingindia.com) চেয়ারম্যান বা তার দ্বারা লিখিতভাবে অনুমোদিত ব্যক্তির দ্বারা ফলাফল ঘোষণার পরপরই স্থাপন করা হবে।
আপনার যদি ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি www.evotingindia.com-এ পাওয়া প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন, সহায়তা বিভাগের অধীনে অথবা helpdesk.evoting @cdslindia.com এ একটি ইমেল লিখতে পারেন বা শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৬ তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই-এর সাথে যোগাযোগ করুন - ৪০০০১৩ (০২২-২৩০৫৮৫৪২/৪৩) তে।
কোম্পানিটি ৫৫তম এজিএম-এ অনুমোদিত হলে, কোম্পানির ডিরেক্টর ২৩ মে ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের জন্য প্রতিটি ২ টাকা ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য ৩ টাকা ডিভিডেন্ড দেওয়ার সুপারিশ করেছে, ৫৫তম এজিএম-এ শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক অনুমোদিত হলে।
৩১শে মার্চ, ২০২৩-এ সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য সদস্যদের চূড়ান্ত লভ্যাংশের এনটাইটেলমেন্ট নির্ধারণের জন্য 'রেকর্ড তারিখ' হিসাবে ১৮ আগস্ট ২০২৩ তারিখ শুক্রবার নির্ধারণ করেছে। চূড়ান্ত লভ্যাংশ, বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী, যদি বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন করা হয় ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে বা তার আগে তাহলে সেই সকল সদস্যদের প্রদান করা হবে।
(১) এই উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) দ্বারা সজ্জিত ১৮ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে বেনিফিসিয়াল মালিকদের তালিকায় যাদের নাম বেনিফিসিয়াল মালিক হিসাবে উপস্থিত হয়েছে; এবং
(২) কোম্পানি বা এর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ") অর্থাৎ মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে দায়ের করা বৈধ ট্রান্সমিশন বা ট্রান্সপজিশনের অনুরোধগুলি কার্যকর করার পরে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে যাদের নাম সদস্য হিসাবে উপস্থিত আছে ১৮ আগস্ট, ২০২৩ শুক্রবার বা তার আগে।
সোমানি সিরামিকস লিমিটেডের জন্য
বোর্ডের আদেশ দ্বারা
স্বা/-
স্থান: নয়ডা (অমব্রিশ জুলকা)
তারিখ: ৩ আগস্ট, ২০২৩ কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্টেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ **sbi.14817@sbi.co.in**, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮
স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল [৮(৬) এবং ৯(১) এবং রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে]
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ২২.০৮.২০২৩
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ১৬.০৮.২০২৩
বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ হারে ডাকদাতার ওয়ালেটের মাধ্যমে যা মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত ই-অকশন সাইট https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp মাধ্যমে আরটিজিএস/ এনইএফটি দ্বারা স্থানান্তর/দাখিল করতে হবে। আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিটক প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম শেষ হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক ইএমডি ক্রেডিট স্বীকৃতি দেওয়া হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি'র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে গৃহীত এবং আপডেট ইনফরমেশনের ভিত্তিতে ই-নিলাম ওয়েবসাইটে দেখার পরই। এই প্রক্রিয়া ব্যাঙ্কের প্রক্রিয়ার কারণে কিছুটা সময় লাগতে পারে ফলে ডাকদাতাগণকে তাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট পূর্বে দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। জিএসটি প্রযোজ্য মতে ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে **২২.০৮.২০২৩ তারিখে** সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে।
ক্রম নং ০১ **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২)]**
সংশ্লিষ্ট ৯,২৩,৯১,৯৬০.৯০ টাকা ৩০.০৪.২০১৮ **অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং চার্জ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স ডেভলপমেন্ট প্রোজেক্ট প্রা. লি., ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা** - শ্রী গোপাল সুহাসারিয়া এবং শ্রীমতি রাধা সুহাসারিয়া-কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য -
সম্পত্তি নং - ১) ৪.৯৪ কোটি টাকা [(ক) ৪.৭৯ কোটি টাকা + (খ) ১৫.০০ লাখ টাকা)] এবং বায়না জমা দাখিল ৪৯.৪০ লাখ টাকা [(ক) ৪৭.৯০ লাখ টাকা + (খ) ১.৫০ লাখ টাকা]
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ১,০০,০০০.০০ টাকা
(সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির জ্ঞাত দখল সহ)
সম্পত্তি-১ : ক) জেলা পূর্ব বর্ধমান, থানা - মেমারি, গ্রাম সুলতানপুর, জেএল নং ১৫২, এলআর প্লট নং ২৫৬৩, ২৫৬৪, ২৫৬৫, ২৫৬৬ এবং ২৫৬৯, শ্রেণি কোল্ড স্টোরেজ ঠিকানায় ডেভলপমেন্ট প্রোজেক্টস প্রা. লি.-এর নামে ২০০২/আরডিএফবিআই আইন এবং সারফেসি আইনের সংস্থান অধীনে ১.৯৪ একর বাস্তু জমি এবং ভবনের সমুদয় অংশ সমন্বিত।
খ) ডেভলপমেন্ট প্রোজেক্ট প্রা. লি., গ্রাম/পো. সুলতানপুর, থানা - মেমারি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান-৭১৩৪১৬ ২০০২ সালের সারফেসি আইন/আরডিএফবিআই আইন অধীনে প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সম্পদ বিক্রয়।
সম্পত্তির স্বত্ব দখলীকৃত
বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জ্ঞাত দখলদারি সহ জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতা ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এমএসটিসি'র ওয়েবসাইট **https://ibapi.in/Sale_info_login.aspx** এবং **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** দ্বারা প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন।
তারিখ : ০৪.০৮.২০২৩ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বর্ধমান এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

GPT group
জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬
CIN- L20103WB1980PLC032872, ফোন-০৩৩ - ৪০৫০ ৭০০০
ই-মেল- **gil.cosec@gptgroup.co.in**, ওয়েবসাইট- **www.gptinfra.in**
সংশোধনী
এই সংবাদপত্রে গত ০৩.০৮.২০২৩ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সংশোধিতরূপ নিম্নে দেওয়া হল।
৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
(₹ লক্ষ -তে)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩০.০৬.২০২৩	৩০.০৬.২০২২	৩১.০৩.২০২৩
		পর্যালোচিত	পর্যালোচিত	নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৩,৫৮৯.৭৮	১৮,৭৯০.৯৩	৮০,৯১৪.৫৫
২	নিট লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,৬৮২.৭২	৯৫২.৫৭	৩,৭২০.১৬
৩	নিট লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,৩২৩.৬৭	৭৯০.৯৬	৩,১৩৯.৬৯
৪	বর্ষের জন্য মোট ব্যাপক আয়	১,০৭৮.১২	৫৩৯.১৭	২,৯৬২.৩২
৫	ফেস ভ্যালু ₹ ১০/- প্রতিটির ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন			৫,৮১৭.২০
৬	মজুত (পুনর্মুল্যায়ন মজুত ব্যতীত)			২১,৮৯৫.১০
৭	শেয়ার প্রতি আয় (₹ ১০/- প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)* মৌলিক এবং মিশ্রিত	২.২৮*	১.৩৬*	৫.৪০

১ স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের অতিরিক্ত তথ্য নিম্নে বর্ণনা করা হল - (₹ লক্ষ -তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	৩০.০৬.২০২৩	৩০.০৬.২০২২	৩১.০৩.২০২৩
	পর্যালোচিত	পর্যালোচিত	নিরীক্ষিত
(ক) কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৩,৪৩০.১৯	১৮,৭৮৩.৪৯	৭৯,০০১.৮৩
(খ) লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	২,০৭৩.১৯	১,১১০.৭৩	৪,৬৫১.৪১
(গ) লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,৫৫৮.১০	৮৩১.৩০	৩,৪৫৬.৭৭
(ঘ) বর্ষের জন্য মোট ব্যাপক আয়	১,৫৫৮.১০	৮৩১.৩০	৩,৪৫৮.১৫

২ উপরোক্তটি ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কনসোলিডেটেড এবং স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কনসোলিডেটেড এবং স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com এবং www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gptinfra.in-তেও পাওয়া যাবে।
৩ উপরিউক্ত সময়ে কোম্পানির কোনও ব্যতিক্রমী দফা ছিল না।
ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
ডি. পি. তাঁতিয়া
স্থান: কলকাতা **চেয়ারম্যান**
তারিখ : ২ অগস্ট, ২০২৩ **DIN - 00001341**

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক (ভারত সরকার কা উপক্রম) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কেল সস্ত্র : হুগলী

২৩এ, রাই এম. সি. লাহিড়ী বাহাদুর স্ট্রিট, পোস্ট- শ্রীরামপুর, হুগলী (পবঃ), পিন-৭১২২০১। ইমেল আইডি- cs8240@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর অধীনে ৮(৬) বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞপ্তি করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-র কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার দখল (প্রতিটি সম্পত্তির বিরুদ্ধে উল্লিখিত প্রতীকী/ গঠনমূলক) নিয়েছেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হল।
বিক্রয় সংগঠিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ওয়েব পোর্টালের (**https://www.ibapi.in**) ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। সাধারণ জনগণকে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে অনুমোদিত এজেন্টের মাধ্যমে দরপত্র দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

লট. নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -এর নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-র বন্ধকদাতা)	ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ই-অকশনের তারিখ/ সময়
১.	ক) বেলুমিল্কি শাখা খ) শ্রী অজুন ভট্টাচার্য পিতা- শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য ৩৩৮/৬২, রাম মোহন সরণি বৈদ্যবাটি, পিন- ৭১২২২২। গ) শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য পিতা- শ্রী রাজেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য ৩৩৮/৬২, রাম মোহন সরণি বৈদ্যবাটি, হুগলী, পিন- ৭১২২২২।	০৯ কাঠা ১০ ছটাক ৪০ বর্গফুট বা ০.১৬ একর পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা- দিরঘঙ্গা, জেএল নং ০৪, আরএস দাগ নং ১৯৮৫ এবং এলআর দাগ নং ২৪৬৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৩৩ বৈদ্যবাটি পৌরসভার পরিধির মধ্যে অবস্থিত, হোল্ডিং নং ৩৫৮ (৬২), রাম মোহন সরণি, পোস্ট- বৈদ্যবাটি, থানা শ্রীরামপুর, ওয়ার্ড নং ১৮। সম্পত্তিটি শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য পিতা- শ্রী রাজেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের নামে আছে। এডিএসআর- শ্রীরামপুরের অফিসে নিবন্ধিত ১৯৫১ সালের শিরোনাম দলিল নং আই-৫৯২৪ বই নং ০১, ভলিউম নং ১২, পৃষ্ঠা ২৩৭ থেকে ২৩৮ পর্যন্ত -তে লিপিবদ্ধ। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- নারায়ণ ভট্টাচার্যের সম্পত্তি, দক্ষিণে- বি. ভট্টাচার্যের সম্পত্তি, পূর্বে- বিশ্বনাথ সাহা ও হিমাংশু চৌধুরীর সম্পত্তি এবং পশ্চিমে- হেমন্ত পৌলস্ত ও এর সম্পত্তি ও পুকুর।	ক) ১০.০৮.২০২১ খ) ১৪,১৮,৩১৫.৫০ টাকা এবং তদুপরি সুদ। গ) ১৩.১২.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ৬৭.৩৫ লক্ষ টাকা খ) ৬.৭৪ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
২.	ক) সিঙ্গুর শাখা খ) মেসার্স দক্ষিণেশ্বরী স্টিল ফার্নিচার স্বত্বাধিকারী- স্বরূপ কুমার ঘোষ গ্রাম- বালিয়া দক্ষিণপাড়া, পোস্ট ডিরাখণ্ড, থানা- হরিপাল, হুগলী, পিন ৭১২৪০৫ গ) স্বরূপ কুমার ঘোষ গ্রাম- বালিয়া দক্ষিণপাড়া, পোস্ট ডিরাখণ্ড, থানা- হরিপাল, হুগলী, পিন ৭১২৪০৫	বালিয়া মৌজার অধীন, জেএল নং ৪, আরএস খতিয়ান নং ৫২৯, এলআর খতিয়ান নং ৮৭৬, এলআর দাগ নং ২৩১৬, নারায়ণপুর বাহিরখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পোস্ট- বাহিরখণ্ড, থানা- হরিপাল, পিন ৭১২৪০৫ এ অবস্থিত ডেসিমেল = ১০ ডেসিমেল অর্থাৎ ৬.০৫ কাঠা সহ সম্পত্তি এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি স্বরূপ কুমার ঘোষের নামে আছে।	ক) ২৩.০৭.২০১৯ খ) ৩৮,৭৯,৫৫৫.৫৮ টাকা ৩০.০৬.২০১৯ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ। গ) ২৪.০২.২০২২ ঘ) বাস্তবিক দখল	ক) ২৭.৮৪ লক্ষ টাকা খ) ২.৭৯ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
৩.	ক) ভদ্রেশ্বর শাখা খ) শ্রী গোরখ রাউত গ) শ্রী যোগেন্দ্র রাউত **উভয়ের ঠিকানা:** ১৮৪, খুড়িগাছি মেইন রোড, সারদাপল্লী পোস্ট -ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১২৪।	কাঠামো সহ ২ কাঠা ২ ছটাক ১৪ বর্গফুট পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, ভদ্রেশ্বর পৌরসভার অধীন মৌজা- ভদ্রেশ্বর, জেএল নং-১২, আরএস দাগ নং-২৮৭, এলআর দাগ নং-৩৪৮, আরএস খতিয়ান নং-১৫১২, এলআর খতিয়ান নং-৭০১৩-এ গঠিত, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী। ২০০৩ সালের দলিল নং আই-২৫, এডিএসআর চন্দননগরের অফিসে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী জোগিন্দর রাউতের নামে আছে, দলিল অনুসারে, সম্পত্তিটি পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- ১০ ফুট রাস্তা দ্বারা, দক্ষিণে- অন্যের সম্পত্তি দ্বারা, পূর্বে- ২৮৭ নম্বর দাগের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমে- শ্রী শান্তি দেবীর সম্পত্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত।	ক) ২৯.১১.২০২১ খ) ৮,০৬,৯১৬.০০ টাকা এবং তদুপরি সুদ। গ) ১১.০২.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৪.৪৫ লক্ষ টাকা খ) ১.৪৫ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
৪.	ক) উত্তরপাড়া শাখা খ) মেসার্স হাজরা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, স্বত্বাধিকারী- শ্রী সুমিত হাজরা, **ফ্যাক্টরি:** লক্ষ্মণপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট, পোস্ট- লক্ষ্মণপুর, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১১০৪। গ) ১. শ্রী সুমিত হাজরা, মেসার্স হাজরা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস -এর স্বত্বাধিকারী **ফ্যাক্টরি:** লক্ষ্মণপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট, পোস্ট- লক্ষ্মণপুর, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১১০৪। ২. শ্রীমতী মিঠু হাজরা (জামিনদার), স্বামী- শ্রী সুমিত হাজরা, উত্তর বাল্টিকুরি, খালধার পাড়া, (বালটিকুড়ি খালধার পাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের কাছে), হাওড়া, পিন- ৭১১১১৩।	কারখানার জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং লেবারস কোয়ার্টার এবং ৩৩ শতক পরিমাপের তিনটি কারখানার শেড সহ দোতলা বিল্ডিং, মৌজা-পাকুরিয়া, জেএল নং-৫৪, দাগ নং ৫৭, খতিয়ান নং- ৩৩৩, লক্ষ্মণপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, পোস্ট- লক্ষ্মণপুর, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১১১৪। এডিএসআর ডোমজুড় -এর অফিসে নিবন্ধিত, ২০০৬ সালের দলিল নং আই-৪৫৯৯, তারিখ ১০.১১.২০০৬ -এর মাধ্যমে **শ্রী সুমিত হাজরা,** পিতা- শ্রী নিশীথ কুমার হাজরার **নামে আছে সম্পত্তিটি।**	ক) ০২.১২.২০২১ খ) ১,৩৬,০১,৬৮০.৩২ টাকা এবং তদুপরি সুদ। গ) ১৭.০২.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১২৮.২১ লক্ষ টাকা খ) ১২.৮২ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
৫.	ক) ভদ্রেশ্বর শাখা খ) মেসার্স ইমপ্রেশন স্বত্বাধিকারী শ্রীমতী কাকুলী গাঙ্গুলী, ৩০ বিদ্যা সাগর সরণি, পোস্ট ও থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১২৪ গ) শ্রী সৌভিক গাঙ্গুলি (জামিনদার) পিতা-প্রয়াত সোমনাথ গাঙ্গুলী, বিদ্যাসাগর সরণি, মানিক নগর, পোস্ট- ভদ্রেশ্বর, পিন- ৭১২১২৪	প্রায় ১০ কাঠা ৭ ছটাক ২১ বর্গফুট বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, একতলা ভবনের মধ্যে, মৌজা- ভদ্রেশ্বরে অবস্থিত এলআর খতিয়ান নং ১১৬৩, আর.এস. দাগ নং ১২০৪,১২০৫,১২০৬, এলআর দাগ নং ২৩৭৬, জেএল নং ১২ ভদ্রেশ্বর পৌরসভার অধীনে, থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী। এডিএসআর- চন্দননগর- হুগলী এর অফিসে নিবন্ধিত - ২০১৭ সালের উপহারের দলিল নম্বর ১৪৬৪, **শ্রীমতী কাকুলী গাঙ্গুলী** স্বামী- প্রয়াত সোমনাথ গাঙ্গুলী এবং **শ্রী সৌভিক গাঙ্গুলী** পিতা-প্রয়াত সোমনাথ গাঙ্গুলীর **নামে আছে। সম্পত্তিটির সীমানা:** উত্তর- ৬ ফুট প্রশস্ত পৌরসভার রাস্তা এবং মানস মুখার্জির সম্পত্তি; দক্ষিণ- রঞ্জিত সাহার সম্পত্তি, পূর্ব- বিদ্যাসাগর সরণি, পশ্চিম- মলয় চক্রবর্তীর সম্পত্তি।	ক) ০৭.০৭.২০২১ খ) ৩২,১৯,০৯২.৭৫ টাকা এবং তদুপরি সুদ। গ) ০১.১০.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ৪০.৮৭ লক্ষ টাকা খ) ৪.০৯ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
৬.	ক) চুঁচুড়া শাখা খ) মেসার্স জে এস ইন্ডাস্ট্রিস, বাস স্ট্যান্ডের কাছে, চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী ৭১২১০১ গ) অংশীদার- ১.শ্রী সুব্রত শোম পিতা- চঞ্চল শোম, মোগলটুলি গলি, চুঁচুড়া জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০১ ২. জয়দীপ শোম পিতা- নেপাল শোম, ডক্টরস লেন, চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী পিন-৭১২১০১।	মতিঝিল প্লাজায় ৭৯৯ বর্গফুট পরিমাপের ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, চুঁচুড়া মৌজায় অবস্থিত, থানা চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, জেএল নং ১৯, এলআর খতিয়ান নং ৪১০৪, এলআর দাগ নং ৫০৫১, হুগলী চুঁচুড়া পৌরসভার এক্তিয়ারের মধ্যে, জেলা- হুগলী, **জেএস ইন্ডাস্ট্রিস-এর নামে আছে** দলিল নং ২১৭২/১৩-এ রয়েছে। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- আসরাফ আলীর বিল্ডিং/পার্কিং স্পেস, পূর্ব- রানিবালা গাঙ্গুলীর বিল্ডিং এবং ৮ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিম- ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা/মতিঝিল রোড, দক্ষিণ- জেসি ঘোষ সরণি।	ক) ১০.০৫.২০২২ খ) ১৯,৯৫,৬৯৯.৬৮ টাকা এবং তদুপরি সুদ। গ) ০১.১১.২০২২ ঘ) বাস্তবিক দখল	ক) ২৯.৯১ লক্ষ টাকা খ) ৩.০০ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
৭.	ক) কামারপুকুর শাখা খ) মেসার্স মা জগৎগৌরী রাইস মিল প্রাঃ লিঃ গ্রাম - জোরকা, পোস্ট - বৈতাল, থানা - জয়পুর জেলা- বাঁকুড়া, পিন - ৭২২ ১৩৮। গ) ১. শ্রী আশিস দত্ত ডিরেক্টর - মেসার্স মা জগৎগৌরী রাইস মিল প্রাঃ লিঃ গ্রাম - ডঙ্গোলান, থানা - ইন্দাস, জেলা - বাঁকুড়া, পিন - ৭২২ ২০৫। ২. শ্রী নীলোৎপল দত্ত (মা জগতগৌরি রাইস মিল প্রাঃ লিঃ এর ডিরেক্টর -তথা- জামিনদার) গ্রাম - ডঙ্গোলান, থানা - ইন্দাস, জেলা - বাঁকুড়া, পিন - ৭২২ ২০৫।	জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, মৌজা- বাগুয়াপাড়া, গ্রাম- জোড়কা, জেলা বাঁকুড়া, মৌজা-বাগুয়াপাড়া, জেলা , বাঁকুড়া এ অবস্থিত রাইস মিলের প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের হাইপোথেকেশন, ২০০৯ সালের দলিল নং আই-০২১৬৭, জে.এল. নং ১২৯, সাবেক খতিয়ান নং ৩১০, এলআর ও আরএস দাগ নং ৩৩, এলাকা ৫.২৯ বিঘা, হাল খতিয়ান নং ১৮১/১। **স্বত্বাধিকারী- মেসার্স মা জগৎগৌরী রাইস মিল প্রাঃ লিঃ**	ক) ০৩.০৭.২০১৩ খ) ৯,২৫,০৯,৯৩৯.৯৩ টাকা ০২.০৭.২০১৩ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ। গ) ০৭.০৮.২০১৮ ঘ) বাস্তবিক দখল	ক) ৩৮১.০০ লক্ষ টাকা খ) ৩৮.১০ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
৮.	ক) চুঁচুড়া শাখা খ) মেসার্স জাস্ট স্টিল মালিক- শ্রী সুরজিৎ পাইন, পিতা- শ্রী গোবিন্দ পাইন ১৩, কে সি চ্যাটার্জি স্ট্রিট, পোস্ট- বৈদ্যবাটি, পিন - ৭১২ ২২২। গ) শ্রী সুরজিৎ পাইন, পিতা- শ্রী গোবিন্দ পাইন ১৩, কে সি চ্যাটার্জি স্ট্রিট, পোস্ট- বৈদ্যবাটি, পিন - ৭১২ ২২২।	বসুন্ধরা অ্যাপার্টমেন্ট নামে (জি+৩) তলা ভবনের প্রথমতলায় ৮২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা নিয়ে গঠিত দোকান ঘরের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ৪, আরএস দাগ নং ৪৬৮২, ৪৬৮৩, আরএস খতিয়ান নং ১৭৯,১৮১ এর অধীনে এবং হোল্ডিং নং ৪/২, জি. টি রোড, মৌজা - দীরঘঙ্গা, বৈদ্যবাটি পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং ২২, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী। এডিএসআর, শ্রীরামপুরে নিবন্ধিত ২০১৪ সালের দলিল নং আই-১৭৬০ বই নং ১, ভলিউম নং ০৪, পৃষ্ঠা ২৫২ থেকে ২৬২ পর্যন্ত তে নথিভুক্ত। **শ্রী সুরজিৎ পাইনের মালিকানাধীন** সম্পত্তি, পিতা- শ্রী গোবিন্দ পাইন। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - সুব্রত রানার সম্পত্তি, দক্ষিণ - ৮ ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ, পূর্ব - সুব্রত রানার দোকান, পশ্চিম - সুব্রত রানার সম্পত্তি দ্বারা।	ক) ১৪.০৬.২০২১ খ) ২০,১০,৮৭১.৩১ টাকা ১৪.০৬.২০২১ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ। গ) ১৮.০৯.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ৩.৪৩ লক্ষ টাকা খ) ০.৩৫ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
৯.	ক) শ্রীরামপুর শাখা খ) মেসার্স কৃষ্ণ প্রসাদ পাল মেমোরিয়াল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ২৭/বি, ভি. কে. রোড, সোনালী পার্ক শেওড়াফুলি, জেলা - হুগলী পিন - ৭১২ ২২৩। গ) ১. শ্রী হারাধন ঘোষ পিতা- প্রয়াত সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ ১৮৩, জি. টি. রোড, শেওড়াফুলি জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২ ২২৩। ২. শ্রী কাশীনাথ মন্ডল পিতা- প্রয়াত মন্মথ নাথ মন্ডল গ্রাম - গেঁটেগড়ি, পোস্ট - পলাশী থানা - ধনিয়াখালী, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২ ৩০১। ৩. ডাঃ সুশেন কুমার গোলদার পিতা- প্রয়াত সূর্য কান্ত গোলদার, ১০, চারু চন্দ্র রায় লেন, বাগবাজার, থানা , চন্দননগর, হুগলী, পিন - ৭১২ ১৩৬।	**সম্পত্তি ১ :** জমি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, ২১.০৪.২০১৫ তারিখের নিবন্ধিত উপহারের দলিল নং আই-৩০০৭/২০১৫ এডিএসআর - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী, মোট ৪ কাঠা ১৩ ছটাক এলাকা রয়েছে যার মধ্যে ০৩ কাঠা যার আরএস দাগ নং ৫১৪৮/৫৫২৭ আরএস খতিয়ান নং ৯৪৪ এলআর দাগ নং ৬১০৮ এর সাথে সম্পর্কিত। দিরগঙ্গা মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ৪ এবং ১ কাঠা ১৩ ছটাক পরিমাপের জমি আরএস দাগ নং ৫১৪৮ আরএস খতিয়ান নং ৯৪৪-এ এলআর দাগ নং ৬১০৫ এর সাথে সম্পর্কিত, দিরগঙ্গা মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ৪ বৈদ্যবাটি পৌরসভার অধীনে, ভি কে রোডের কাছে, থানা ও এডিএসআর - শ্রীমপুর, জেলা - হুগলী। **সম্পত্তি ২ :** জমি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, ২০.০৪.২০১৫ তারিখের নিবন্ধিত উপহারের দলিল নং আই-৩০৫৭/২০১৫, এডিএসআর- শ্রীরামপুর জেলা- হুগলীর মোট ১৩ কাঠা১১ ছটাক ৩৫ বর্গফুট বা ০.২৩ একর এলাকা,যার আরএস দাগ নং ৫১৩৯ আরএস খতিয়ান নং ৯৪৪-এ এলআর দাগ নং ৬১০৬ এর সাথে সম্পর্কিত এবং মৌজা , দিরগঙ্গা তে অবস্থিত, জেএল নং ৪ বৈদ্যবাটি পৌরসভার অধীনে, ভি কে রোড, থানা ও এডিএসআর- শ্রীমপুর, জেলা-হুগলী। **সম্পত্তি ৩ :** জমি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ২০.০৪.২০১৫ তারিখের নিবন্ধিত উপহারের দলিল নং আই-৩০৫৯/২০১৫ এডিএসআর- শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী, মোট এলাকা ১৭ কাঠা ৮ ছটাক ১৮ বর্গফুট যার মধ্যে ১৬ কাঠা ৬ ছটাক ৪৪ বর্গফুট জমির পরিমাপ। এলআর প্লট নং ৪১৫৪ এর অধীনে আরএস দাগ নং ৩২৫৩ এবং ০১ কাঠা ০১ ছটাক ১৯ বর্গফুট জমির পরিমাপ নিয়ে গঠিত যার এলআর প্লট নং ৪১৫৮ এর অধীনে আরএস প্লট নং ৩২৪৮। সবগুলির এলআর খতিয়ান নং ২২১৭, ২৮১৪ এবং ২৮০০ এর সঙ্গে সম্পর্কিত এবং মৌজা- দিরগঙ্গা -তে অবস্থিত, জেএল নং ৪, বৈদ্যবাটি পৌরসভার অধীনে, হোল্ডিং নং ২৭/বি, ভি কে রোড এর কাছে, থানা ও এডিএসআর- শ্রীমপুর, জেলা-হুগলী। **সম্পত্তি ৪ :** জমি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, ২১.০৪.২০১৫ তারিখের নিবন্ধিত উপহারের দলিল নং আই-৩০০৪/২০১৫ এডিএসআর- শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী, মোট এলাকা ১২ কাঠা ৯ ছটাক ১২ বর্গফুট। আরএস প্লট নং ৩২৪৯ এর অধীনে এলআর প্লট নং ৪১৫৯, আরএস খতিয়ান নং ২২১৭, ২৮১৪ ও ২৮০০ এলআর খতিয়ান নং ৩৯০৬, ৩৯০৭, ৩৯০৮, ৩৯০৯ এর সাথে সম্পর্কিত, দিরগঙ্গা মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ৪, বৈদ্যবাটি পৌরসভার অধীনে, হোল্ডিং নং ২৭/বি, ভি কে রোডের কাছে, থানা ও এডিএসআর - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী। ** নাম সংশোধনের জন্য এডিএসআর শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলীতে ১৭.০২.২০১৬ তারিখের ডিড ঘোষণা পত্রের নং ৬৩৩/২০১৬।	ক) ০৩.০৬.২০১৯ খ) ২,৯১,৯৯,৩৪৫.০৫ টাকা ৩১.০৫.২০১৯ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ। গ) ১৯.০৮.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল	সম্পত্তি ১, ২, ৩ এবং ৪ : ক) ২৯৯.০০ লক্ষ টাকা খ) ২৯.৯০ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
১০.	ক) সোমরা শাখা খ) মেসার্স কালীমাতা এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী বন্দনা চক্রবর্তী গ্রাম ও পোস্ট- সোমরা, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী, পঃবঃ- ৭১২১২৩। গ) জামিনদারগণ : ১. শ্রী অসিত চক্রবর্তী ২. শ্রী দীপক চক্রবর্তী (জামিনদার) **প্রত্যেকের ঠিকানা:** গ্রাম ও পোস্ট- সোমরা, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী, পঃবঃ- ৭১২১২৩।	ইট নির্মিত দুই তলা আবাসিক ভবন সহ প্রায় ০.০৬ একর যা কমবেশি ৩ কাঠা ১০ ছটাক এবং ৩.৬ বর্গফুট সমতুল্য বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা সোমরা-তে অবস্থিত, জেএল নং ৩৭, আর.এস. খতিয়ান নং ২৯০, এল.আর. খতিয়ান নং. ৭১, আর.এস. দাগ নং ৪৫১, এল.আর. দাগ নং ৫১২, হাল খতিয়ান নং ৪৬/১ এবং হাল দাগ নং ৫১২, হোল্ডিং নং এ-৬৯, থানা- বলাগড়, পোস্ট- সোমরা, সোমরা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমার মধ্যে অধীনে, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১২৩। এডিএসআর, ডিএসআর - ১, হুগলীতে নিবন্ধিত। দলিল নং ২০১৫ সালের ০৬০৩০৪৩৪০ বুক-আই, ভলিউম নং- ০৬০৩-২০১৫, পৃষ্ঠা ৩৯৪৮০ থেকে ৩৯৪৯৯ পর্যন্ত এ রেকর্ড করা হয়েছে। **অসিত চক্রবর্তী** পিতা- প্রয়াত রমেশ চন্দ্র চক্রবর্তীর **নামে সম্পত্তি। সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- সাধারণ পথের দ্বারা, দক্ষিণে- পূর্ব রেলওয়ের সম্পত্তি দ্বারা, পূর্বে- দীপক চক্রবর্তীর সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমে- পূর্ব রেলওয়ের সম্পত্তি দ্বারা।	ক) ২৬.০৭.২০২১ খ) ৫৯,০০,৩৪৬.৬৭ টাকা এবং তদুপরি সুদ। গ) ০৬.১১.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ৩৬.৬৪ লক্ষ টাকা খ) ৩.৬৭ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
১১.	ক) আরামবাগ শাখা খ) মেসার্স কৃষি সেবা, স্বত্বাধিকারী: রামপ্রসাদ ঘোষাল গ) ১. রামপ্রসাদ ঘোষাল, মেসার্স কৃষি সেবা -এর স্বত্বাধিকারী ২. শ্রীমতী ঝুমা ঘোষাল (জামিনদার) স্বামী- শ্রী রামপ্রসাদ ঘোষাল, **সকলের ঠিকানা:** পল্লীশ্রী, ওয়ার্ড নং- ৬, আরামবাগ, হুগলী, পিন- ৭১২৬০১।	মৌজা দৌলতপুর, জেএল নং ১০, আরএস খতিয়ান নং ১৭৭৮-এ অবস্থিত ১.৭৫ শতক পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মোট এলাকাটি (১) ০.৫ শতক নিয়ে গঠিত আরএস দাগ নং ১২৭৪ এবং এলআর দাগ নং- ১৫৫১, (২) আরএস দাগ নং ১২৭৪/১৪৪৩ এবং এলআর দাগ নং ১৫৪৮-এ ১ শতক, (৩) আরামবাগ পৌরসভার পরিধির মধ্যে ০.২৫ শতক যার আরএস দাগ নং ১২৭৪/১৪৪৪ এবং এলআর দাগ নং ১৫৪৯। থানা আরামবাগ। জেলা - হুগলী। **শ্রীমতী ঝুমা ঘোষাল,** স্বামী- রামপ্রসাদ ঘোষালের **নামে আছে সম্পত্তিটি।** ২০১১ সালের দলিল নং ০১২১৬ বই নং-আই, সিডি ভলিউম নং-৪, ২৯৫৯ থেকে ২৯৬৮ পর্যন্ত পৃষ্ঠাগুলিতে অফিস এডিএসআর, আরামবাগে নিবন্ধিত সম্পত্তিটি।	ক) ১৯.১০.২০২২ খ) ২৫,৩১,৪৬৩.৪৮ টাকা এবং তদুপরি সুদ। গ) ২৯.১২.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ২০.৬৮ লক্ষ টাকা খ) ২.০৭ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
১২.	ক) আরামবাগ শাখা খ) মেসার্স ন্যাশনাল রাইস মিল **পার্টনার: শ্রী বংশীবদন দে,** গ্রাম- কানপুর, পোস্ট- বৈরাকানপুর, থানা আরামবাগ, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪১৩ গ) শ্রীমতী লেখা দে (অংশীদার), স্বামী- শ্রী বংশীবদন দে, গ্রাম- কানপুর, পোস্ট- বৈরাকানপুর, থানা আরামবাগ, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪১৩	গ্রাম কানপুর, পোস্ট বৈরাকানপুর, থানা- আরামবাগ, হুগলী জেলায় অবস্থিত **ন্যাশনাল রাইস মিলের নামে** বিল্ডিংয়ের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ২০০৬ সালের দলিল নং ২৫, জেএল নং ১২৪, খতিয়ান নং ৯০৪, আরএসও এলআর দাগ নং ১০৯২,১০৯৩,১১০৫, ১১০৬,১১১০, এলাকা ০.২৪ একর, ০.০৫ একর, ০.৯৫ একর, ০.০৭ একর এবং ০.০৭ একর যথাক্রমে।	ক) ০১.১১.২০১৯ খ) ৭,২০,২৬,৩৬৩.৫৬ টাকা ৩১.১০.২০১৯ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ। গ) ১৫.০৯.২০২২ ঘ) বাস্তবিক দখল	ক) ২৭৪.০০ লক্ষ টাকা (এল এবং বি-এর জন্য) ২২.১১ লক্ষ টাকা (পি এবং এম-এর জন্য) খ) ২৭.৪০ লক্ষ টাকা (এল এবং বি-এর জন্য) ২.২১ লক্ষ টাকা (পি এবং এম-এর জন্য) (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
১৩.	ক) আরামবাগ শাখা খ) মেসার্স এনটি অটোমোবাইল **স্বত্বাধিকারী- সেখ সাত্তার আলী,** গ্রাম ও পোস্ট- মোসাট, থানা চণ্ডীতলা, হুগলী, পিন- ৭১২৭০১। গ) সেখ সাত্তার আলী, মেসার্স এনটি অটোমোবাইল -এর স্বত্বাধিকারী, গ্রাম ও পোস্ট- মোসাট, থানা চণ্ডীতলা, হুগলী, পিন- ৭১২৭০১। **জামিনদার(গণ) : ১.সেখ মোশারফ আলী** বাসুবাটি, আয়মাপাড়া, হুগলী, পিন-৭১২৪০৯ ২. শ্রী বাকি উল্লাহ মালিক কুমিরমোড়া, হুগলী-৭১২৭০৪	মৌজা- মোসাট, জেএল নং-১৬, তৌজি নং- ১৭, আরএস নং- ১৭১৯, আরএস দাগ নং-৩৭২৩, আরএস খতিয়ান নং- ৫৬০ এলআর দাগ নং-৪১৭৯-এর সাথে সম্পর্কিত, এলআর খতিয়ান নম্বর-২৮০৭ (মিউটেশনের পরে), মোসাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, থানা চণ্ডীতলা, জেলা-হুগলী এ অবস্থিত একটি দোকান সহ ৩ কাঠা ৩ ছটাক ২৭ বর্গফুট (কমবেশি) বা ৫.৩৩ ডেসিমেল সমপরিমাণ এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। দলিল নং ২০০২ সালের আই-২৬০২ এবং ২০০৮ সালের আই-২১৬৯ -এর মাধ্যমে এডিএসআর, জনাই অফিসে সম্পত্তিটি নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি সেখ মোশারফ আলী,** পিতা-মৃত হারমুজ আলীর **নামে আছে আছে।**	ক) ১২.০৯.২০২২ খ) ৯১,২৫,৬৬৭.৯০ টাকা এবং তদুপরি সুদ। গ) ০২.১২.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১০৩.১৪ লক্ষ টাকা খ) ১০.৩২ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
১৪.	ক) মাখলা শাখা খ) মেসার্স প্যারাডাইস টি কোং স্বত্বাধিকারী- শ্রী তাপস ভৌমিক, ফ্ল্যাট নম্বর ডি-৪/ডি, (ভার্মা ফ্ল্যাট) ৩৫, লরেন্স স্ট্রিট উত্তরপাড়া, হুগলী, পিন ৭১২২৫৮ গ) শ্রী তাপস ভৌমিক পূর্বচুপি মহাশয় পাড়া, পূর্বস্থলী, বর্ধমান	বিল্ডিংয়ের প্রথম তলায় ১৮৫ বর্গফুট (সুপার বিল্ট এলাকা) পরিমাপের ৬ নম্বর দোকানের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা-ভদ্রকালী, জেএল.নং-৯, আরএস দাগ নং-১৫৩২, আরএস খতিয়ান নং- ১৭৬৪ তৌজি নং-৩৮৭৬, হোল্ডিং নং-৮৭, সম্ভু দাসগুপ্ত সরণী, উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভার সীমার মধ্যে গঠিত, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলী। ডিএসআর হুগলীর অফিসে নিবন্ধিত, ২০০৩ সালের দলিল নং আই-১৪৫৫, ভলিউম নম্বর- ৩৯, পৃষ্ঠা নং-১৫৭ থেকে ১৮০। সম্পত্তিটি শ্রী তাপস কুমর ভৌমিক, পিতা- শ্রী অনিল চন্দ্র ভৌমিকের নামে আছে। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- বিল্ডিংয়ের ভিতরের কমন প্যাসেজ, দক্ষিণে- বিল্ডিংয়ের বাইরের প্যাসেজ, পূর্বে- কমন প্যাসেজ, পশ্চিমে- দোকান নম্বর ৫।	ক) ২২.১১.২০০৭ খ) ৩,৪৭,৩৬৯.৩৫ টাকা এবং তদুপরি সুদ। গ) ২২.০৭.২০২২ ঘ) বাস্তবিক দখল	ক) ৩.৬৬ লক্ষ টাকা খ) ০.৩৭ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
১৫.	ক) আরামবাগ শাখা খ) মেসার্স রঘুবীর ফিডস প্রাইভেট লিমিটেড ব্লক পাড়া, পশু হাসপাতালের কাছে, আরামবাগ, ওয়ার্ড নং- ৬, জেলা হুগলী, পঃবঃ, পিন- ৭১২৬০১। গ) ১. শ্রী বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ২. শ্রী বোধিসত্ত্ব ভট্টাচার্য ৩. শ্রীমতী তনুশ্রী ভট্টাচার্য (জামিনদার) স্বামী-শ্রী বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য **প্রত্যেকের ঠিকানা:** মৌজা আরামবাগ, ওয়ার্ড নং ৬, পোস্ট ও থানা- আরামবাগ, জেলা- হুগলী, পঃবঃ- ৭১২৬০১।	উচালান গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে থাকা কারখানার শেড/কাঠামো সহ ৬৯.০০ ডেসিমেল পরিমাপের জমি। মৌজা কেউন্টা, জেএল নং. - ১৪২, ব্লক রায়না-২, এলআর দাগ নং -১৫৬৩, অধীন আর.এস. খতিয়ান নং ৬৬৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৭৫৬, গ্রাম ও পোস্ট- - কেউন্টা, থানা মাধবডিহি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪২৩ এ অবস্থিত, **শ্রী বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের নামে আছে** দলিল নং ১০৩৭৮, বই নং-১, ভলিউম নং. ১১৩, পৃষ্ঠা থেকে ২১ এবং ২৪ তারিখ- ১৯৭২ এডিএসআর আরামবাগের অফিসে নিবন্ধিত।	ক) ১৮.০৪.২০২২ খ) ১,২৬,৫৪,১৯১.৩৩ টাকা এবং তদুপরি সুদ। গ) ০৫.০৯.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১০৯.০৮ লক্ষ টাকা খ) ১০.৯১ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
১৬.	ক) ভদ্রেশ্বর শাখা খ) শ্রী রাজা শ' পূর্ব মালাপাড়া, গোন্ডালপাড়া, চন্দননগর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১৩৭। গ) শ্রীমতী পূজা শ' পূর্ব মালাপাড়া, গোন্ডালপাড়া, চন্দননগর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১৩৭।	কারখানার জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পরিমাপ ৬ কাঠা ১২ ছটাক, ৪র্থ তলায়, বন্ধন হাউজিং কমপ্লেক্স নামে পরিচিত ভবনের ব্লক এ একটি ফ্ল্যাটের মধ্যে, ফ্ল্যাট এলাকা ৭৫০ বর্গফুট, মৌজা চন্দননগরে অবস্থিত, শীট নং ২৩, এল.আর. খতিয়ান নং ৫১২, আরএস. দাগ নং ১৮১ এবং ১৯০, এলআর দাগ নং ৮৩৬, জেএল নং ১, থানা- চন্দননগর, হোল্ডিং নং ২৮৮/৪৩ (নতুন), /২২৪ (পুরানো), মানকুন্ডু স্টেশন রোড, চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, হুগলী জেলায়। এডিএসআর, চন্দননগরে নিবন্ধিত বই নং ১, ভলিউম নং ০৬০৪-২০১৭, পৃষ্ঠা ৭৩১৫২ থেকে ৭৬১৭২ নম্বরে নিবন্ধিত। ২০১৭ সালের বিয়িং নং ০৬০৪০৩৫৯৭। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- আরএস দাগ নং ১৮১ ৮৫ ১৯০ এর সম্পত্তি, দক্ষিণ- আরএস.দাগ নং ১৮১ এর বাকি সম্পত্তি, পূর্ব- আরএস.দাগ নং ১৯০ সম্পত্তি., পশ্চিম- ১২" প্রশস্ত কমন প্যাসেজ এবং আরএস দাগ নং ১৮১ এর সম্পত্তি।	ক) ০৯.০৮.২০২১ খ) ২১,৬৮,৮৪১.০০ টাকা এবং তদুপরি সুদ। গ) ০৪.০১.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৪.৫১ লক্ষ টাকা খ) ১.৪৬ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
১৭.	ক) শ্রীরামপুর শাখা খ) মেসার্স সাহাপুর কোল্ড স্টোরেজ গ্রাম ও পোস্ট - চাঁপাডাঙ্গা, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২ ৪০১। গ) ১. শ্রী শোভন লাল ঘোষ ২. শ্রীমতী ভবানী ঘোষ **উভয়েরই ঠিকানা:** কাটগোড়া, খানপুর, গুড়াপ, জেলা - হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২ ৩০৮। ৩. শ্রী শ্রীমন্ত ব্যানার্জী, দক্ষিণ রসুলপুর হরিণখোলা-২, আরামবাগ, জেলা - হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২ ৪১৩।	সাহাপুর কোল্ড স্টোরেজ নামে কোল্ড স্টোরেজ ইউনিটের কোল্ড স্টোরেজ বিল্ডিং এবং ১.৬৮ একর পরিমাপের জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, গ্রাম - সাহাপুর, পোস্ট- পর্বতপুর, থানা - জামালপুর, জেলা - বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ এ অবস্থিত। জেএল নং ১০২ ,আর.এস. দাগ নং ৪৩১, ৪৩২ এবং ৪৩৫, এলআর দাগ নং ৫০৭ এবং ৫১১ এলআর খতিয়ান নং ১৮৫৭, ৯২১,৯২২, ১৮৫৮ এবং ১৮৬০, মৌজা - সাহাপুরের অধীনে, পারাতল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এখতিয়ারের মধ্যে, থানা - জামালপুর, জেলা - বর্ধমান।	ক) ১৮.০৩.২০২০ খ) ৯,৫২,৫৯,১১৯.২৫ টাকা ৩১.১২.২০১৯ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ। গ) ০৯.১২.২০২০ ঘ) বাস্তবিক দখল	ক) ৫৫৪.৮৫ লক্ষ টাকা খ) ৫৫.৪৯ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
১৮.	ক) শ্রীরামপুর শাখা খ) মেসার্স সহি প্রোডাক্ট স্বত্বাধিকারী- জনাব সেখ সাহিদুল হোসেন গ) জনাব সেখ সাহিদুল হোসেন মেসার্স সহি প্রোডাক্ট -এর স্বত্বাধিকারী বেগমপুর, হাটতলা, চণ্ডীতলা, হুগলী, পিন - ৭১২৩০৬	দুই তলা ভবন সহ প্রায় ১৩.৮৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আরএস এবং এল.আর. দাগ নং ৩৫২, ৩৫৪ আরএস খতিয়ান নং ৬০৬, ৭২৯ এলআর খতিয়ান নং ৩৭৯৩ এর সাথে সম্পর্কিত। মৌজা-বেগমপুর, জে.এল. নং ৭৩, বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এখতিয়ারে, থানা- -চণ্ডীতলা, জেলা- হুগলী। এডিএসআর, জনাই, হুগলী, ২০০২-এর দলিল নং ৪২৮৯ দ্বারা নিবন্ধিত, বই নং আই, ভলিউম নং ৬১, পৃষ্ঠা নং ৩৯৯ থেকে ৩০৪ তে নিবন্ধিত। **সম্পত্তি সেখ সহিদুল হোসেন এর নামে আছে। পরিবেষ্টিত:** উত্তর দিকে- দাগ নং ৩৫৯ এবং সাধারণ পথ দ্বারা। দক্ষিণে- অন্যদের পুকুরের দাগ নং ৩৫৩। পূর্বে- সেখ বাদলের সম্পত্তি দ্বারা দাগ নং ৩৫৪। পশ্চিমে- সেখ ইসলামের দাগ নং ৩৫২।	ক) ২১.০৬.২০২১ খ) ১১,১৩,০৬৩.৭৫ টাকা এবং তদুপরি সুদ। গ) ২৩.০৯.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ৪৪.৩০ লক্ষ টাকা খ) ৪.৪৩ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
১৯.	ক) চুঁচুড়া শাখা খ) শ্রী সমীর দেব ১ নম্বর কেওটা সরকারি কলোনি চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন - ৭১২১০৪। গ) শ্রী সমীর দেব ফ্ল্যাট নং বি/১/৩, ৪র্থ তল, অপরাজিতা প্লাজা, সুকান্তনগর, জি. টি. রোড, পোস্ট- রবীন্দ্রনগর, পিন - ৭১২ ১০৩।	'অপরাজিতা প্লাজা' নামের বিল্ডিংয়ের ৪র্থ তলায় অবস্থিত ৮২৫ বর্গফুটের সুপার বিল্ট আপ এলাকা (কমবেশি) নিয়ে গঠিত আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি/১/৩ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার হোল্ডিং নং ৭৪৪৬ সুকান্তনগর, মৌজা - ধরমপুর, জেএল নং ১৭, আরএস দাগ নং ১০৪, এলআর দাগ নং ১৪৩, এলআর খতিয়ান নং ১৭৭৩ কোদালিয়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতায়, থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী। ২০১৯ সালের বিয়িং নং ১-০৬০১০৬৫১৩, বই নং আই, সিডি ভলিউম নং ০৬০১-২০১৯, পৃষ্ঠা নং ১৪৪২২৩ থেকে ১৪৪২৫৭ পর্যন্ত, হুগলীর ডিএসআর-১ অফিসে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী সমীর দেবের নামে রয়েছে,** পিতা- প্রয়াত অরুণ দেব।	ক) ১৯.০৪.২০২১ খ) ২৩,২৭,৮৫৯.৮৬ টাকা ৩১.০৩.২০২১ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ। গ) ২৮.০৭.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৪.৮১ লক্ষ টাকা খ) ১.৪৯ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
২০.	ক) খলিসানি শাখা খ) মেসার্স সঞ্জয় এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী- শ্রী সঞ্জয় প্রসাদ বি/১/১, শিবা প্লাজা অ্যাপার্টমেন্ট, ২য় তল, জিটি রোড, ব্যান্ডেল মোড়, থানা- চুঁচুড়া, পোস্ট- ব্যান্ডেল, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১২৩ গ) শ্রীমতী নীতু প্রসাদ সিং, স্বামী- শ্রী সঞ্জয় প্রসাদ, জি.টি. রোড ব্যান্ডেল মোড়, পোস্ট- ব্যান্ডেল, থানা চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১২৩।	ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার বিয়িং নম্বর বি/১/১ দ্বিতীয় তলায়, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮২৭ বর্গ ফুট। (আচ্ছাদিত এলাকা ৬৮৯ বর্গফুট) শিবা প্লাজা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের প্রথমতলায় ৪৮ বর্গ ফুটসুপার বিল্ট আপ এলাকা স্কুটার/টু হুইলার স্পেস সহ। মৌজা- কেওটা, আরএস- প্লট নং ৫৩৩৬ (এলআর প্লট নং ১৩০৩) আরএস- খতিয়ান নং ৮৮৬ এর সাথে সম্পর্কিত এবং পূর্ববর্তী এল.আর. খতিয়ান নং ২৬৪৭/১ এবং হাল এলআর খতিয়ান নং ৪৪০৫, জিটি রোড, ব্যান্ডেল। ব্যান্ডেল গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারের মধ্যে, থানা- চুঁচুড়া, জেলা হুগলী-তে অবস্থিত। **উপরে উল্লিখিত ফ্ল্যাটটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- অন্যের প্রেমিসেস সেটেলমেন্ট দাগ নং ৫৩৩৬(পি), দক্ষিণে- অন্যের সম্পত্তি সেটেলমেন্ট দাগ নং ৫৩৩৮, পূর্বে - জি.টি. রোড, সেটেলমেন্ট দাগ নং ৫৪৯৯, পশ্চিমে- অন্যের জমি সেটেলমেন্ট দাগ নং ৫৩০৯। ডিএসআর হুগলী অফিসে নিবন্ধিত ভিড বুক-১, সিডি ভলিউম নম্বর-৯, পৃষ্ঠা ৩৩৪৪ থেকে ৩৩৬১ পর্যন্ত, বিয়িং নং- আই-০২৯৬৫ সাল- ২০১৩ তারিখ- ২৯/০৪/২০১৩। শ্রী সঞ্জয় প্রসাদের স্ত্রী মিসেস নীতু প্রসাদ সিং-এর মালিকানাধীন সম্পত্তি।	ক) ০৭.০৭.২০২১ খ) ১৭,৯৭,০৭৩.৩৭ টাকা এবং তদুপরি সুদ। গ) ২৩.০৯.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ২০.৫০ লক্ষ টাকা খ) ২.০৫ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
২১.	ক) বাঁশবেড়িয়া শাখা খ) মেসার্স সরস্বতী বেভারেজ স্বত্বাধিকারী- গুরুপদ দাস গ্রাম- কাপাস্তিকারি, পোস্ট- সুলতানগাছা, থানা- পোলবা, জেলা- হুগলী গ) শ্রী গুরুপদ দাস কোদালিয়া, ঝিলপাড়া, পোস্ট- ব্যান্ডেল, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী	শ্রী গুরুপদ দাসের নামে বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, আকনা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে অবস্থিত, মৌজা কাফাস্টিকারি জেএল নং ১৩৮, খতিয়ান নং ৩২৩, এলআর দাগ নং ৭৫ (পি)। জমির পরিমাপ ১৪ শতক। ২০১১ সালের দলিল নং ৪৫৯৭। **সম্পত্তি নং ২:** গুরুপদ দাসের নামে বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, আকনা গ্রাম পঞ্চায়েত এর পরিধির মধ্যে অবস্থিত, মৌজা কাফাস্টিকারি, থানা পোলবা, জেএলনং ১৩৮, এলআর খতিয়ান নং ৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭৬, জমির পরিমাপ ০৪ শতক, ২০১৪ সালের দলিল নং ২০৩১। এডিএসআর হুগলীর অফিসে নিবন্ধিত।	ক) ১২.০৭.২০১৭ খ) ২৬,৬৬,৭১৫.০০ টাকা এবং তদুপরি সুদ। গ) ২০.০৭.২০২১ ঘ) বাস্তবিক দখল	সম্পত্তি ১ এবং ২ : ক) ৩১.৭৭ লক্ষ টাকা খ) ৩.১৮ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
২২.	ক) উত্তরপাড়া শাখা খ) মেসার্স সরস্বতী ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস স্বত্বাধিকারী- শ্রী পীযূষ রায় গ) ১. শ্রী পীযূষ রায়, মেসার্স সরস্বতী ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস -এর স্বত্বাধিকারী ২. শ্রীমতী শ্রাবন্তী রায় (জামিনদার) স্বামী- শ্রী পীযূষ রায় **সকলের ঠিকানা :** ৭০/৬, 'সি' রোড, বামুনগাছি, সালকিয়া, হাওড়া, পঃবঃ৭১১১০৬	হোল্ডিং নং ৭০/৬, 'সি' রোড, বামুনগাছি, পোস্ট- সালকিয়া, থানা-লিলুয়া, হাওড়া ৭১১১০৬, মৌজা- বামুনগাছি, জে.এল. নং ১০, দাগ নং ২৮৬, খতিয়ান ২২ -এ দুইতলা বিল্ডিং সহ ৩ কাঠা বা ২১৬০ বর্গফুট জমির ন্যায় সঙ্গত বন্ধক। ২০০৩ সালের উপহারের দলিল নং আই ৪৮৪৫ এর মাধ্যমে সম্পত্তিটি নিবন্ধিত হয়েছে। সম্পত্তিটি পীযূষ রায়ের নামে আছে।	ক) ০১.০৭.২০১৯ খ) ১,২৫,৭৯,৮৯২.২৭ টাকা এবং তদুপরি সুদ। গ) ১০.০৩.২০২৩ ঘ) বাস্তবিক দখল	ক) ৬০.৬৫ লক্ষ টাকা খ) ৬.০৭ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
২৩.	ক) কুন্তিঘাট শাখা খ) মেসার্স সরস্বতী ভ্যারাইটি স্টোরস স্বত্বাধিকারী- শ্রী রাম প্রসাদ দাস শেরপুর, শনি মন্দিরের কাছে, নয়াসরাই, হুগলী, পিন- ৭১২৫১৩ গ) **শ্রী রাম প্রসাদ দাস,** পিতা নির্মল কুমার দাস, শেরপুর, শনি মন্দিরের কাছে, নয়াসরাই, হুগলী, পিন- ৭১২৫১৩ **শ্রী নির্মল কুমার দাস (জামিনদার)** শেরপুর, শনি মন্দিরের কাছে নয়াসরাই, হুগলী, পিন - ৭১২৫১৩	দোকানের আচ্ছাদিত এলাকা ৪৩৫ বর্গফুট সহ ০১ ডেসিমেল পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা- শেরপুর, জেএল নং ১২৯, আরএস খতিয়ান নং ২৫১, এলআর খতিয়ান নং. ৩৪,৬৩,১৩১,৩৪৫, হাল এলআর খতিয়ান নং. ১৭০/২, আরএস দাগ নং. ১১৫, এলআর দাগ নং. ১৫১, পোস্ট- নয়াসরাই, থানা- বলাগড়, বলাগড় চন্দ্রহাটি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এর সীমার মধ্যে। সম্পত্তিটি শ্রী নির্মল কুমার দাস পিতা- মৃত নারায়ণ চন্দ্র দাসের নামে আছে। এডিএসআর, চুঁচুড়া হুগলীতে বিয়িং নং আই-২৬১৯ সাল- ৯৯৩ তারিখ ২৭/০৭/১৯৯৩ অনুযায়ী বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ২৯, পৃষ্ঠা নং ৩৪৭ থেকে ৩৫৩ নং-এ রেকর্ড করা হয়েছে। **উল্লিখিত সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - নির্মল কুমার দাসের সম্পত্তি, দক্ষিণ- পঞ্চায়েত রোড, পূর্ব- আসাম লিংক রোড, পশ্চিম- নির্মল কুমার দাসের সম্পত্তি।	ক) ০২.০৬.২০২১ খ) ১০,৬৭,৫৭৪.৬৭ টাকা এবং তদুপরি সুদ। গ) ২০.০৯.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ৬.৯০ লক্ষ টাকা খ) ০.৬৯ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
২৪.	ক) সিঙ্গুর শাখা খ) মেসার্স শ্রী গুরু মেডিকেল হল **স্বত্বাধিকারী- শ্রী বাপন রায়,** পিতা- শ্রী অজিত রায়, গ্রাম ও পোস্ট-কামারকুন্ডু, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪০৭ গ) **শ্রী বাপন রায়,** গ্রাম ও পোস্ট - কামারকুন্ডু, জেলা - হুগলী, পিন -৭১২ ৪০৭।	**শ্রী বাপন রায়ের নামে** জমি ও দোকান **বিল্ডিংয়ের** ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, পরিমাপ ০.০২ একর, এলআর খতিয়ান নং ৬৪০৪ (জেএল নং ১৩), এলআর দাগ নং ১৩৯০, মৌজা - গোপাল নগর, থানা - সিঙ্গুর, জেলা- হুগলী, বিয়িং ডিড নং আই৫৬৩ বই নং ১, সিডি ভলিউম নং ২, ২০১২ সালের পৃষ্ঠা নং ২৪২৬ থেকে ২৪৩৭, এডিএসআর - সিঙ্গুর, হুগলী।	ক) ০৫.০৫.২০১৬ খ) ১২,৫৮,২৩৭.০০ টাকা গ) ২৪.১০.২০১৯ ঘ) বাস্তবিক দখল	ক) ১৩.১৮ লক্ষ টাকা খ) ১.৩২ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
২৫.	ক) রতনপুর মোড় শাখা খ) মেসার্স সোমা ফ্লাইঅ্যাশ ব্রিকস ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড মৌজা দুধকানারা, পোস্ট- চণ্ডীতলা, জেলা হুগলী, পিন- ৭১২৪০৭ গ) ১. **শ্রীমতী সোমা দাস,** হাওড়া আমতা রোড, দাসনগর, হাওড়া পিন ৭১১১০৫ ২. **শ্রী সুজিত রায় চৌধুরী,** ২৫/১/১/২, কালী কুন্ডু লেন, হাওড়া ৭১১১০১	জমি ও বিল্ডিং নিবন্ধিত বন্ধক, দলিল নং ০০৮৯৫ জমির পরিমাপ (কমবেশি) ৯৪ ডেসিমেল মৌজা দুধকানারা, তৌজি নং ১৭, জেএল নং ২৫ এর মধ্যে , আরএস দাগ নং ১১১৬, এলআর দাগ নং ১২৪৯, এলআর খতিয়ান নং ৯০৭/১ এবং ৬২১/৪ আইন্যা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন এবং এডিএসআর জনাই এবং ডিএসআর হুগলী, জেলা হুগলী, পশ্চিমবঙ্গের এক্তিয়ারের মধ্যে।	ক) ১৬.০৩.২০১৭ খ) ৯৬,৫০,১৫৫.৫০ টাকা ২৮.০২.২০১৭ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ। গ) ২৭.১১.২০২০ ঘ) বাস্তবিক দখল	ক) ৫৮.২৫ লক্ষ টাকা খ) ৫.৮৩ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
২৬.	ক) মাখলা শাখা খ) শ্রী সোমনাথ পাল ৪৫, নং ১ গভঃ কলোনি, মাখলা, পোস্ট - মাখলা, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২ ২৪৫। গ) শ্রীমতী মধুমিতা পাল ৪৫, নং ১ গভঃ কলোনি, মাখলা, পোস্ট - মাখলা, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২ ২৪৫।	১ কাঠা ৪ ছটাক ২২ বর্গফুট (কমবেশি) পরিমাপের জমি এবং কাঠামোর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা-মাখলায় অবস্থিত, জেএল নং ১১, আরএস দাগ নং ১৮০৯/২৭১০, এলআর দাগ নং ১৮৭৬, এলআর খতিয়ান নং ২০২৩ উত্তরপাড়া- কোতরং পৌরসভা, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলীর আওতায়। ১৯৯৮ সালের বিয়িং নং আই-২৬৫, বই নং -এই, সিডি ভলিউম নং ৭, পৃষ্ঠা নং ৫৯ থেকে ৬৪ পর্যন্ত, এডিএসআর, শ্রীরামপুরের অফিসে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী সোমনাথ পালের নামে আছে,** পিতা- শ্রী আশুতোষ পাল। দলিল অনুসারে, **সম্পত্তিটি পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - রাস্তা দ্বারা, দক্ষিণে - শ্রীমতী জ্যোৎস্না সরকারের বাড়ি, পূর্বে - শ্রী বিমল সেনের বাড়ি, পশ্চিমে - শ্রী আশুতোষ পালের বাড়ি।	ক) ১৮.০৫.২০২১ খ) ৭,৩৫,৮৮১.৪৯ টাকা ১৮.০৫.২০২১ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ। গ) ০১.০৯.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৩.২২ লক্ষ টাকা খ) ১.৩৩ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
২৭.	ক) শেওড়াফুলি শাখা খ) শ্রী সুরজিৎ পাইন গ) শ্রীমতী শিলা পাইন, সকলের ঠিকানা : ২৬/১৬ কে সি চ্যাটার্জি স্ট্রীট, পোস্ট - বৈদ্যবাটি, থানা-শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী, পঃবঃ - ৭১২২২২	তথায় থাকা দোতলা ভবন সহ - বৈদ্যবাটি মৌজায় অবস্থিত ৩ কাঠা পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার , জেএল নং ৫, আরএস দাগ নং ৯৯, এলআর দাগ নং ১৬০, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৭৩৫ এবং ৩৭৩৬, হোল্ডিং নং ৭১/৪৭/১/এ, চ্যাটার্জি পাড়া, বৈদ্যবাটি পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী। এডিএসআর শ্রীরামপুরের অফিসে নিবন্ধিত ২০১৭ সালের বিয়িং নং আই-০৬০৫০৩০২৭, বই নং আই, ভলিউম নং ০৬০৫-২০১৭, পৃষ্ঠা নং ৭০৯০২ থেকে ৭০৯২০। **সম্পত্তি শ্রী সুরজিৎ পাইন,** পিতা- শ্রী গোবিন্দ পীরের **নামে আছে।** দলিল অনুসারে, **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে একটি পুকুর দ্বারা, দক্ষিণে- সাধারণ পথ দ্বারা, পূর্বে- শ্রী বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমে- ডি ব্যানার্জির সম্পত্তি দ্বারা।	ক) ২৯.১০.২০২২ খ) ৩৩,৪৮,৭০০.৭০ টাকা এবং তদুপরি সুদ। গ) ০৭.০১.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ৪১.৪৫ লক্ষ টাকা খ) ৪.১৫ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন....

সংসদে দিল্লি বিল: 'ইন্ডিয়া'জোটকে আক্রমণ শানালেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৩ অগস্ট: সংসদে দিল্লি বিল নিয়ে বিরোধী জোটের উদ্দেশে আক্রমণ শানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অভিযোগ করলেন যে, দুর্নীতি ঢাকতেই 'দিল্লি সার্ভিসেস বিল'-এর বিরোধিতা করছে বিরোধী দলগুলি। শাহের মন্তব্যের পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছে বিরোধী দলগুলিও।

বৃহস্পতিবার সংসদে বিরোধী জোটকে আক্রমণ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'দিল্লি নিয়ে ভাবুন, জোট নিয়ে নয়।' আপকে নিশানা করে 'বাংলো দুর্নীতি' নিয়েও সরব হন শাহ। বিরোধী দলগুলির উদ্দেশে তাঁর আর্জি, 'সব বিষয়ে রাজনীতি টেনে আনবেন না।' শাহের মন্তব্যের সমালোচনা করে আপ সাংসদ সুশীল গুপ্তের বক্তব্য, দিল্লির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামলাতে ব্যর্থ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। 'ইন্ডিয়া'কে আক্রমণ প্রসঙ্গে তিনি দাবি করেন, বিরোধী জোটকে ভয় পেয়েছে বিজেপি। বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই প্রসঙ্গে বিজেপির সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'দিল্লি ভারতের রাজধানী। দিল্লিতে আমরা জিততে যাচ্ছি, তার মানে 'ইন্ডিয়া' জিতবে। দেশকে রক্ষা করার জন্য এই জোট। দেশের জন্য এই জোট। এনডিএ-র কোনও মূল্য নেই।'

মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের 'ডেপুটি' নিত্যানন্দ রাই লোকসভায় 'জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লি (সংশোধনী) বিল ২০২৩' পেশ করার পরেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল 'আম আদমি পার্টি' (আপ)-র সুশীলকুমার রিঙ্কু-সহ বিরোধী সাংসদেরা প্রতিবাদ শুরু করেন। বিলটিকে 'গণতন্ত্রের পরিবর্তে বাবুতন্ত্রের সূচনা' বলে বর্ণনা করেন তাঁরা। মোদি সরকারের ওই বিতর্কিত অর্ডিন্যান্স সংক্রান্ত মামলা সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চে বিচারাধীন। শীর্ষ আদালত গত মাসে জানিয়েছে, অর্ডিন্যান্সের সাংবিধানিক বৈধতা খতিয়ে দেখা হবে। সেই সঙ্গে যাচাই করা হবে, এ বিষয়ে সংসদের অধিকারের সীমাও। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই লোকসভায় বিল পেশ করায় মণিপুরকাণ্ডের জেরে উত্তপ্ত বাদল অধিবেশনে নতুন করে অশান্তি ছড়াতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ।

কাশ্মীর ইস্যু থেকে শুরু করে সীমান্তের সন্ত্রাসবাদ নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের বৈঠকের প্রয়োজন!

ওয়াশিংটন, ৩ অগস্ট: দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে যা কিছু সমস্যা রয়েছে তা সমাধান করতে শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনা করতে হবে ভারত ও পাকিস্তানকে। দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে এই কথা বলেন আমেরিকার বিদেশদপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারই একটি সম্মেলনে গিয়ে পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ভারতের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলোচনায় বসার বার্তা দেন। কাশ্মীর ইস্যু থেকে শুরু করে সীমান্তের সন্ত্রাসবাদ-একাধিক বিষয় নিয়েই দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছে দুই দেশের মধ্যে। কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ তুলে নেওয়ার পরেও প্রবল আপত্তি জানিয়েছিল প্রতিবেশী দেশটি। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি সেনার মদতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চলছে, একাধিকবার সেই অভিযোগও উঠেছে। এহেন পরিস্থিতিতে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর সাফ জানিয়েছিলেন, যতক্ষণ না সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসের ঘটনা কমছে ততক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারই শাহবাজ শরিফ বলেন, দুই দেশ 'স্বাভাবিক প্রতিবেশী' ততদিন হয়ে উঠতে পারবে না, যতদিন না শান্তিপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে গুরুতর বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়। যদিও তিনি ভারতের নাম উল্লেখ করেননি, তবুও তিনি যে ভারতের কথাই বলছেন তাতে নিঃসন্দেহ ওয়াকিবহাল মহল। উল্লেখ্য, মাস ছয়েক আগেও একই প্রস্তাব দিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তারপরেই মার্কিন বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্রের কাছে বিষয়টি তুলে ধরা হয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মিলার বলেন, বহুদিন থেকেই আমরা বলে আসছি, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তিপূর্ণ আলোচনা হওয়া দরকার। যে সমস্ত বিষয় নিয়ে দুই দেশের মধ্যে বিরোধ রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। বরাবরই এই অবস্থানই বজায় রেখেছে আমেরিকা।

এবার ইন্টারনেটের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বয়সভিত্তিক সময়সীমা বেঁধে দিল চিন

বেজিং, ৩ অগস্ট: অনলাইন গেম, সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে বর্তমান প্রজন্ম ডুব দিয়েছে মোবাইল ফোনে। ছোট ছোট শিশুরাও দিনের বড় সময়টাই কাটিয়ে দিচ্ছে স্রেফ ফোন দেখে। এই প্রবণতা কমাতে এবার ইন্টারনেটের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বয়সভিত্তিক সময়সীমা বেঁধে দিল চিন।

বুধবার চিনের সরকারি সাইটে এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, অপ্রাপ্তবয়স্করা রাত ১০টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত কোনও ধরনের ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবহার করতে পারবে না। ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সিরা দিনে ২ ঘণ্টা , ৮ থেকে ১৫ বছর বয়সিরা দিনে ১ ঘণ্টা এবং যাদের বয়স ৮ বছরের নীচে তারা দিনে মাত্র ৪০ মিনিট ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবে। উল্লেখ্য, চিন আগেও এ বিষয়ে পদক্ষেপ করেছিল। ২০১৯ সালে বাচ্চাদের অনলাইন গেম খেলার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল বেজিং। সে সময় বাচ্চাদের দিনে ৯০ মিনিটের বেশি গেম খেলায় নিষেধাজ্ঞা ছিল। এরপর ২০২১ সালে সেই নির্দেশ আরও কঠোরভাবে জারি করা হয়েছিল। নতুন নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া সপ্তাহান্ত এবং সরকারি ছুটির দিনগুলিতে বাচ্চারা ১ ঘণ্টা করে অনলাইন গেম খেলতে পারবে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই সকলের নিরাপত্তার স্বার্থে এবং অবশ্যই অনলাইনের আসক্তি দূর করতে বেজিংয়ের এই উদ্যোগ। অন্যদিকে, বাচ্চাদের ইন্টারনেট ব্যবহারে ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটায় এমন অ্যাপগুলিকেই নেট পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছে জিনপিং প্রশাসন।

Office of the
MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK

NIT No: 08/2023-24 Memo No: 119/ MGP/ 2023, Date: 03.08.2023
Publishing Date & Submission Start Date: **03.08.2023 from 10.00 AM**
Bid Submission Closing Date: **18.08.2023 up to 05.00 PM**
Bid Opening Date: **21.08.2023 after 11.00 AM**
Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

Office of the
MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK

NIT No: 09/2023-24 & 10/2023-24 Memo No: 120/MGP/2023 & 121/ MGP/ 2023, Date: 03.08.2023
Publishing Date & Submission Start Date: **03.08.2023 from 10.00 AM**
Bid Submission Closing Date: **11.08.2023 upto 05.00 PM**
Bid Opening Date: **14.08.2023 after 11.00 AM**
Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

E-TENDER NOTICE
LABPUR DEVELOPMENT BLOCK
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 01/BDO/2023-24
E-Tenders are invited for 1 nos work. Bid Submission start- **03/08/2023**, Ends- **09/08/ 2023.**
For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Block Development Officer
Labpur Development Block

NOTICE INVITING e-TENDER
1) e-Tender Reference No- WBBDR/P-1/ 081/818/ EO/ 2022-23 Dated-03/08/ 2023.1) 2023_ZPHD_ 554316_1
Construction of Permanent Bus stand at Hematpur under Purbasthali-I P.S. Look for detail you may visit **www.wbtenders.gov.in** and office notice board.
Sd/- Executive Officer
Purbasthali-1 Panchyat Samity, Srirampur,
Purba Bardhaman

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
CORRIGENDUM
2nd Call 2nd Corrigendum
Memo No. 668/PW/Eng/2023 dated 02.08.2023
It is notified that the intending Tenderer/Bidder will read the following in connection with E-Tender Notice No. 490/PW/Eng/2023 dated 19.01.2023 for Sl. No. 01 (2nd Call). **(1)** Closing date and time of download of Tender documents (online) 09.08.2023 instead of 02.08.2023. **(2)** Closing Date and time of Bid submission (Technical and Financial) 09.08.2023 instead of 02.08.2023. **(3)** Date and time of opening of Technical Proposal (online) 11.08.2023 instead of 05.08.2023. **(4)** Date of opening of financial proposal (online) will be notified later on. All other terms & conditions wills remain same.
Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস

নং ঃ **সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২ তারিখ ঃ ৩১.০৭.২০২৩।** লিঙ্ক **www.ireps.gov.in**-এর অধীনে নিম্নরূপ **ই-টেন্ডারগুলি** অ্যাক্সেস করা যাবে। লিঙ্ক **www.ireps. gov.in→login→E-Tender Stores/Supply** অ্যাক্সেস করে এরূপ ই-টেন্ডারের প্রেক্ষিতে অফার কেবলমাত্র ইলেক্ট্রনিক্যালি জমা করতে হবে। নির্দিষ্ট টেন্ডার বা আইআরইপিএস সম্পর্কিত তথ্য, যদি থাকে, সম্পর্কে স্পষ্টীকরণের জন্য ভেন্ডররা নিচের আধিকারিকের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন ঃ ডেপুটি সিএমএম/এইচকিউ/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন, **০৩৪১-২৫২৫৫৯৪** বা এসএমএম/সিওএন/এইচকিউ, **০৩৪১-২৫৩৫৬৩১। অফিসের ঠিকানা ঃ** পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন-এর অফিস। **ক্রঃ নং; টেন্ডার নং; উপকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ; পরিমাণ; বায়নামূল্য জমা (টাকা); টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (প্র.ভা.স.)** নিম্নরূপ ঃ **[১]; ৭০২৩১১৩৪; (১) আইজিবিটি-ভিত্তিক ৩-ফেজ ড্রাইভ প্রোপালশন ইক্যুইপমেন্ট তৎসহ ফিজিক্যাল মিডিয়াম অর্থাৎ ইএসডি/ইএমডি/ওএফজি** যার জন্য মাল্টি ফাংশনাল ভেহিক্ল বাস (এমভিবি), আইইসি ৬১৩৭৫ অনুযায়ী, মেইন ট্রান্সফর্মার এবং ট্র্যাকশন কনভার্টারের মধ্যে সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় টার্মিনাল ব্র্যাকেট, বাস বার লিঙ্ক এবং কপার ব্রেইড্, ভিসিইউ১/২ থেকে এসবি১/২ প্যানেল পর্যন্ত সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিলিয়ারি কনভার্টার, ইন্টারফেসিং কানেক্টরস, কেব্‌লস এবং কেব্‌ল লুম। স্পেসিফিকেশন নং ১) আইজিবিটি-ভিত্তিক ৩-ফেজ ড্রাইভ প্রোপালশন ইক্যুইপমেন্টের জন্য আরডিএসও/২০০৮/ইএল/এসপিইসি/০০৭১, রিভ.৫; ২) কন্ট্রোল কেব্‌লস-এর জন্য সিএলডব্লু/ইএস/৩/০৪৫৮ অল্ট.ই বা সাম্প্রতিক; ৩) স্ক্রিনড্ কেব্‌ল-এর জন্য সিএলডব্লু/ইএস/৩/০৪৫৯ অল্ট.সি বা সাম্প্রতিক; ৪) সিএলডব্লু/ইএস/৩/০১২৪ অল্ট.ও বা সাম্প্রতিক। **[ওয়ারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৭২ মাস]; **(২) সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (এএমসি)** যার জন্য আইজিবিটি-ভিত্তিক ৩-ফেজ ড্রাইভ প্রোপালশন ইক্যুইপমেন্ট যার স্পেসিফিকেশন নং সিএলডব্লু/এএমসি/সি-ডি অ্যান্ড ডি/০১ মার্চ-২০১৬তে ইস্যু করা হয়েছে [**ওয়ারান্টির মেয়াদ ঃ** ৫ বছর; **এএমসি পিরিয়ড ঃ** ৩ বছর; **ডিসকাউন্টিংয়ের রেট ঃ** ১০%]; **(১) ৫৬৭.০০ সেট, (২) ৫৬৭.০০ সেট;** ৫০,০০,০০০.০০ টাকা; **২২.০৮.২০২৩ তারিখে বেলা ১১টা। [২]; ৭৫২৩৩৮৫২; (১) সিএলডব্লু-র স্পেসিফিকেশন নং সিএলডব্লু/এমএস/৩/০৮৬ অল্ট-৫ অনুযায়ী ডব্লুএজি-৯এইচসি-র জন্য কনিক্যাল স্প্রিং ওয়াশার** (সংলগ্ন সেটের বিবরণ অনুযায়ী প্রতি সেটে ৩টি আইটেম থাকবে) **[ওয়ারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৭২ মাস]; **(২) ইএলএএইউ/ডানকুনির জন্য কনিক্যাল স্প্রিং ওয়াশার** (১টি আইটেম সম্বলিত) স্পেসিফিকেশনঃ সিএলডব্লু/এমএস/৩/০৮৬/অল্ট.-৫। **[ওয়ারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৭২ মাস]; **(১) ২৯৫.০০ সেট, (২) ৭০.০০ সেট;** ০.০০; **২৫.০৮.২০২৩ তারিখে বেলা ১১টা। [৩]; ৭৫২৩৩৮৬৩;** সিএলডব্লু-র ড্রইং নং ১২০৯-১১-৩৪৪-০৫১ অল্ট-১ অনুযায়ী **ডব্লুএজি-৯এইচসির জন্য করুগেটেড ফ্লেক্সিব্‌ল হোস/ডাক্টিং। [ওয়ারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৩০ মাস]; **৫৮৭.০০ সেট;** ০.০০; **২৮.০৮.২০২৩ তারিখে বেলা ১১টা। [৪]; ৭৫২৩৪১৩৭;** ড্রইং/স্পেসিফিকেশন নং ১২০৯-০৬.১৪২-০০৩ অল্ট-৪, ক্যাটিগরি নং আর/৯/০০৫০ অনুযায়ী **ডব্লুএজি-৯এইচসি-র জন্য সার্কিট ব্রেকার বক্স অ্যাসলি.। [ওয়ারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৩০ মাস]; **৬১৮.০০ সেট;** ০.০০; **২৮.০৮.২০২৩ তারিখে বেলা ১১টা। [৫]; ৭৫২৩৩৮৫৪; (১)** ইএলএএইউ/ডানকুনির জন্য **ডব্লুএজি-৯এইচসি-র জন্য বোল্টস হেক্স হেড-এর সেট** (সংলগ্ন সেটের বিবরণ অনুযায়ী ১৪টি আইটেম সম্বলিত একটি লোকো সেট নিয়ে প্রতিটি সেট)। **[ওয়ারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৩০ মাস];**(২) ডব্লুএজি-৯এইচসি-র জন্য বোল্টস হেক্স হেড** (সংলগ্ন সেটের বিবরণ অনুযায়ী ৩৪টি আইটেম সম্বলিত একটি লোকো সেট নিয়ে প্রতিটি সেট)। **[ওয়ারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৩০ মাস]; **(১) ৭৪.০০ সেট, (২) ৫৯১.০০ সেট;** ৩,০৯,৫০০.০০ টাকা; **৩০.০৮.২০২৩ তারিখে বেলা ১১টা। [৬]; ৭৫২৩৩৮৪৪; ডব্লুএজি-৯এইচসি লোকোর সাইড-বাফারের জন্য হেক্স হেড বোল্ট** এম২৭×২০০/১৩৪×৩পি, যার আইএসঃ১৩৬৪ (পার্ট-১)ঃ২০০২, প্রোডাক্ট গ্রেড 'বি' জিঙ্ক প্লেটেড স্পেসি মেটিরিয়াল-স্টিল প্রপার্টি ক্লাস ১০.৯ যা অনুযায়ী আইএসঃ ১৩৬৪ (পার্ট-১)ঃ২০০২। আইএসঃ১৩৬৭ (পার্ট-৩) ২০০২ অনুযায়ী টেকনিক্যাল সাপ্লাই কন্ডিশন। (সংলগ্ন সেটের বিবরণ অনুযায়ী ১৬টি আইটেম সম্বলিত লোকো সেট নিয়ে প্রতিটি সেট)। **[ওয়ারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৩০ মাস]; **৬৭১.০০ সেট;** ০.০০; **৩১.০৮.২০২৩ তারিখে বেলা ১১টা। [৭]; ৭৫২৩৩৮৪৫; ডব্লুএজি-৯এইচসির জন্য ইমপ্রেগনেটেড কম্প্রেসড্ ল্যামিনেটস,** যা অনুযায়ী ড্রইং নং (১) ১২০৯-০৮.৩৩১-০১৫ অল্ট.-৩, (২) ১২০৯-০৮.৩৩১-০১৬ অল্ট.-৩, (৩) ১২০৯-০৮.২৩১-০১৩ অল্ট.-৫ রেফ.১, (৪) ১২০৯-০৮.২৩১-০১৩ অল্ট.-৫ রেফ.২, (৫) ১২০৯-০৮.২৩১-০১৪ অল্ট.-৪ রেফ.১, (৬) ১২০৯-০৮.২৩১-০১৪ অল্ট.৪ রেফ.২ (সংলগ্ন সেটের বিবরণ অনুযায়ী ১টি সেটে ৬টি উপকরণ থাকবে)। **[ওয়ারান্টির মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৩০ মাস]; **৫৭৬.০০ সেট;** ১,৬৩,১২০.০০ টাকা; **০৪.০৯.২০২৩ তারিখে বেলা ১১টা।**

[PR4/108] পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ **www.facebook.com/clwrailways**

কম্পিউটার আমদানিতে রাশ টানছে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৩ অগস্ট: দেশে তৈরি কম্পিউটারের বাজার স্থিতিশীল করতে বিদেশ থেকে কম্পিউটারের আমদানিতে কিছুটা রাশ টানছে ভারত সরকার। কেন্দ্রের বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীন ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফরেন ট্রেড সম্প্রতি একটি বিবৃতি জারি করেছে। তাতে বলা হয়েছে, বাইরে থেকে যে কোনও রকম কম্পিউটার কেনার জন্য এখন থেকে লাইসেন্স লাগবে। সরকারি ছাড়পত্র না পেলে কম্পিউটার আমদানি করা যাবে না। এত দিন দেশে কম্পিউটারের আমদানি ছিল অবাধ। কিন্তু সরকারের বিবৃতি অনুযায়ী, এ বার থেকে ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, ব্যক্তিগত কম্পিউটার, আল্ট্রা স্মল কম্পিউটার-সহ যাবতীয় কম্পিউটার দেশের বাইরে থেকে কিনতে চাইলে আগে সরকারের অনুমতি নিতে হবে। কেন্দ্র যদি ছাড়পত্র দেয়, তবেই আমদানি করা যাবে এই পণ্য। সরকারের এই নতুন নিয়ম থেকে অবশ্য ছাড় পেয়েছে বিশেষ কিছু কম্পিউটার। মূলত, দেশে তৈরি কম্পিউটার এবং এই জাতীয় যাবতীয় যন্ত্রের ব্যবসা বৃদ্ধি করতেই সরকারের এই পদক্ষেপ। কেন্দ্রের ঘোষণার পর দেশের বাজারে বিক্রি আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশীয় কম্পিউটার নির্মাণসংস্থাগুলির শেয়ারও বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। গত কয়েক দিনে অ্যাম্বার এন্টারপ্রাইজ ইন্ডিয়া লিমিটেডের শেয়ার ৩.৩ শতাংশ, ডিক্সন টেকনোলজিস্ ইন্ডিয়া লিমিটেডের শেয়ার ৫.৫ শতাংশ এবং পিজি ইলেকট্রোপ্লাস লিমিটেডের শেয়ার ২.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশীয় বাজার স্থিতিশীল করতে

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর ...

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

সার্কেল সস্ত্র : হুগলী
২৩এ, রাই এম. সি. লাহিড়ী বাহাদুর স্ট্রিট, পোস্ট- শ্রীরামপুর, হুগলী (পঃবঃ), পিন-৭১২২০১। ইমেল আইডি- **cs8240@pnb.co.in**

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

লট. নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -এর নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-র বন্ধকদাতা)	ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ই-অকশনের তারিখ/ সময়
২৮.	ক) **শ্রীরামপুর শাখা** খ) **ডাঃ সুশেন কুমার গোলদার জামিনদার: মেসার্স কে পি পাল মেমোরিয়াল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ,** পিতা- প্রয়াত সূর্য কান্ত গোলদার, ১০, চারু চন্দ্র রায় লেন, বাগবাজার, থানা - চন্দননগর, হুগলী, পিন- ৭১২ ১৩৬।	জমি এবং ভবনগুলির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ,২৭.০৩.১৯৯৮ তারিখের নিবন্ধিত দলিল নং ৪২৪, এডিএসআর- চন্দননগর - হুগলী মৌজা- চন্দননগর, মহল্লা - বাগবাজার, থানা- চন্দননগর এ ২ কাঠা এলাকা, জেলা - হুগলী আরএস খতিয়ান নং ২৬৬ -এর অধীনে আরএস দাগ নং ৪৬৮ এর মধ্যে গঠিত এলআর খতিয়ান নং ৩৩১/১ এবং ৫৫২/২, এলআর দাগ নং ৭১০ এর সাথে সম্পর্কিত, জেএল নং ১, তৌজি নং ১১ -এর অধীনে চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্র পৌরসভার হোল্ডিং নং ২৪৪, প্রেমিসেস নং ১০, সি.সি. রায় রোড, ওয়ার্ড নং ১১, **ডাঃ সুশেন কুমার গোলদার এবং শ্রীমতি দীপিকা গোলদারের নামে। এরপর শ্রীমতী দীপিকা গোলদার,** স্বামী- ডাঃ সুধেন কুমার গোলদার রেজি. উপহার দলিল নং ১৭৪২ তারিখ ০৭.০৮.২০০০, এডিএসআর-চন্দননগর হুগলী, ২৭.০৩.১৯৯৮ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ৪২৪ অনুসারে তার **স্বামী ড. সুশেন কুমার গোলদারের অনুকূলে সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশ হস্তান্তর করা হয়েছে।**	ক) ০৩.০৬.২০১৯ খ) **২,৯১,৯৯,৩৪৫.০৫ টাকা ৩১.০৫.২০১৯** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ। গ) ১৯.০৮.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ৪০.৪৮ লক্ষ টাকা খ) ৪.০৫ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা
২৯.	ক) **খালিসানি শাখা** খ) **মেসার্স স্বেতা সেলস কর্পোরেশন, স্বত্বাধিকারী- বাচ্চা সিং,** জি টি রোড (মিনাজপুর), মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮ গ) **শ্রী বাচ্চা সিং,** জি টি রোড (মিনাজপুর), মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮	রাজহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার অধীনে মৌজা তারাবিহারী, জেএল নং ২৯, তৌজি নং-৯, এলআর দাগ নং-১৩৮, এলআর খতিয়ান নং-১১৮-এ অবস্থিত কাঠামো সহ ১৯ শতক পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল , থানা পোলবা, জেলা- হুগলী। ডিএসআর হুগলীতে নিবন্ধিত ১৯৮২ সালের বিয়িং নং-আই-৩৯৪৪, বই নং- ১, ভলিউম নং- ৬৭, পৃষ্ঠা নং- ১৮ থেকে ২২। **সম্পত্তিটি শ্রী বাচ্চা সিং এর নামে আছে আছে,** পিতা- শ্রী লাল বাহাদুর সিং।	ক) ১৮.০৮.২০২১ খ) **৩০,৩৪,২২৯.৭৪ টাকা** এবং তদুপরি সুদ। গ) ০৪.০১.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ৮৯.৩৯ লক্ষ টাকা খ) ৮.৯৪ লক্ষ টাকা (১৮.০৮.২০২৩) গ) ০.১০ লক্ষ টাকা	২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা

শর্তাবলি

বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে :-

১) সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে "**যেখানে যেমন আছে**" এবং "**যেখানে যা আছে**" এবং "**যেখানে যা-কিছু আছে**" ভিত্তিতে।

২) অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহি-যোগ্য হবেন না।

৩) নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয়কার্য করবেন ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যা ব্যবস্থিত হয়েছে ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com** -তে **২২.০৮.২০২৩ তারিখ সকাল ১১.৩০টা থেকে বিকেল ৩.৩০টা।**

৪) **সম্পত্তির পরিদর্শন : ২০.০৮.২০২৩ (দুপুর ২.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টার মধ্যে)**

৫) **বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য দেখুন www.ibapi.in, https://www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app** এবং **www.pnbindia.in**

তারিখ: ০৪.০৮.২০২৩
স্থান: শ্রীরামপুর

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক ...भरोसे का प्रतिक! punjab national bank ...the name you can BANK upon! United Bank of India, Oriental Bank of Commerce

সার্কেল **SASTRA** মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পো. বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পব), ই-মেল : **cs8283@pnb.co.in**

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্দারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি কার্যকরভাবে/স্বত্ব দখল/প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।

সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত টেবিলে উল্লিখিত হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অধীন অনুযায়ী।

জামিন অধীনে সম্পদের সিডিউল

লট নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম গ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা অ্যাকাউন্ট ঘ) আইবিএপিআই সম্পত্তি আইডি	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত/মালিকের নাম [সম্পত্তি(সমূহ) এর বন্ধকদাতাগণ]	ক) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি প্রতীকী/স্বত্ব/গঠনকৃত	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লাখ টাকায়) খ) ইএমডি (বায়না জমা দাখিল) গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	ক) ই-নিলামের তারিখ/সময় খ) জামিন অধীনে ঋণদাতার জ্ঞাত দায়বদ্ধতার বিস্তারিত
১.	নিমতলা চুনাখালি (০৭০০২০) **মেসার্স এইচ এম এন্টারপ্রাইজ অংশীদারগণ : হাসনা বেওয়া,** স্বামী প্রয়াত জনরুদ্দিন শেখ **এবং মেহবুর শেখ (ঋণগ্রহীতা) এবং হাসনা বেওয়া** স্বামী প্রয়াত জনরুদ্দিন শেখ (ঋণগ্রহীতা) **PUNB0U72022643**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা- জানমহম্মদপুর, জেএল নং ১১২, খতিয়ান নং এলআর ২৪১৭, প্লট নং এলআর ২৫০৩, পরিমাণ ৩.৫ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি -ভিটা, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর সদর বহরমপুর মুর্শিদাবাদ,জেলা-মুর্শিদাবাদ, সম্পত্তি হাসনা বেওয়া, স্বামী প্রয়াত জনরুদ্দিন শেখ, গ্রাম - উস্তিয়া, পো- মুক্তিনগর, থানা- বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০২ ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তি। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে : রসিমুদ্দিন মন্ডলের ভবন, পূর্বে : মর্জিনা বিবির ভবন, পশ্চিমে : বাপি শেখ সমন্বিত।	ক) ০২.০৭.২০২১ যথাক্রমে খ) ৬৯,২৭,৬৯১.৮৭ টাকা (উনসত্তর লাখ সাতাশ হাজার ছশো একানব্বই টাকা এবং সাতাশি পয়সা) টাকা ৩১.০৩.২০২১ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ গ) ০৫.১১.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত	ক) ২৫,৯৫,২৪০.০০ টাকা খ) ২,৫৯,৫২৪.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা	ক) ২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত খ) নেই
২.	নিমতলা চুনাখালি (০৭০০২০), **দেবাশিস পাণ্ডা,** গ্রাম - নিমতলা গ্রিন ফার্ম, পো-কাশিমবাজার, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ , পিন- ৭৪২১০২, পশ্চিমবঙ্গ **PUNB0U08467710**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং দ্বিতল বাণিজ্যিক ভবন অবস্থিত মৌজা : নাগপাড়া, জেএল নং ১০৩, এলআর প্লট নং ১০০/২৭৯, এলআর খতিয়ান নং ৭০৭, এরিয়া পরিমাণ ০.৮২৫ ডেসিমেল অর্থাৎ ৩৬০ বর্গফুট (প্রতি তলে) হাতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা-বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, বিক্রয় দলিল নং ৩০৮৫ -২০০৫সারে অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর, সদর মুর্শিদাবাদ/দেবাশিস পান্ডা পিতা দয়ানিধি পান্ডা এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১০ ইটের রাস্তা,দক্ষিণে : ভরত ঘোষের ভবন, পূর্বে : জলঙ্গী রোড, পশ্চিমে : গণেশ ঘোষের ভবন সমন্বিত।	ক) ১০.০২.২০২২ খ) ১৯,০৯,১০৫.৮৫ টাকা (উনিশ লাখ নয় হাজার একশত পাঁচ টাকা) টাকা এবং পঁচাশি পয়সা) টাকা গ) ২১.০৪.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত	ক) ১৯,০৯,১৭০.০০ টাকা খ) ১,৯০,৯১৭.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা	ক) ২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত খ) নেই
৩.	ভগবানগোলা (০২৩২২০) **মহ মেকালি (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম - বাটিকামারি, পো-বাহাদুরপুর, থানা-ভগবানগোলা, জেলা -মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩৫, **PUNBU47026096**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং একতলা ভবন বসবাসের অবস্থিত মৌজা- কসবা বাহাদুরপুর, জেএল নং ৫৬,এলআর প্লট নং ১৫৩১, এলআর খতিয়ান নং ৩৮৩০, এরিয়া পরিমাণ ৮.৫ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি- ভিটা, মহম্মদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা-ভগবানগোলা, জেলা -মুর্শিদাবাদ, দান দলিল নং ১৩৯০৩-২০১০ সালের অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর ভগবানগোলা ঠিকানায় সমুদয় সম্পত্তি। চৌহদ্দি : উত্তরে : বাবলু রহমানের খালি জমি, দক্ষিণে: বার্তিকামারি কাঁচা রাস্তা, পূর্বে : সোলেমান হকের পুকুর, পশ্চিমে : মতিউর রহমানের ভবন সমন্বিত।	ক) ১৭.০৯.২০২২ খ) ১৮,২২,১২৪.১৫ টাকা (আঠারো লাখ বাইশ হাজার একশ চব্বিশ টাকা এবং পনের পয়সা) টাকা গ) ১৪.০২.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত	ক) ১৪,২২,৯৬৯.০০ টাকা খ) ১,৪২,২৯৭.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা	ক) ২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত খ) নেই
৪.	লালগোলা (১৫৩২১০), **মেসার্স আর কে মার্বেল টাইলস সেন্টার কাইমুদ্দিন (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম - বলরামপুর, ইশাহক মিস্ত্রিপাড়া, পো এবং থানা- লালগোলা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৪৮, **PUNBU56313719**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং একতলা ভবন অবস্থিত মৌজা : কৃষ্ণপুর, জেএল নং ৭৪, এলআর প্লট নং ৭২১, এলআর খতিয়ান নং ৫৯৬৭, এরিয়া পরিমাপ ৩ ডেসিমেল, লালগোলা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন , থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, বিক্রয় দলিল নং ১০৩৭১-২০১০ সালের অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর ভগবানগোলা। চৌহদ্দি : উত্তরে : হাজিক মাস্টারের খালি জমি, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রোড, পূর্বে : মেহিবুর শেখের ভবন, পশ্চিমে : আবদুলের খালি জমি সমন্বিত।	ক) ০১.০৮.২০২২ খ) ৫,৯০,২৭৯.০৯ টাকা (পাঁচ লাখ নব্বই হাজার দুশো উনআশি টাকা এবং নয় পয়সা) টাকা গ) ০৬.১২.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত	ক) ৬,৩৮,২৮০.০০ টাকা খ) ৬৩,৮২৮.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা	ক) ২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত খ) নেই
৫.	পলসান্ডা (১৬২০২০), **নুরেখোদা মন্ডল (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম - খাজুরিয়া, পো- নাগারা, থানা- নবগ্রাম, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১২২, **PUNBU41945379**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং একতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা- পলসন্ডা, জেএল নং ৪৬, এলআর প্লট নং ৭৪৯, এলআর খতিয়ান নং ৪০৫৩, এরিয়া পরিমাপ ০.০৬ একর , জমির প্রকৃতি-ভিটা, নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, খাজুরিয়া, থানা-নবগ্রাম,জেলা -মুর্শিদাবাদ,বিক্রয় দলিল নং ১৩৬৪ -২০১০ সালের অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর -২, মুর্শিদাবাদ। চৌহদ্দি : উত্তরে : এনএইচ-৩৪, দক্ষিণে : রাজকুমার সাহার খালি প্লট, পূর্বে : হাফিজুল শেখের খালি জমি, পশ্চিমে : রাজকুমার সাহার খালি জমি সমন্বিত।	ক) ০৫.০৯.২০২২ খ) ৭,১৫,১১৯.২২ টাকা (সাত লাখ পনের হাজার একশো উনিশ টাকা এবং বাইশ পয়সা) টাকা গ) ০৬.১২.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত	ক) ১৪,৭২,৫৮০.০০ টাকা খ) ১,৪৭,২৫৮.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা	ক) ২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত খ) নেই
৬.	ভাগীরথী (১৫৪১২০) **মীরা হালদার এবং প্রদীপ হালদার (ঋণগ্রহীতা),** গ্রাম -পাকুরিয়া, পো- চলতিয়া, থানা- বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১৬৫, **PUNBU64435070**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত এলআর প্লট নং ৪১, এলআর খতিয়ান নং ২১৬, জেএল নং ৮০, মৌজা- পাকুরিয়া পরিমাণ ০.০১৮৯৫ একর , রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বহরমপুর অফিস, থানা -বহরম পুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পব। চৌহদ্দি : উত্তরে : ৩ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ এবং প্রদীপ হালদারের এবং প্রণব হালদারের ভবন, দক্ষিণে : শম্ভু হালদারের ভবন, পশ্চিমে : ভোলা দাশগুপ্তর খালি জমি সমন্বিত।	ক) ১০.০৩.২০২২ খ) ১০,৯৯,৪৮২.০৮ টাকা (দশ লাখ নিরানব্বই হাজার চারশ বিরাশি টাকা এবং আট পয়সা) টাকা গ) ০৬.০১.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত	ক) ৭,১১,১৮০.০০ টাকা খ) ৭১,১১৮.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা	ক) ২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত খ) নেই
৭.	ভগবানগোলা (০২৩২২০) **কিরমান আহমেদ (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম- মহেশ নারায়ণগঞ্জ, পো এবং থানা -ভগবানগোলা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩৫, **PUNBU41784968**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং একতলা ভবন বসবাসের অবস্থিত মৌজা : মহিষাস্থালি,জেএল নং ৬, প্লট নং আরএস এবং এলআর ৩১৫, খতিয়ান নং আরএস ৩৪৩ এলআর ৮২১৪, এরিয়া পরিমাপ ২ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি -বাস্তু, ভগবানগোলা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা-ভগবানগোলা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, দান দলিল নং ৮৩৩৮-২০১২ সালের অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-মুর্শিদাবাদ। চৌহদ্দি : উত্তরে : সড়ক এবং হাবুল মহলদারের ভবন,দক্ষিণে : শেখর সোনার ভবন, পূর্বে - ১২ পঞ্চায়েত রোড, পশ্চিমে : সাজ্জাদ আলির ভবন সমন্বিত।	ক) ০২.০৭.২০২২ খ) ৫,৩৮,৭৮০.০৪ টাকা (পাঁচ লাখ আটত্রিশ হাজার সাতশ আশি টাকা এবং চার পয়সা) টাকা গ) ১৩.০১.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত	ক) ৪,৮০,৩৩০.০০ টাকা খ) ৪৮,০৩৩.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা	ক) ২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত খ) নেই
৮.	বেলডাঙ্গা (০২৩০২০), **মেসার্স এন এ রহাইড এন্টারপ্রাইজ, নসিম আখতার (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম- সরুলিয়া সরণপাড়া, পো- বরুয়া, থানা-বেলডাঙ্গা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন -৭৪২১৮৯, **PUNBU74728076**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং দ্বিতল ভবন বসবাসের অবস্থিত মৌজা : সারুলিয়া, জেএল নং ৫৯, প্লট নং আরএস ৬১২ এলআর ৮১৯, এলআর খতিয়ান নং ৬৪৭২, এরিয়া ০.০১৫ একর, মহ নুরুজ্জামান এর নামে উল্লেখ্য দান দলিল নং ৫৫৭৭ -২০১৯ সালের অনুযায়ী এবং এলআর খতিয়ান নং ৬৪৬৯ এরিয়া ০.০১৫ একর , মণিরুল জামান খলিফার নামে দান দলিল নং ৫৫৭৬ -২০১৯ সালের অনুযায়ী উভয় রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বেলডাঙ্গা, মোট জমির পরিমাণ (০.০১৫-০.০১৫) সমান ০.০৩ একর, জমির শ্রেণি -বাড়ি, দেবকুন্ডু গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন পো-বড়ুয়া, থানা -বেলডাঙ্গা, জেলা -মুর্শিদাবাদ। চৌহদ্দি : উত্তরে : পঞ্চায়েত মেটাল রোড, দক্ষিণে : হাসিমুদ্দিন খালিফার ভবন, পূর্বে : গোলাম মোস্তাফার ভবন, পশ্চিমে : মোশারফ হোসেনের ভবন সমন্বিত।	ক) ০২.০৭.২০২২ খ) ১৫,৭০,৫০১.৫৯ টাকা (পনের লাখ সত্তর হাজার পাঁচশ এক টাকা এবং উনষাট পয়সা) টাকা গ) ০৩.১২.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখলীকৃত	ক) ১৯,১৯,৭০০.০০ টাকা খ) ১,৯১,৯৭০.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা	ক) ২২.০৮.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত খ) নেই

নিয়ম এবং শর্তাদি

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও

১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে **'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে' এবং 'যেখানে যা আছে ভিত্তিতে' এবং 'যেমন আছে ভিত্তিতে'।**

২. নিম্নোক্ত শিডিউলে বর্ণিত জামিনদত্ত সম্পত্তির বিবরণ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী কিন্তু সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসার কোনও ত্রুটি, ভুল তথ্য অথবা তথ্য না দেওয়া ঘোষণা সম্পর্কে দায়ী হবেন না।

৩. **বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম যা ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com মাধ্যমে ২২.০৮.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টায়।**

৪. সংশ্লিষ্ট বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app** এবং **www.pnbindia.in**।

তারিখ : ০৩.০৮.২০২৩
স্থান : বহরমপুর

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

মাথায় একটাই ভাবনা, বাড়ি বাড়ি সিলিন্ডার পৌঁছে দেওয়া বাবাকে বিশ্রাম দিতে চান রিঙ্কু

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলে এক ওভারে পাঁচ ছক্কা মেরে কেকেআরকে জেতানোর ইনিংস অবশেষে দাম পেয়েছে। প্রথমে এশিয়ান গেমস, তার পর আয়ারল্যান্ড সফর। একটি নয়, দু’-দু’টি প্রতিযোগিতায় জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন রিঙ্কু সিংহ। ভারতীয় দলের হয়ে খেলতে নামবেন ভেবে রিঙ্কু খুশি ঠিকই, কিন্তু তিনি অতিরিক্ত ভাবতে চান না। তাঁর প্রধান লক্ষ্য যত বেশি সম্ভব রান করা। পাশাপাশি, তিনি চান বাবা যাতে গ্যাস সিলিন্ডার বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ বন্ধ করে এ বার বাড়িতে আরাম করেন।

সংবাদ সংস্থাকে এক সাক্ষাৎকারে রিঙ্কু বলেছেন, তআমার কাজ শুধু রান করা। ম্যাচ খেলতে পারলে ভাল খেলার চেষ্টা করব। এর থেকে বেশি ভাবি না। বর্তমানটা নিয়ে বাঁচতে ভালবাসি। ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাকে এ ভাবেই আশীর্বাদ করবেন। পরিশ্রমটাই শুধু আমার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সেটাই ভাল করে করতে চাই। বাবা-মা, ভাই, ছোটবেলার কোচ মাসুদ আমিনি সবাই খুশি। সবাই চাইত আমি ভারতের হয়ে খেলি। ছোটবেলা থেকে বাবাকে দেখেছেন বাড়ি বাড়ি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বয়ে নিয়ে যেতে। পরের দিকে নিজেও সেই কাজ করেছেন। এখন অবস্থা অনেকটাই বদলেছে। তাই নতুন বাড়িতে গোটা পরিবারকে নিয়ে গিয়েছেন। রিঙ্কু চান, বাবা এ বার কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়িতেই আরাম করুন। বলেছেন, বাবাকে বলেছি এ বার তুমি আরাম করো। কিন্তু এখনও সিলিন্ডার বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওই কাজটা উনি ভালবাসে। কিছু কিছু সময়ে আমিও ওঁর ব্যাপারটা বুঝি। জানি যে বাড়িতে আরাম করা শুরু করলে খুব তাড়াতাড়ি একঘেয়ে লাগবে। সারা জীবন ধরে যদি কেউ কাজ করেই যায়, তা হলে সে নিজে না চাইলে থামানো সম্ভব নয়। আইপিএলের সুবাদে তাঁকে গোটা দেশ চিনেছে। কিন্তু তাঁকে নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি হোক, এটা চাইছেন না রিঙ্কু। বলেছেন, তজীবন অনেকটাই বদলে গিয়েছে। এখন আমাকে অনেক বেশি লোকে চেনে। কিন্তু তা বলে বেশি বাড়াবাড়ি ভাল না। তা হলে অহংবোধ এসে যায়। আমি সব কিছু স্বাভাবিক রাখতে চাই এবং স্বাভাবিক ভাবে ক্রিকেট খেলতে চাই।

ব্যাডমিন্টনে ভাল দিন ভারতের

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শেষ আটে সিন্ধু, শ্রীকান্ত, প্রণয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যাডমিন্টনে দিনটা ভাল গেল ভারতীয় খেলোয়াড়দের। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শেষ আটে উঠলেন পিভি সিন্ধু, কিদম্বি শ্রীকান্ত ও এইচএস প্রণয়। কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন প্রিয়াংশু রাজাওয়াতও।

ব্যাডমিন্টনের এই সুপার ৫০০ প্রতিযোগিতায় কোয়ার্টার ফাইনালে সিন্ধুর সামনে ছিলেন আর এক ভারতীয় আকর্ষি কাশ্যপ। দ্বিতীয় রাউন্ডে মাত্র ৩৮ মিনিটে কাশ্যপকে হারিয়েছেন সিন্ধু। ২১-১৪, ২১-১০ গেমে জিতেছেন সিন্ধু। আগের রাউন্ডেও এক ভারতীয় প্রতিযোগী অস্মিতা চালিহাকে হারিয়েছিলেন সিন্ধু।

কোয়ার্টার ফাইনালে সিন্ধুর সামনে আমেরিকার বেইওয়েন ঝ্যাং। ২০২০ সালে শেষ বার মুখোমুখি হয়েছিলেন তাঁরা। এখনও পর্যন্ত ১০ বার মুখোমুখি হয়েছেন তাঁরা। সিন্ধু এগিয়ে ৬-৪ ফলে। কিন্তু ঝ্যাং এখন যে ছন্দে রয়েছেন তাতে সিন্ধুর পক্ষে জেতা সহজ হবে না। চলতি বছরটা খুব একটা ভাল যায়নি সিন্ধুর। জাপান ওপেন ও কোরিয়া ওপেনে প্রথম রাউন্ডেই ছিটকে যেতে হয়েছিল তাঁকে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ভাল ফলের আশায় ভারতীয় তারকা।

অন্য দিকে পুরুষদের সিঙ্গলসে স্ট্রেট গেমে চাইনিজ তাইপেইয়ের সু লি ইয়াংকে হারিয়েছেন শ্রীকান্ত। প্রথমে গেমে শ্রীকান্তের সামনে দাঁড়াতে পারেননি ইয়াং। ২১-১০ পয়েন্টে প্রথম গেম জিতেছেন শ্রীকান্ত। দ্বিতীয় গেমে কিছুটা লড়াই করেছিলেন ইয়াং। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ২১-১৭ জিতে ম্যাচ জিতে যান শ্রীকান্ত। এই নিয়ে তৃতীয় বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন তিনি। জিতেছেন আর এক ভারতীয় রাজাওয়াত। চাইনিজ তাইপেইয়ের ওয়াং জু ওয়েইয়ের বিরুদ্ধে তিন গেমের লড়াইয়ে জিতেছেন তিনি। ক্রমতালিকায় উপরে থাকা প্রতিযোগীকে প্রথম গেমে ২১-৮ হারান রাজাওয়াত। পরের গেমে ফেরেন ওয়েই। ২১-১৩ দ্বিতীয় গেম জেতেন তিনি। খেলা গড়ায় তৃতীয় গেমে। সেখানে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছিল। শেষ পর্যন্ত ২১-১৯ জিতে ম্যাচ জেতেন রাজাওয়াত। কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি খেলবেন শ্রীকান্তের বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয় রাউন্ড জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছেন প্রণয়ও। চাইনিজ তাইপেইয়ের ওয়েই চি-কে তিন গেমের লড়াইয়ের হারিয়েছেন তিনি। প্রথম গেম ১৯-২১ হেরে গিয়েছিলেন প্রণয়। তাতে ঘাবড়ে না গিয়ে দ্বিতীয় গেমে খেলায় ফেরেন তিনি। হাড্ডাহাড্ডি খেলা চলছিল। শেষ পর্যন্ত ২১-১৯ জিতে সমতা ফেরান প্রণয়। এক বার ছন্দ পেয়ে যাওয়ার পরে প্রণয়কে আর আটকানো যায়নি। তৃতীয় গেম সহজেই (২১-১৩) জিতে ম্যাচ জেতেন প্রণয়।

আইসিসিকে বলে শাস্তি কমিয়েছিলেন

খোয়াজার দলেরই পয়েন্ট কাটা গেল, ক্ষিপ্ত অসি ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কিছু দিন আগে তিনি দাবি করেছিলেন, আইসিসির এক কর্তার সঙ্গে দেখা করে মন্থর ওভার রেটের কারণে পাওয়া শাস্তির পরিমাণ কমিয়েছেন। তা সত্ত্বেও নিজের দলকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচাতে পারলেন না উসমান খোয়াজা। অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়ার ১০ পয়েন্ট কাটা গিয়েছে। তার পরেই নিয়ম তুলে ধরে আইসিসির প্রতি ক্ষিপ্ত খোয়াজা।

টুইটারে একটি পোস্টে খোয়াজা আইসিসির বিবৃতিটি তুলে ধরেছেন। যেখানে পয়েন্ট কেটে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে সেই অংশটি লাল দাগ দিয়ে আলাদা করে চিহ্নিত করেছেন। সঙ্গে লিখেছেন, তদু’দিন ধরে বৃষ্টি চলার কারণে ম্যাঞ্চেস্টারে দ্বিতীয় ইনিংসে বলই করতে পারিনি আমরা। তা সত্ত্বেও মন্থর ওভার রেটের কারণে আমাদের জরিমানা এবং ১০ পয়েন্ট কেটে নেওয়া হল। কোনও অর্থ নেই এই শাস্তির।দ

ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ৩১৭ রানের জবাবে ৫৯২ তোলে ইংল্যান্ড। দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ২১৪-৫ থাকা অবস্থায় আর এক বলও খেলা যায়নি বৃষ্টির কারণে। আইসিসি-র নতুন নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে যত ওভার বল করার কথা, তার থেকে প্রতিটি কম ওভারের জন্যে ওভারপিছু পাঁচ শতাংশ ম্যাচ ফি জরিমানা হয় এবং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে একটি করে পয়েন্ট কাটা যায়। সেই অনুযায়ী অ্যাশেজে পাঁচটি টেস্ট মিলিয়ে ১০ পয়েন্ট কাটা গিয়েছে। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে চতুর্থ টেস্টে মন্থর গতিতে বল করেছিল তারা। অন্য দিকে, গোটা সিরিজে ইংল্যান্ডের ১৯ পয়েন্ট কাটা গিয়েছে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচে জিতলে ১২ পয়েন্ট, ড্র করলে চার পয়েন্ট পাওয়া যায়। সাধারণত, গোটা দিনে দলগুলিকে ৯০ ওভার বল করতে হয়। এখনও পর্যন্ত ভারতের কোনও পয়েন্ট কাটা যায়নি। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় সবার আগে রয়েছে পাকিস্তান। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুটি টেস্টেই জিতেছে তারা। শতাংশের বিচারে তারা ১০০ পেয়েছে। তার পরেই ভারত রয়েছে। একটি টেস্ট জয় এবং একটি ড্র করার সুবাদে তাদের শতাংশ ৬৬.৬৭।

১৫ জন অ্যাথলেট এবং ৩ জন কোচকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হল স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, নেতাজি সুভাষ ইস্টার্ন সেন্টার এর তরফ থেকে। সংবর্ধনা জ্ঞাপনের এই অনুষ্ঠানে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় নগদ টাকাও।

প্রয়াত পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন কর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইজাজ বাট প্রয়াত। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন কর্তা বৃহস্পতিবার মারা গেলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। ইজাজের জামাই আরিফ সৈয়দ জানিয়েছেন যে, দীর্ঘ দিন ধরেই বয়সজনিত কারণে ভুগছিলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেট কর্তা। তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত পিসিবি।

২০০৮ সালের অক্টোবরে পিসিবি-র চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন ইজাজ। তাঁর সময় বেশ কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তাঁর সময়েই পাকিস্তানে সফররত শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট দলের বাসে গুলি চলে। নাশকতার সেই ঘটনায় পাকিস্তানের ক্রিকেট বড় প্রশ্নের মুখে পড়ে। প্রচুর আন্তর্জাতিক ম্যাচ বাতিল হয়ে যায়। তার মাঝেও কিছু আনন্দের মুহূর্তও তৈরি হয়। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল পাকিস্তান। ইউনিস খানের নেতৃত্বে বিশ্বমঞ্চে বড় সাফল্য পায় তারা। তবে ইজাজ চেয়ারম্যান থাকাকালীনই ২০১০ সালে ম্যাচ গড়াপেটা কাণ্ড যুক্ত হয়েছিলেন মহম্মদ আমির, সলমন বাট এবং মহম্মদ আসিফ। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচ গড়াপেটা হয়েছিল। কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল ইজাজকে। মিসবা উল হককে টেস্ট ক্রিকেটে অধিনায়ক করেন। মিসবা পাকিস্তানের সফলতম টেস্ট অধিনায়ক। তাঁর নেতৃত্বে ৫৬টি ম্যাচের মধ্যে ২৬টি জিতেছিল পাকিস্তান।

ক্রিকেটার হিসাবে ইজাজ পাকিস্তানের হয়ে আটটি ম্যাচ খেলেছিলেন। উইকেটরক্ষক ছিলেন তিনি। আট ম্যাচে ২৭৯ রান করেন ইজাজ।

পরপর দুই ম্যাচে বড় জয়ের পর ধাক্কা, ঘরের মাঠে ভবানীপুরের বিরুদ্ধে ড্র ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরপর দুই ম্যাচে পাঁচ গোল দিয়ে প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে আটকে গেল লাল হলুদ ব্রিগেড। কলকাতা লিগের ম্যাচে ভবানীপুরের বিরুদ্ধে ড্র করল ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে দাপট দেখালেও ঘরের মাঠ থেকে তিন পয়েন্ট পেল না লাল হলুদ ব্রিগেড। ১-১ ফলে শেষ হল ম্যাচ।

পরপর পাঁচ ম্যাচ জিতে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল ভবানীপুর। ঘরের মাঠে লাল হলুদ ব্রিগেডকে হারিয়ে দিতে পারলেই চলতি লিগে জয়ের ডবল হ্যাটট্রিক হয়ে যেত তাদের। অন্যদিকে, গত দুই ম্যাচে দশ গোল দিয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিল ইস্টবেঙ্গলও। বৃহস্পতিবারের ম্যাচে নামার আগে চোট সমস্যায় জর্জরিত ছিল লাল হলুদ শিবির। তবে ভবানীপুরের বিরুদ্ধে দল নামাতে খুব একটা সমস্যায় পড়েননি কোচ বিনু জর্জ।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই একে অপরকে টেক্কা দেয় দুই দল। তবে দাপট ছিল ভবানীপুরেরই। ৩০ মিনিটে গোল করেন ভবানীপুরের সুভাষ। পিছিয়ে পড়ার পর অবশ্য লড়াইয়ে ফেরে ইস্টবেঙ্গল। হাফ টাইমের পর থেকে লাগাতার আক্রমণ শুরু হয়। ৫৪ মিনিটে গোল শোধ করেন দীপ সাহা। তারপর থেকে একাধিকবার আক্রমণ উঠলেও আর গোল করতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। এই ম্যাচ ড্র করে অবশ্য পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষেই রইল ভবানীপুর। গ্রুপের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে ইস্টবেঙ্গল।

পাঁচ গোল দিয়ে ডুরান্ড কাপ শুরু মোহনবাগানের, চূর্ণ বাংলাদেশ আর্মি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডুরান্ড কাপের প্রথম ম্যাচে দুদ্দাড়িয়ে শুরু করল মোহনবাগান। বাংলাদেশের আর্মি দলকে দাঁড়াতেই দিল না সবুজ-মেরুন ব্রিগেড।পাঁচ-পাঁচটি গোল হজম করল বাংলাদেশের সেনা দল। প্রথমার্ধে তিন-তিনটি গোল করে মোহনবাগান ম্যাচ নিয়ে গিয়েছিল নিজেদের সাজঘরে। দ্বিতীয়ার্ধে দুটি গোল করে সবুজ-মেরুন।

এদিন ডুরান্ড কাপের উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফুটবলে শট মেরে মুখ্যমন্ত্রী সূচনা করেন ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্টের। অংশগ্রহণকারী সব দলকে শুভেচ্ছা জানান মমতা।

খেলা শুরু হতেই অন্য অবতারে ধরা দেন লিস্টন কোলাসো, সুহেল ভাটরা। খেলার ১৫ মিনিটে প্রথম গোলটি করেন লিস্টন। ডান প্রান্ত থেকে করা সেন্টার থেকে গোলটি করেন তিনি। ২৯ মিনিটে মনবীর সিং পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্যবধান বাড়ান। ৩৯ মিনিটে ফের ব্যবধান বাড়ায় মোহনবাগান। লিস্টন কোলাসো যেন বলের উপরে জাদুদণ্ড ঘোরালেন। তাতেই মায়াজাল বিছোলেন বাংলাদেশ সেনা দলের পেনাল্টি বক্সে। তাঁর পাস থেকে বল পেয়ে গোল করেন সুহেল ভাট। বিরতির ঠিক আগে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন মিজানুর রহমান।

বিরতির পরে হামতে ৪-০ করেন। খেলার বয়স তখন ৫৮ মিনিট। লিস্টন কোলাসোর ফ্রি কিক থেকে ফ্লিক করেন মনবীর। হামতের কাছে বল এলে তিনি ভুল করেননি। ৮৯ মিনিটে কিয়ান নাসিরি ৫-০ করে যান। লিস্টনের শট আশরাফুল রানার হাতে লেগে ছিটকে বেরিয়ে এলে কিয়ান নাসিরি ৫-০ করে যান। দশ জনের বাংলাদেশ সেনা দলের আক্রমণে ছিল না কামড়।

জোড়া গোল মেসির, ইন্টার মায়ামিকে একাই শেষ ষোলোয় তুলে দিলেন লিয়ো

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবার লিয়োনেল মেসির জোড়া গোল। ইন্টার মায়ামির হয়ে টানা তিন ম্যাচে গোল করলেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী। থামানোই যাচ্ছে না তাঁকে। আগের ম্যাচেও জোড়া গোল করেছিলেন। বুধবার রাতের (ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার সকাল) ম্যাচে আবার জোড়া গোল করলেন তিনি। তিন ম্যাচে পাঁচ গোল হয়ে গেল মেসির। লিগস কাপে অরল্যান্ডো সিটিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দিল মায়ামি। এই প্রতিযোগিতার শেষ ষোলোয় উঠে গেল মায়ামি। সেখানে তারা খেলবে এফসি ডালাসের বিরুদ্ধে।

ম্যাচ শুরুর সাত মিনিটের মধ্যে গোল করেন মেসি। বক্সের বাইরে থেকে বল ভাসিয়েছিলেন রবার্ট টেলর। বিপক্ষের ডিফেন্ডারদের এড়িয়ে মেসি বক্সে ঢুকে বুক দিয়ে বল রিসিভ করেন। তার পর বাঁ পায়ের শটে বল জালে জড়িয়ে দেন। তবে ১১ মিনিট পরেই সমতা ফেরায় অরল্যান্ডো। প্রথমার্ধে আর কোনও গোল হয়নি। তবে বিপক্ষের এক ফুটবলারকে ট্যাকল করে ইন্টার মায়ামির হয়ে প্রথম হলুদ কার্ড দেখেন মেসি।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই বিপক্ষের মরিসিয়ো পেরেরার সঙ্গে সংঘর্ষে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মেসি। তবে ধাক্কা সামলে দু’মিনিট পরেই উঠে দাঁড়ান। নিজের দ্বিতীয় গোলের ক্ষেত্রে আক্রমণ শুরু করেছিলেন মেসিই। নিজেদের অর্ধে বল পেয়ে বাঁ দিকে এক সতীর্থকে পাস বাড়ান। সেই ফুটবলার কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বক্সে ক্রস ভাসান, যা রিসিভ করেন জোসেফ মার্তিনেস। তিনি মেসিকে পাস দেন। চলতি বলে ডান পায়ের ভলিতে গোল করেন মেসি।

বার্সেলোনায় মেসির প্রাক্তন সতীর্থ জর্দি আলবার এই ম্যাচেই অভিষেক হল মায়ামির হয়ে। ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা ছিল স্থানীয় সময় রাত আটটায়। ৪৫ মিনিট আগে মেসিরা গা ঘামানোর জন্যে নেমেও পড়েছিলেন। কিন্তু বৃষ্টিতে মাঠে জল জমে যায়। খেলা শুরু হতে বেশ কিছুটা দেরি হয়।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**